

ଜିଜ୍ଞାସା

(ପୌରାଣିକ ନାଟକ)

ଶ୍ରୀରଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଦେ, ଏମ, ଏ, ବି, ଟି, ଶ୍ରୀମତୀ ।

ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ

“ଗଣେଶ-ଅପେରା-ପାର୍ଟି”ରେ ଅଭିନୀତ ।

—ଡାୟମଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍‌ବେରୀ—

୧୦୧ ନଂ ଅପାର ଚିଂପୁର ରୋଡ, କଲିକାତା ।

ଶ୍ରୀକାନାହିଲାଲ ଶିଳ କର୍ତ୍ତୃକ

ପ୍ରକାଶିତ ।

ସନ ୧୯୪୮ ସାଲ ।



পরলোকগত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র

নারায়ণের নামে

প্রিয়তম !

কেন বা জুড়িয়েছিলে দুটি দিন পোড়া প্রাণ,
কেনই বা অকালেতে হ'লো লীলা-অবসান ?
কোথা আছ, কত দূরে, সাড়া কি দেবে না আর ?
হাজার চোখের জলে বহিল যে পারাবার !
এত ভালবাসি নাই কাহারেও কোন দিন,
মর্শ্ব পুড়িয়ে তাই ধুলায় হ'লে কি লীন ?
নামে ছিলে নারায়ণ, কাজেও আছিলে তাই,
ধরিতে না পারি ধরা আগুনে করিল ছাই ;
ভাবিতে পারি না আর আমাদের তুমি নও,
আমরাই কাঁদি তবু, তুমি সেথা স্নেহে রও ।
ধরায় আসিতে পুনঃ হয় যদি প্রয়োজন,
ভরিও বাঁশীর তানে আমাদেরি বৃন্দাবন ।
তোমারি ছবিটী বুঝি এঁকেছি যতন ক'রে,
তুলে নাও প্রিয়তম তোমারি কমল-করে ।

কাকা

ভূমিকা



কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণ রাজনীতিক, কৃষ্ণ অনন্ত লীলার প্রসবণ। যার বাঁশীর সুরে যমুনা উজান বহিত, গোপীরা পাগল হইয়া ছুটিত, যে “মুকুৎ করোতি বাচালং, পঙ্গু লজ্জয়েতে গিরিম্”—তঁার লীলাপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া অবসানের অবতারণা কেন? জানি, কোন কোন বৈষ্ণবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে লীলাবসানের অভিনয় “অবসান” বলিয়াই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু “ব্রহ্মা আদি দেব যারে দিতে নারে সীমা”—তঁার লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনার কোন শক্তিই আমার ছিল না। তবু হাঁকে নিয়া বৃন্দাবন পাগল, যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসী যার নাম-মদিরায় মাতাল, তাঁকে কল্পনার তুলিতে রূপ দিতে বহুদিনের বাসনা ছিল। দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে তো আঁকিতে পারি নাই; তাঁর সারা জীবনের লীলাখেলা পশ্চাতে রাখিয়া বাহিরের যে শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি-স্মরণের অল্পভূতি নিয়া মুখের হাসি চোখের জলে লোকচক্ষে ধরা দিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিয়াই এই নাটকের অবতারণা করিয়াছি। “সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”—যাঁর মুখের বাণী, এ কৃষ্ণ তাঁর বাইরের আনরণ; অস্ত্র তাঁকে ভেদ করে, প্রিয়জন-বিরহে তাঁর ব্যথিত অন্তর আৰ্ত্তনাদ করিয়া ওঠে,—“ভগবান্ এত ভাগ্যহীন!” দেবতার অনন্ত রূপ যদি সত্য হয়, তবে এই মসীময় রূপেই বা তাঁর পূজা হইবে না কেন?

লীলাবসানের অসাধারণ অভিনয়-গৌরবের মূলে সৰ্ব্বপ্রথম “গণেশ অপেরা পাৰ্টি”র বিচক্ষণ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মণ্ডল। ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, “নিয়তি” ও “বীরপূজা” প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল ও গণেশ অপেরা পাৰ্টির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হবিপদ কুমার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, ইহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

দোল-পূর্ণিমা,

সন ১৩৪৩ সাল।



প্রবন্ধকার

কুশীলনগণ :

পুরুষ ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, বনুদেব, উদ্ধব, কলি ।

শাস্ত্র	...	...	শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ।
দেবল	...	...	বলরামের পুত্র ।
মুকুল	...	...	শাস্ত্রের পুত্র ।
জরা	...	...	অনার্য্য-সর্দার ।
শমীক	...	...	ঋষি ।
কোটিল্য	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ ।
চন্দন	...	...	ঐ প্রতিপালিত ।
তুর্লভচাঁদ	...	...	নাগরিক ।
শ্রুতানিক	...	...	জ্যোতিষী ।

তুন্দুভি, শুক, ~~দুহ~~, প্রহরী, দ্বারকাবাসীগণ, সৈন্তগণ, ঋত্বিকগণ,
যদিবগণ, শূদ্রগণ, বালকগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

~~গান্ধারী~~ গান্ধারী, সারী । ~~দুর্লভ~~

জাম্ববতী	...	...	শ্রীকৃষ্ণমহিষী ।
লক্ষ্মণা	...	...	শাস্ত্রের স্ত্রী ।
শূর্গামণি	...	...	কোটিল্যের স্ত্রী ।
গায়ত্রী	...	...	ঐ কন্যা ।
অলক্ষ্মী	...	...	জরার পালিতা ।

প্রতিহারিণী, দেববালাগণ, কুরুমণীগণ, পুরনারীগণ, এয়োগণ,
সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, ধ্বংসসঙ্গিনীগণ ইত্যাদি ।

ব্রজেন্দ্রবাবুর কৃত বিশ্ববিজয়ী নূতন নূতন নাটক

রাজলক্ষ্মী

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, প্রণীত
বিশ্ববিজয়ী নাটক। গণেশ অপেরায়
মহা যশের সহিত অভিনয় হইতেছে।

সী তার বনবাসের সেই চিরকরুণ কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। যাহারা অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। ইহা পাঠ করিলে অশ্রুসঞ্চার করা সুকঠিন। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১১০ টাকা।

বঙ্গবীর

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ কৃত, গণেশ-
অপেরার যশের অভিনয়। একদিন যে
বাংলার নির্কাসিত রাজপুত্র মাত্র সাত

শত অনুচর লইয়া লক্ষ্য জয় করিয়াছিলেন, সেই বিজয়সিংহের কীষ্টি-কাহিনী পাঠ করুন। সেই পুত্রবৎসল সিংহবাহু, কুটচক্রী ইন্দ্রনিল, রাজ্যহারা শালিবাহন, প্রতিহিংসাপরায়ণ অগ্নিমিত্র প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১১০ টাকা।

চাঁদের মেয়ে

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ প্রণীত ;
নট্টকোম্পানীর যশের অভিনয়। চাঁদের
ছলানী সোনার মর্ম্মভুদ কাহিনী, চাঁদ-
রায়ের নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস, কেদাররায়ের বজ্রকঠোর কুসুম-কোমল প্রাণের
অভিব্যক্তি, জৈশাখীর মহত্ব, কাঞ্চনের মেহের ফল্গুধারা, শ্রীমন্তের প্রতিহিংসা,
আলোরার অপরূপ আলো, নবরসের অপূর্ব সন্মিলন। মূল্য ১১০ টাকা।

প্রবীরার্জুন

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ, প্রণীত ;
গণেশ-অপেরায় অভিনীত। প্রবীর
কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধৃতকরণ, ভীম

অর্জুন কর্তৃক মাহিষমর্তী-অভিযান, গঙ্গার জালাময়ী উদ্দীপনা, নীলধ্বজের
নৈরাশ্য, অগ্নির মহাপ্রাণতা, বুধকেতুর আত্মগানি, প্রবীরের আত্মদান,
জনার অনলোদগারী শোকগাথা প্রভৃতি পাঠ করুন। মূল্য ১১০ টাকা।

স্বর্ণলক্ষা

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ প্রণীত,
বাণী-নাট্য-সমাজ কর্তৃক মহা যশের
অভিনয়। শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-অন্বেষণ,

বিভীষণ সহ মিত্রতা, রাবণসভায় অঙ্গদের বীরত্ব, শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন,
মহাসমরে বীরবাহু ও তরণীর পতন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ-বধ, প্রমী-
লার চিতারোহণ, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি, মূল্য ১১০ টাকা।

লীলাবসান



প্রস্তাবনা ।

হস্তিনার প্রাসাদসম্মুখ ।

গীতকণ্ঠে কুরুমণীগণের প্রবেশ ।

কুরুমণীগণ ।—

গীত ।

(তারা) রহিল চিত্তার শয়নে ।

গৃহে ফিরে যাই, বৃকে নিয়ে ছাই,
দরদর ধারা নয়নে ॥

জীবন অশান, আশা অবসান,
ললাটে কালিমা ঢাকা,

পরশে লাগিল, চির অভিলাষ,
হৃদয়ে দারুণ জ্বালা ;—

শুভ উৎসবে বিভীষিকা ত্রাস,

স্বজনের ভীতি ধরার নিঃশ্বাস,

ঘরে পরে শুধু, সহিতে দহিতে,
লেছি শূন্য ভবনে ॥

[প্রস্থান

সজলনয়নে লক্ষণার প্রবেশ ।

লক্ষণা । নেই গো নেই ; যেখানকার যা সব তেমনি আছে, যার বড় সাধের সাজানো সংসার, সেই শুধু নেই । ঐ রক্ত-নিশান সত্ৰাট দুর্ঘোষনের নামের মহিমায় এখনও পতপত ক'রে উড়ছে, বৃক্ষচূড়ায় দোয়েল শ্রামা এখনও তার নাম গান করে, ঐ স্বপ্নপূরী তারই কলনায় গড়া । সব আছে, যার ঘর সেই শুধু নেই । হস্তিনার সম্পর্ক শেষ ! কেউ নেই আমার—কেউ নেই—[ললাটে করাঘাত]

ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । অবসান কুরুক্ষেত্র-রণ ;
নির্দোষিত রঙ্গালয় সম
হস্তিনার সুরম্য প্রাসাদ
ওই রয়েছে দাঁড়িয়ে ।
থেমে গেছে কলকোলাহল,
ফুরিয়েছে মূর্জ-মুরলীতানে
স্তাবকের সঙ্গীতঝঙ্কার,
হা-হা-রবে সমীর কাঁদিয়ে ওই—
“নাই—নাই—নাই দুর্ঘোষন !”

লক্ষণা । নাই—নাই—নাই দুর্ঘোষন !
এসছিল সাথে নিরা
শত ভ্রাতা দিকপাল সম,
নিয়ে গেছে অষ্টাদশ অকোহিনী
রথীন্দ্রনিকর ;

আপনি কাঁদিয়া গেছে,
কাঁদায়েছে শত শত কৌরবরমণী ।

শ্রীকৃষ্ণ । লক্ষ্মণা !—মা !
লক্ষ্মণা । কি করিলে—কি করিলে বাসুদেব !
শ্রীকৃষ্ণ । যাও কণ্ঠা জননীর পাশে ।
লক্ষ্মণা । কি দেখিতে যাবো বাসুদেব ?
পিতা নাই—ভ্রাতা নাই—

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি তো রয়েছ মাতা
একাগরে পুত্র-কণ্ঠা কৌরবের কুল ।
যাও—যাও মধুমাথা মুখখানি নিয়ে,
“মা মা” বলি দাঁড়াইও
ঐ শত বিপবার মাঝে ।
মা-ডাকে পাষণ গলে,
ও নামের শীতল প্রবাহে
ধূয়ে যাবে পতিশোক-জ্বালা ।

লক্ষ্মণা । ভাষা নাই—ভাষা নাই নিষ্ঠুর কেশব !
মহামানী কুরুকুল
উচ্চশিরে গেছে যমালয়ে,—
মরে নাই তারা,
মরিয়াছি আমি—শুধু আমি ।

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি ?
লক্ষ্মণা । তুমি প্রভু পূজনীয় স্বপুত্র আমার,
তোমার আশ্রয় বিনা গতি নাই—
মুক্তি নাই মোর, সেই তুমি

পিতৃহস্তা জ্ঞাতিহস্তারূপে
অহরহঃ জেগে রবে সম্মুখে আমার ;
এ কি মৃত্যু নয় বাসুদেব ?

শ্রীকৃষ্ণ । কারে কহ পিতৃহস্তা ছলানী আমার ?
পিতা দুর্ঘোষন তব
হত ওই পাণ্ডবের করে ;
নিজ্জিয় সারথি আমি ।

গান্ধারীর প্রবেশ ।

গান্ধারী । নিজ্জিয় সারথি তুমি ?
জানি তুমি শঠচূড়ামণি,
ইচ্ছা হয় দিতে আজি নব বিশেষণ—
চক্রৌ, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী তুমি ।

শ্রীকৃষ্ণ । মাতা !

গান্ধারী । ঐ রক্তমাখা যজ্ঞবেদী নহে কৃষ্ণ
তোমার রচনা ? কোরব পাণ্ডবগণ
উভয়ে আত্মীয় তব,
পার্থ সখা—দুর্ঘোষন বৈবাহিক ।
কেন তবে ছল করি
নিজে হ'লে পার্থের সারথি,
কোরবেরে দিলে শুধু নারায়ণী সেনা ?

শ্রীকৃষ্ণ । একা কৃষ্ণ অস্ত্রহীন পার্থের সহায়,
সহস্র সশস্ত্র কৃষ্ণ ছিল কোরবের ।

গান্ধারী । জানি—জানি ;

দেহ ছিল কৌরবের সাথে,
প্রাণ ছিল অর্জুনের রথে ।

শ্রীকৃষ্ণ । মাতা ! প্রাণ তো চাহে নি হুর্য্যোধন,
চেয়েছিল বাহুবল, সম্রাটের অভিমানে
মেগেছিল সাহায্য আমার ।
মনে পড়ে কৌরবজননী !
একদিন পুত্র তব কৃষ্ণেরে করিতে বন্দী
করেছিল ছল ? সে জানিত—
এই দেহটাই শ্রীকৃষ্ণ মুরারি,
পার্থ জানে কৃষ্ণ আছে অন্তরমাঝারে ;
তাই তো সে চাহে নাই সপ্তদ্বীপা ধরা,
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণপ্রেম বাঞ্ছা শুধু তার ।
কৃষ্ণ যদি না থাকিত রথে,
“কৃষ্ণনাম” চালাইত রথ ।

গান্ধারী । তুমি নারায়ণ, জন্ম তব পতিত উদ্ধারে ।
জীবের হরিতে ভার,
ধরিয়াছ নরের আকার ;
করপুটে ভিক্ষা মাগি—
হর মোর এ দুর্বল ভার ।
যমের কিঙ্কর সম একশত পুত্র মোর,
আরও কত আত্মপরিজন,
সব গেছে—সব গেছে,
হায়—হায়, কেহ নাই
কৌরবের বংশে দিতে বাতি ।

শোন ওই মর্ষভেদী করুণ ক্রন্দন ;
পাষণ ফাটিয়া পড়ে,
মর্ষরিয়া শুষ্কপত্রে ওঠে বনস্থলী ।

শ্রীকৃষ্ণ । স্থির হও মাতা !
গাফারী । স্থির হব কেমনে মাধব ?
একমাত্র বিস্ফোটকে
বিষে বিষে জর্জরিত দেহ,
আমার এ লোল বক্ষঃস্থলে
শত শত বিস্ফোটক ঢালিছে গরল ।
ধর—ধর—ধর তব চক্রে সুদর্শন,
হত্যা কর আমারে মুরারি !

লক্ষ্মণা । আমারও ঐ ভিক্ষা ।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি,
মৃত্যুবাঞ্ছা পূর্ণ কর মোর ।

[নতজানু হইলেন ।]

শ্রীকৃষ্ণ । ওঠ কত্যা—ওঠ মা আমার !

[লক্ষ্মণাকে ধরিয়া তুলিলেন ।]

লক্ষ্মণা । ওঃ—স্পর্শে যেন গরলের জ্বালা !
কোথা যাবো—কোথায় শীতল হবো ?
সপ্ত সাগরের জলে
এ দুঃসহ অগ্নিতাপ নিভিবার নয় ।
মহাদেবী ! চল—চল,
ছুই জনে পশি গিয়া জলে ।

গাফারী । লক্ষ্মণা ? শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূ ?

ওঃ—এই এক মূর্তিমতী জালা ।

হে কেশব ! একি তব ক্রুর অবিচার ?

এই যদি ছিল তব মনে,

কৌরবের গৃহ হ'তে

কণ্ঠা কেন করিলে গ্রহণ ?

দুর্যোধন দুঃশাসনে মারিয়াছ তুমি,

কিন্তু এই হত্যা হত্যার চরম ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

হে জননী, মোছ আঁখিজল ;

ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে কুরুক্ষেত্র-রণ,

বহুতের যুপকাঠে

ক্ষুদ্র স্বার্থে দিতে হয় বলি ।

সত্য বটে হস্তিনায়

বাজিয়াছে মরণের ভেরী,

কিন্তু বিনিময়ে তার

বিশ্বময় ব'য়ে যায় আনন্দহিল্লোল ।

গান্ধারী !

বিশ্বময় ব'য়ে যায় আনন্দহিল্লোল ;

তোমার ধর্মের রাজ্য হবে সংস্থাপন,

মূল্য তার দিবে শুধু অভাগা কৌরব ?

শ্রীকৃষ্ণ ।

জননী—জননী !

গান্ধারী ।

জানি—জানি, কণ্ঠে তব মধুর ঝঙ্কার,

অন্তরের মাঝে শুধু তীব্র হলাহল ।

তুমি যদি নিরপেক্ষ হ'তে,

বাধিত না কুরুক্ষেত্র-রণ—

মজিত না সবংশে কৌরব ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির স্বপনেও চাহে নাই
 সূচ্যগ্র মেদিনী,
 তুমি তার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়াছ বিষ ।
 আমি যে পাণ্ডবসখা ;
 পাণ্ডবের স্বপ্নে মোর নিশি কেটে যায়,
 পাণ্ডবের শুভ কামনায়
 আত্মপ্রাণ দিতে পারি বলি ।
 মহাপাপী দুর্ঘ্যোধন,
 ভারে তার টলিত মেদিনী ;
 অত্যাচারে তার
 প্রিয়তমা সখী মোর
 কৃষ্ণার নয়নজলে
 ভেসেছিল কুরুসভাতল,
 মনে নাই কৌরবজননী ?
 মনে নাই সভামাঝে
 দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণ ?
 ছলে বলে মাতুল শকুনি
 হারায় পাণ্ডবগণে
 স্বাপদসঙ্কুল বনে
 দিয়েছিল বিদায় যখন,
 কোথা ছিলে কৌরবজননী ?
 জতুগৃহদাহে পাণ্ডবের মৃত্যুবর্তী
 পশেছিল যবে হস্তিনায়,
 কয় বিন্দু অশ্রুজল করেছ বর্ষণ ?

মূর্তিমান পাপ সম জনে জনে
সন্তান তোমার, তাই তারা লভিয়াছে
অকাল মরণ ; এইভাবে বাসুদেব
ভারমুক্ত করিবে ধরণী ।
জ্ঞাতি হোক, পুত্র হোক,
যেখানে যে বিষধর ফণী
সদন্তে তুলিবে ফণা,
এইরূপে হবে তার রসাতলে গতি ।

গান্ধারী । তবে তাই হোক বাসুদেব !
ধর—ধর, গান্ধারীর বক্ষোজালা
তোমাতে করিব সমর্পণ ।
আছে তব গৃহভরা পুত্র-পরিজন,
এখনও বোঝ নাই
পুত্রশোক কি দুঃসহ জালা !
শোন এই সর্বহারা গান্ধারীর
তীব্র অভিশাপ—

লক্ষ্মণা । দেবী—
গান্ধারী । এ রসনা প্রাণান্তেও করে নাই
মিথ্যা উচ্চারণ ।
বাক্য মম অবশ্য ফলিবে,
যুগ পোহাবে না
দুই দিনে পাবে প্রতিফল ;
তোমার ও পদ্ম-আঁখি
অশ্রুধারে ভাসাবে ধরণী,

নৈরাশ্যের হাহাকারে
নিশিদিন যাপিবে ভোগিয়ার ।

লক্ষণা । জলুক—জলুক দাবানল—
গাকারী । পাপে তাপে পূর্ণ হবে দ্বারকা নগর—
নয়নগোচরে তব শত শত পুত্র-পরিবার
চাগশিঙ সম মরিবে অকালে ;
তারপর সোদরের সহ
তুমি—তুমি অকালে কালের গ্রাসে
লভিবে বিশ্রাম । হস্তিনায় বাজায়েছ
মরণের ভেরী, আজি হ'তে দ্বারকার
ঘরে ঘরে বাজুক বিষাগ ।

বাজ—বাজ—বাজ রে বিষাগ—

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । বাজ—বাজ—বাজ রে বিষাগ !
দুঃখ নাই ; পুত্র যাক—পত্নী যাক—
ধ্বংস হোক যাদবের কুল,
ধরায় স্থাপিত হোক ধর্ম-সিংহাসন ।

[প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে দুন্দুভির প্রবেশ ।

দুন্দুভি ।—

গীত ।

পথ ছেড়ে দাও, বাণী তুলে নাও,
গুটিয়ে নাও হে জাল ।
দ্বাপরের শেষ, কালের ক্ষেত্রে
কলি যে বাধিছে আল ।

প্রস্তাবনা ।]

লীলানসান

কালের চক্র ঘর্ঘররবে ঘুরিতেছে নিশিদিন,
তোমার সোনার সুন্দর যুগ চক্রে তলে লীন ;
গাও হে বাঁশীতে কুঞ্জভঙ্গ,
সহকার ত্যজ লতিকাসঙ্গ,
কর্মের শেষ, কাহিনীর শেষ,
ডাকিতেছে মহাকাল ॥

[প্রশ্নান ।

লক্ষ্মণা । ওগো, আমি কি করবো ? কেউ আমার বলতে পার,
আমি কোন্ দিকে যাই ? একদিকে কণ্টকের বন, আর একদিকে বিরাট
শূন্য ! মরা এখন হবে না ; হস্তিনার এই বিষের বাঁশী দ্বারকার ঘরে
ঘরে বাজিয়ে যাই, তারপর—তারপর ।

[প্রশ্নান ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

দ্বারকা—প্রাসাদ ।

জাম্ববতী ও দেবল ।

জাম্ববতী । ফিরে এলি যে দেবল ? লক্ষ্মণাকে কোথায় রেখে এলি ?
দেবল । হস্তিনার উপকণ্ঠে ।

জাম্ববতী । করেছিচ্ কি দেবল ? পিতৃহারা জ্ঞাতিহারা সর্বহারা
সে, তাকে একা ফেলে তুই চ'লে এলি ? সে বেঁচে রইল কি আত্মঘাতী
হ'লো, একবার চেয়ে দেখলি না ?

দেবল । পারলাম না মা—দেখতে পারলাম না । হস্তিনার প্রবেশ
করতে যাচ্ছিলাম, সম্মুখে দেখলাম, গান্ধারীর হাত ধ'রে রাণী ভানুমতী
কুরুক্ষেত্রের দিকে চলেছে । সে চোখে কি করুণ-দৃষ্টি, সেই নির্ঝাক মুখের
দিকে চেয়ে নগরতোরণের সিংহ দুটো কাঁদছে । মা ! সে মুখ দেখলে
জগতের যত ভাষা সব স্তব্ধ হ'য়ে পড়ায় ।

জাম্ববতী । তাই তুমি চ'লে এলে ?

দেবল । শুধু চ'লে এলাম ? আর্য্যাকে মুর্চ্ছিত অবস্থায় ফেলে—

জাম্ববতী । মুর্চ্ছিত ?

দেবল । মুর্চ্ছিত না হ'য়ে উপায় আছে মা ? আমি পাষণ, তাই
পা দুটোকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি, তুমি হ'লে পারতে না । পেছন
ফিরে যখন দেখলাম, কাতারে কাতারে কুরুনারীগণ স্বামীর চিতায়

প্রথম দৃশ্য ।

লীলানন্দ

শাখা-সিন্দূর ডালি দিয়ে গৃহে ফিরে আসছে, তখন আর এক মুহূর্ত থাকতে পারলাম না মা ! প'ড়ে রইলো যত্কুল-লক্ষ্মীর মূর্ছিত দেহ, আমি উর্দ্ধ্বাসে চ'লে এলাম ।

জাম্ববতী । ভাল কর নি দেবল !

দেবল । তোমরাও ভাল কর নি দেবী ! কৌরবকুল হ'তে কণা এনে সেট কৌরবকে এমন সবংশে বধ করা—

জাম্ববতী । দেবল ! এ শ্রীকৃষ্ণের মহাযজ্ঞ, তোমার আমার এখানে কোন কথা নেই ।

দেবল । জানি ; অল্পবুদ্ধি আমি, তবু বেশ বুঝি, এই হত্যালীলার অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্যের মঙ্গল-দীপ জ্বলেছে । জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠায় কৌরব আত্মাহুতি দিয়েছে, তাতে তত দুঃখ নাই ; তারা মহাপাপী—তাদের মৃত্যু হোক, কিন্তু বিনা অপরাধে তোমার লক্ষ্মণাকে জীবন্ত সমাদি কেন দিলে মা ?

জাম্ববতী । যত্নপতি কোথায় দেবল ? কি অবস্থায় দেখলি তাঁকে ?

দেবল । দেখি নাই, ঐ দুটি দৃশ্য দেখেই এই চোখ দুটো ঝলসে গেছে । ওঃ, কি নিষ্ঠুর এই মানুষ !

জাম্ববতী । যাও দেবল—যাও ; আমার তুল হয়েছিল তোমাকে পাঠানো । তোমার পরিবর্তে যদি ঐ মুকুলকে পাঠাতাম, সে যত্কুল-লক্ষ্মীকে পথের মাঝে ফেলে আসতো না, আর যত্নপতিরও একটা সংবাদ নিয়ে ফিরে আসতো । কি যে তুচ্ছিত্ব এই হৃদয়ের মধ্যে, তোমার তা বোঝবার শক্তি নেই !

সাত্যকির প্রবেশ ।

সাত্যকি । মা ! তোমার নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের চূড়া ভগ্ন ।

জাম্ববতী। ভয়? কিসে, কেমন ক'রে?

সাত্যকি। অকারণ; ঝটিকা নাই, বাত্যা নাই, অকস্মাৎ সোণার চূড়া ভেঙ্গে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। দাঁড়িয়ে দেখলাম, মন্দিরের উপর দিয়ে একটা পেচক গম্ভীরস্বরে ডেকে চ'লে গেল।

জাম্ববতী। দিবাভাগে?

সাত্যকি। প্রথর সূর্যালোকে।

জাম্ববতী। সাত্যকি! সাত্যকি! হস্তিনার সংবাদ জান?

সাত্যকি। কোরবকুল নিঃশেষ।

জাম্ববতী। তারপর?

সাত্যকি। তারপরের কথা কুমার দেবলই ভাল জানে।

জাম্ববতী। এই মুখকে পাঠিয়েছিলাম লক্ষণার সঙ্গে। অকস্মাৎ বালক যদুপতির কোন সংবাদ তো আনে নি, উপরন্তু লক্ষণাকে হস্তিনার উপকণ্ঠে মূর্ছিত অসহায় অবস্থায় ফেলে মুখ ঢেকে পালিয়ে এসেছে।

সাত্যকি। ছিঃ-ছিঃ, করেছ কি কুমার? যুদ্ধকেই তোমার ভয় জানি; হস্তিনার শূণ্যপুরীতে আর তো বোদ্ধা নেই, কেউ তোমার দিকে তরবারি নিয়ে ছুটে আসতো না। তুমি এখনো নিশ্চিন্ত রয়েছ মা? হস্তিনার উপকণ্ঠে মূর্ছিতা যাদবের কুলবধূ. আর তুমি এখনো নিশ্চিন্ত? আমি এখনি যাচ্ছি মাকে ফিরিয়ে আনতে—[প্রস্থানোত্তোগ]

দেবল। না—যেতে পাবে না।

সাত্যকি। পথ ছাড় কাপুরুষ!

দেবল। কাপুরুষ বল—ভীরু বল—নৃশংস ঘাতক বল, তবু যেতে পাবে না।

জাম্ববতী। তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না? অভাগিনীকে পথে ফেলে পালিয়ে এসেছ—

দেবল । পালাই নি মা ! কার ভয়ে পালাবো ? আমি তাকে একা ফেলে এসেছি মরবার সুযোগ দেবার জন্ত ।

সাত্যকি । কেন ?

দেবল । কেন, তুমি কি বুঝবে বীর ? তুমি রণক্ষেত্র চেন, তরবারি চেন, মানুষের অন্তর তো চেনো না ! যে জালা তার অন্তরের মধ্যে আজ, তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ ! মরতে দাও—তাকে মরতে দাও ; সে বাঁচুক—যতকুল রক্ষা হোক ।

জাম্ববতী । দেখুছো কি তুমি সাত্যকি ? যাও ; ঐ সঙ্গে ষড়ুপতির সংবাদটা—

দেবল । যেও না সাত্যকি !

সাত্যকি । স্তব্ধ হ' ভীক !

দেবল । এরা শুধু এক কথা জানে—ভীক । মা ! তোমার অনুরোধ করছি, পুত্রবধূর মায়া ত্যাগ কর—তাকে মরতে দাও । যদি জ্ঞাতিশোকে বুক ফেটে না মরে, গলা টিপে মেরে ফেল—একদিনে তার মর্মান্তিকী ক্রন্দনের শেষ হ'য়ে যাক । তুমি তো শোন নাই, আমি যে শুনিছি স্নেহ কান্না । ওঃ, এ আমাদের কি নিষ্ঠুর দয়া মা ?

সাত্যকি । কুমার ! তোমার পুরুষ না হ'য়ে নারী হওয়াই উচিত ছিল । ভাবতে লজ্জা হয় যে, মহাবীর বলরামের পুত্র এমনি দুর্বল—কাপুরুষ !

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । যাও দেবল !

দেবল । ফেরাও মা—সাত্যকিকে ফেরাও, না হয় তার সঙ্গে বিব দিয়ে দাও ; বুঝতে পারছে না, এতে উভয়তঃ মঙ্গল । তোমার লক্ষণাকে তুমি ফিরে পেতে পার, কিন্তু সে হান্সমরী প্রতিমাটা তো আর

লীলাবসান

[প্রথম অঙ্ক ।

পাবে না; সে মরেছে। হস্তিনা থেকে যদি কেউ ফিরে আসে, সে এক রাক্ষসী। তোমার মন্দিরের চূড়া ঝটিকায় ভাঙ্গে নি মা, ভেঙ্গেছে তারই নিঃশ্বাসে।

আশ্ববতী। দেবল! দেবল! কি বন্ছে তুমি?

দেবল। ঠিক বলছি। অন্ধ তুমি, তাই ভবিষ্যতের একটা রেখাও দেখতে পাচ্ছ না। আমি দেখছি, সোণার দেউলে একটা পিঁশাটী এসে দাঁড়িয়েছে।

আশ্ববতী। মিছে কথা, এ হ'তে পারে না।

দেবল। যদি হয়, তখন মনে ক'রো কি বলেছিল দেবল।

[প্রস্থান ।

আশ্ববতী। চিন্তা—শুধু চিন্তা! নারায়ণ! তোমার ইচ্ছা তুমিই জান।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

কৌটিল্যের বাটীর সম্মুখ ।

গীতকণ্ঠে এয়োগণের প্রবেশ ।

এয়োগণ ।—

গীত ।

উলু দিয়ে আয় লো সপি জল সয়িতে যাই ।

ভান্সা কুলোর আদর বড় (যখন) ফেলতে হবে ছাই ।

সূর্যামামার দেশ থেকে এক বাদরমুখো বর,

লক্ষ্মী নিতে এসেছে লো ওই বাহুনের ঘর :—

রূপের সে এক ঢেঁকি, বুদ্ধি সবই মেকি,

পেটটী জোড়া পিলে যেমন, বিদ্রো তত নাই ॥

[প্রস্থান ।

কৌটিল্য ও চন্দনের প্রবেশ ।

কৌটিল্য । নাও—এইবার পথ দেখ ।

চন্দন । সে কি পিতা ?

কৌটিল্য । ঠিকই বলছি বাবা ! এলে—জামাই-আদরে খেলে দেলে, ফুরিয়ে গেল, আবার কি ? ঘরে সোমন্ত মেয়ে, বিয়ের যোগাড় করছি, আর তো বাবা তোমাকে রাখা চলে না—বুঝলে কি না ! এতদিন কোন্ কালে তলপী গুটাতে হ'তো, কেবল ব্রাহ্মণীর একটা মায়া পড়েছে । হাজার হোক নিজের হাতে মানুষ করেছে কি না ! এই আর কি ! তা তোমারও ভালই হ'লো—কাকের বাচ্ছা কোকিলের বাসায় পেকে মানুষ হ'য়ে গেলো । যাক, এখন বড় হয়েছে—ক'রে খেতে পারবে ।

লীলানন্দ

[প্রথম অঙ্ক ।

চন্দন । তা হ'লে নিতান্তই আমার তাড়িয়ে দিচ্ছেন পিতা ?
কৌটিল্য । আর বাবা, ও সম্বোধনটা থাক্ । তা হ'লে এস এবার,
আমার অনেক কাজ । মেয়ের বিয়ে তো নয়—সাত জনের কর্মভোগ ।

চন্দন । তা হ'লে এ বিবাহই স্থির ?

কৌটিল্য । শোন কথা, আজ বাদে কাল বিয়ে যে !

চন্দন । পিতা ! আমি এ বিবাহ হ'তে দেবো না—কিছুতেই না ;
আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এ অত্যাচার গলা টিপে ধরবো । এর
জন্ত যদি আমার অস্ত্র ধরতে হয়, তাও ধরবো ; তবু এ অবিচার
আমি সহিবো না ।

কৌটিল্য । অবিচারটা কিসে হ'লো শুনি ?

চন্দন । বুকে হাত দিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর । অবিচার নয়
পিতা ? বাল্যকাল হ'তে আমাদের কানে কি মন্ত্র তোমরা ঢেলে
দিয়েছ ? যে আশা এই তরুণ মনের মধ্যে আজ বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে,
তাকে অঙ্কুরিত করেছ তোমরা । জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই আমি জেনেছি
—গায়ত্রী আমার স্ত্রী, সে জেনেছে আমি তার স্বামী ।

কৌটিল্য । দেখ, বেশী বাঁটাবাঁটি ক'রো না বলছি ; কেন কেঁচো
খুঁড়তে সাপ বেরবে ? যাও—যাও, ঢের হয়েছে । পথ থেকে কুড়িয়ে
এনে থাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা হয়েছে, এই ঢের ; আবার বামন
হ'য়ে চাঁদে ধরতে যাও কেন ?

চন্দন । সহসা আমি এমন কি অপরাধ করেছি পিতা, যার জন্য
তোমাদের স্নেহের ছায়ার আমি আর আশ্রয় পাবো না, তোমাদের
গৃহের দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ, আর তোমার কন্যার আমি এতই অযোগ্য ?
বল—অপরাধ হয়, মাথা পেতে দণ্ড নোব ।

কৌটিল্য । অপরাধ তোমার নয় বাবাজী—তোমার জন্মের ।

চন্দন । কি ? কি ? কি বললে পিতা ? অপরাধ আমার জন্মের ?
কৌটিল্য । হাঁ—অপরাধ তোমার জন্মের । এতদিন জানতাম না,
তাই ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম ; এইবারে জেনেছি, আর আমার ঘরে
তোমার স্থান নেই ।

চন্দন । কি জেনেছ ব্রাহ্মণ ? বল—উৎকর্ষ আমার প্রাণ
ওষ্ঠাগত ; বল, আমি কে ?

কৌটিল্য । তুমি শূদ্র ।

চন্দন । কি ? কি ? আমার যজ্ঞসূত্র মিথ্যা ? আমার সায়ং-সন্ধ্যা
গায়ত্রী উচ্চারণ মিথ্যা ? আমার এতদিনের সুখ-স্বপ্ন সবই মিথ্যা
ব্রাহ্মণ ? আমি শূদ্র ? পায়ে ধরি তোমার ব্রাহ্মণ, অসার জনরব শুনে
আমায় বজ্রাঘাত ক'রো না । [পদধারণ]

কৌটিল্য । দিলে ছুঁয়ে অস্পৃশ্য শূদ্রটা ; আবার অবেলার স্নান
করতে হবে ।

চন্দন । আমায় স্পর্শ করাও মহাপাপ ? কেন ব্রাহ্মণ ? আমার
জন্মের ইতিহাস যাই হোক, আশৈশব তোমারই গৃহে লালিত-পালিত
হয়েছি—তোমাদেরই অচার-নিষ্ঠায় মানুষ হয়েছি—তোমাদের দেওয়া
যজ্ঞসূত্র এতকাল বহন করেছি, তবু আমি ব্রাহ্মণ নই ?

কৌটিল্য । না রে বাপু না ; ব্রাহ্মণ হওয়াটা মুখের কথা কি না !

চন্দন । যথেষ্ট হয়েছে, তোমার সঙ্গে আর আমার কোন কথা
নেই ব্রাহ্মণ ! আমি একবার গায়ত্রীকে চাই ।

কৌটিল্য । হবে না—হবে না, তার সঙ্গে শূদ্রের কোন কথা
থাকতে পারে না ।

চন্দন । শুধু কথা কি ব্রাহ্মণ ? আমি তাকে হাত ধ'রে আমার
সঙ্গে নিয়ে যাবো—বনে হোক আর বৃক্ষতলে হোক ।

শীলানবসান

[প্রথম অঙ্ক ।

কৌটিল্য। বল কি ছোক্রা? অত্থানি এগিয়েছ? তাঁর আগে তোমার মায়ের পরিচয়টা একবার নিয়ে এস!

চন্দন। কে আমার মা?

কৌটিল্য। এক কুলটা ব্রাহ্মণকন্যা।

চন্দন। পৃথিবী! তুমি এখনো আছ? ফেটে চৌটির হ'য়ে যাও নি? আমার এ কলঙ্কিত মুখটা কোথায় লুকাবো? দিবালোকটা নিভিয়ে দাও ঈশ্বর, আমি একটু আত্মগোপন করি। ওঃ, একদিনে সর্বস্বারা—এক মুহূর্তে শেষ! কি করি আমি? আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়'বা না দেহের মাংস ছিঁড়ে পথে ছড়িয়ে যাবো? না—প্রমাণ চাই—প্রমাণ দিতে হবে।

কৌটিল্য। প্রমাণ চাই? এস—

চন্দন। না, যাও—তুমি যাও; আশৈশব তোমাদের বিশ্বাস ক'রেই বেড়ে উঠেছি, আজও বিশ্বাস নিয়ে চললাম। যাও পিতা, কোন অভিযোগ নেই আমার। স্পর্শ করতে পার'বো না, দূর থেকেই প্রণাম করছি। [নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।]

কৌটিল্য। আপদ গেল।

[প্রস্থান ।

চন্দন। সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই পৃথিবীর অবিরাম কন্ঠ-কোলাহল; কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। ঐ প্রভাসের জলরাশি তেমনি তরঙ্গ তুলে ছুটেছে, তবু একদিনে একটা মানুষের হৃদয়-রাজ্যে কি মহাপ্রলয় হ'য়ে গেছে, কেউ খোঁজ রাখে না। ওঃ, ঈশ্বর! এ আমার কি করলে! [হতাশভাবে উপবেশন।]

গায়ত্রীর প্রবেশ।

গায়ত্রী। এ কি, চন্দন? এখানে এমনভাবে ব'সে কেন?

চন্দন । স্পর্শ ক'রো না গায়ত্রী, মুখ ফিরিয়ে থাক । মুখে কলঙ্কের ছাপ দেখছ না? যাও—যাও গায়ত্রী, আমি তোমার কেউ নই ।

গায়ত্রী । তুমি কেউ নও? তবে কে আমার চন্দন? একদিনের কথা তো নয়, এ যে আশৈশবের বন্ধন ।

চন্দন । ভুলে যাও ।

গায়ত্রী । এ তোমার কি অভিমান চন্দন? ছায়া কি কায়াকে ত্যাগ করতে পারে? ছিঃ, ~~অসম্ভব~~! বিশ্বাস কর—আমার মুখের দিকে চাও; আমার অন্তরটা তলিয়ে দেখ, আমি জীবনে মরণে তোমার ।

চন্দন । [উঠিয়া] তা যদি হয়, তবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি গায়ত্রী! দুর্ হোক জন্মের ইতিহাস; কলঙ্কময় অতীতের আবর্জনা মাটি চাপা দিয়ে তোমায় নিয়ে আমি পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করবো । কিন্তু তুমি যে আর একজনের কণ্ঠে বরমাল্য দিতে চলেছ গায়ত্রী!

গায়ত্রী । জানি, তাই তোমার অভিমান । চন্দন! তুমি কি মনে কর, আমার জীবন থাকতে আর একজনের কণ্ঠালগ্না হবো?

চন্দন । [সাস্চর্য্যে] হবে না?

গায়ত্রী । না ।

চন্দন । ভাল ক'রে বুঝে দেখ গায়ত্রী! এ ভুল একবার করলে আর তার সংশোধন হবে না । আমায় বিবাহ করলে তোমায় আর্থ্যসমাজকে ত্যাগ করতে হবে—পিতা মাতাকে ত্যাগ করতে হবে ।

গায়ত্রী । কেন চন্দন?

চন্দন । কারণ, আমি শূদ্র—অস্পৃশ্য ।

গায়ত্রী । শূদ্র! তুমি শূদ্র?

চন্দন । শুধু তাই নয় গায়ত্রী! শূদ্রেরও আত্মমর্য্যাদা থাকে,

লীলাবসান

[প্রথম অঙ্ক ।

আমার তাও নেই ; আমি জগতের সকলের ঘৃণার পাত্র ! আমি এইমাত্র জেনেছি—আমি হেয় গণিকার পুত্র ।

গায়ত্রী । চন্দন—চন্দন ! এ কি সত্য কথা ? এ যে বজ্রাঘাতের মত ভীষণ—হলাহলের চেয়েও তীব্র ! তার চেয়ে আমার গলা টিপে মারলে না কেন ? অস্পৃশ্য শূদ্র গণিকার পুত্র তুমি, এতদিন চল ক’রে কেন আমার অন্তরের মাঝখানে সিংহাসন জুড়ে বসেছ ?

চন্দন । স’রে যাচ্ছ কেন গায়ত্রী ? আমি যাই হই, আশৈশব তোমাদেরই সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত । ভুলে যাও জন্মের কথা । একই পর্ণকুটীরের শীতল ছায়ায়, একই জননীর স্নেহে, একই খাণ্ডে উভয়ের দিন কেটেছে ; তবে আজ আমায় দূরে সরিয়ে রাখছে কেন গায়ত্রী ?

গায়ত্রী । চন্দন—!

চন্দন । এস প্রিয়তম, হাত ধর আমার ; পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সমাজের বহির্দিশে এক নূতন রাজ্য স্থাপন ক’রে আমরা বাস করবো । এস—[হাত ধরিতে অগ্রসর ।]

গায়ত্রী । [কিঞ্চিং পিছাইয়া] না—না, আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যা, এক শূদ্রের হাত ধ’রে—ছিঃ-ছিঃ, তুমি যাও ; তোমার কথা আমি ভুলে যাবো । ওগো সর্বসাক্ষী দেবতা ! এ আমার কি সর্বনাশ করলে ! আমি যে সমুদ্রের কূলে এসে পৌঁছেছি ! আমায় পথ দেখাও—আমার শৈশবের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার ক’রে দাও—[প্রস্থানোচ্চোগ]

চন্দন । গায়ত্রী—!

গায়ত্রী । কেন ডাক্ছ চন্দন ? আর আমায় প্রলোভন দেখিও না, আমি পাগল হ’য়ে যাবো । বল তুমি, আমি যাই । আমার পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়েছ তুমি ; খুলে দাও চন্দন ! বল, আমি যাই—

চন্দন । [রুদ্ধকণ্ঠে] তবে যাবার পূর্বে আমার এই স্মৃতিচিহ্নটা

তৃতীয় দৃশ্য ।]

লীলাবসান

নিষে যাও গায়ত্রী ! এই যজ্ঞোপবীত আজ নিষ্ফল ; এই উপবীত ছিন্ন
ক'রে তোমার মণিবন্ধে “রাখী” বেঁধে দিয়ে গেলাম ; যেদিন তুমি
আর আমার থাকবে না, সেইদিন এই রাখী খুলে ঐ প্রভাসের জলে
ভাসিয়ে দিও—[মণিবন্ধে বাঁধিয়া দিল ।] এইবার যাও গায়ত্রী, সুখী হও !

গায়ত্রী । চন্দন ! তবে চল্লাম ; বিদায়—

[গায়ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, চন্দন একদৃষ্টে
তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষু বহিয়া
জলধারা পড়িতেছিল ; পরে সে অশ্রু মুছিতে
মুছিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল ।]

তৃতীয় দৃশ্য :

পথ ।

গীতকণ্ঠে দ্বারকাবাসীগণের প্রবেশ ।

দ্বারকাবাসীগণ ।— গীত :

ও বাবা রে, একি হ'লো, ক্রুদ্ধ মহাকাল ।
আকাশ ভেঙ্গে নামছে ধরা, উপড়ে ফেলে শাল তমাল ।
বিনা মেঘে বজ্র ডাকে, উথলে দিলে সাগরটাকে,
পিঠের উপর পড়ছে শিলা (যেন) ভাদ্রমাসের তাল ।
হায় হায় সব ফর্সা হ'লো, রইলো না আর মানুষগুলো,
জুটুলো এসে ভূমিকম্প দ্বারাবতীর হাড়ীর হাল ।

[প্রস্থান

দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । অকস্মাৎ একি মহাপ্রলয় ! শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত সব ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত এসে আক্রমণ করেছে। দরিদ্রের পর্ণকুটার ধনীর প্রাসাদের সঙ্গে এক মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। একি ভয়াল মূর্তি তোমার রুদ্রদেব ? এত ক্ষুধা যদি তোমার, আমার গ্রহণ কর রাক্ষস, দ্বারকাকে বাঁচতে দাও ! হায় দ্বারকা ! স্বর্ণপ্রস্থ সাগরমেখলা জননী আমার, বুঝি আজ তোর সব শেষ !

গীতকণ্ঠে ছন্দুভির প্রবেশ ।

ছন্দুভি ।—

গীত ।

আমি গাহিব শেষের গান ।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দলিয়া মথিয়া গরল করিব পান ॥
আমি চুমুকে শুষিব সিন্ধু,
আমি বজ্রনিপাতে পূর্ণিমা-রাতে নিভাইব সুধা ইন্দু ;—
(শেষে) প্রলয়-প্লাবনে ভাসিয়া,
(আমি) খল-খল যাবো হাসিয়া,
স্মৃতির পাতায় স্বপ্নের রেখা রহিবে বর্তমান ॥

[প্রস্থান ।

দেবল । কার প্রেতাশ্রমী তুমি ? কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, কেশী, বৃষাসুর না মধুকৈটভ ? কাকে জিজ্ঞাসা করি ? কেউ নেই। একি দেখলাম ? এক পা স্বর্গে, আর এক পা মর্ত্যে ! ভীষণ—লোমহর্ষণ—বিচিত্র ! না—না, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

গীতকণ্ঠে শুক ও সারির প্রবেশ ।

✱ শুক ও সারি ।—

গীত ।

এ শুধু সেই কণ্ঠে-বারোর জের ।

বাত্যাও নয় বজ্রও নয়, নরকো গ্রহের ফের ॥

ঐ তিনটি পাশা কৰ্ম্মনাশা অস্থিতে কার জন্ম নিল,

ধরার বোঝা দ্বিগুণ ভারি বাহুর গায় ঘৰ্ম্ম দিল ;

শকুনি আমার পাশার ঢাল,

ক্ষত্রকূলের মুঘল ফাল,

তিনয়নের আগুনপোরা ক্রুদ্ধ মহেশের ॥

[প্রস্থান ।

শশব্যস্তা গায়ত্রীর প্রবেশ ।

গায়ত্রী । পালিয়ে এসেছি ; বরমাল্য অর্দ্ধেক দেওয়া হয়েছিল, বাকিটা দিতে পারলাম না ; একখানা করুণ মুখ মনে প'ড়ে গেল—পালিয়ে এলাম । এবার কোন্ দিকে যাই ? রৈবতক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে প্রভাসের জলে ঝাঁপ দেবো, না শিলাবৃষ্টি মাথায় ক'রে উদ্ধার মত ছুটবো ? তাই যাই—দেখি যদি দেখা পাই তার ! ব'লে যাবো—ইহলোকে নয় বন্ধু, পরলোকে তোমার অপেক্ষায় থাকবো ; আমি আগে যাই, তুমি আমার পশ্চাতে এস । [প্রস্থানোত্তোগ]

দেবল । কে তুমি নারী ?

গায়ত্রী । তাই তো, এখানেও বাধা !

দেবল । কোথায় চলেছ বালিকা ? মরবে যে !

গায়ত্রী । এই দুর্ঘ্যোগে যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, সে কি জীবনের মায়া করে পুরুষ ? মৃত্যুই আমি চাই ।

দেবল । কেন ভগিনী ! এই অপরিণত বয়সে পৃথিবীর এমন সুন্দর আলো বাতাস এতই কি অসহ্য তোমার ? কারণ কি ভগিনী ? বল—প্রতিকার করবো ।

গায়ত্রী । প্রতিকার করবে ? তুমি ? বিশ্বাস করি না । তুমি তো পুরুষ ; তোমাদেরই গড়া শাস্ত্র, তোমাদেরই গড়া সমাজ ; তোমরাই তো নারীজাতটাকে কারণে অকারণে অষ্টপ্রহর কশাঘাতের ব্যবস্থা করেছ ; ব্রাহ্মণ শূদ্র তোমাদেরই তো শ্রেণীবিভাগ । যাও, আমি মরবো ; পার তো আমার মৃত্যু-সংবাদটা আমার পিতা-মাতাকে দিও ।

দেবল । তুমি কে ?

গায়ত্রী । তুমি কে ?

দেবল । পথিক ।

গায়ত্রী । পথিক যদি, তোমার পথ ধ'রে তুমি চল, আমার পথে আমায় যেতে দাও । [অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল, দেবল পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল ।] ছাড়—ছাড়, এ ভিন্ন আমার দ্বিতীয় পস্থা নেই । কেন অবুঝ হ'চ্ছে পুরুষ ? আমার মাথার উপর শাণিত খড়্গা ছল্ছে, এক মুহূর্তের বিলম্ব আমার সহিবে না ।

দেবল । বুঝেছি ভগিনী, তুমি একটা নিরাপদ আশ্রয় চাও । নির্ভয় তুমি ; আমি তোমায় এমন আশ্রয় দেবো, যেখানে থেকে সমাজ তো তুচ্ছ, যমও তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না ।

গায়ত্রী । কোথায় এমন আশ্রয় পথিক ?

দেবল । দ্বারকার রাজপ্রাসাদে ।

গায়ত্রী । তবে তুমি কে ?

দেবল । আমি মহাত্মা বলরামের পুত্র দেবল ।

গায়ত্রী । কুমার দেবল ? মহত্ত্ব যার দেশবিখ্যাত, দয়ার যার সীমা

চতুর্থ দৃশ্য ।]

লীলাবসন

নাই, সেই আমার সম্মুখে! তবে আশ্রয়ে পেয়েছি ভগবান! ভাই!
আমার হাত ধর—তোমাদের আশ্রয়ে আমাকে স্থান দাও!

দেবল। এস ভগিনী, ছর্যোগের মধ্যে মহার্ঘ মণি কুড়িয়ে পেয়েছি;
সাদরে গ্রহণ করলাম। এস—

[গায়ত্রী সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য :

জরা ও অলক্ষ্মী ।

পথ ।

জরা। এইখানে—এমনি সময়ে; ঠিক এসে পড়েছি। ঐ নদী
তর-তর ক'রে বইছে, ঢেউগুলো পূত্রহারা মায়ের মত তীরের উপর
আছড়ে পড়ছে, আর ঐ ঘন বন কুয়াসা মুড়ি দিয়া ধ্যান করছে;
ঠিক এসেছি। সেদিনও এমনি কুয়াসা ছিল, ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল,
নদীর জল উথাল-পাথাল করছিল, আর তুই ঐখানে তীরে ব'সে
অঝোরঝরে কাঁদছিলি; দেখে দয়া হ'লো, বুকে তুলে নিয়ে গেলাম।
কে জানতো, তোর অলক্ষ্মী নাম এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে।

অলক্ষ্মী। বাবা!

জরা। চুপ্—চুপ্, ও ডাক আর ডাকিস্ নে! বুকটাকে অনেক
দিনের চেষ্টায় পাষাণ করেছি, ফেটে চোঁচির হ'য়ে যাবে। আর—
এগিয়ে আর!

লীলানন্দ

[প্রথম অঙ্ক ।

অলক্ষী । আর কতদূর যাবো বাবা ?

জরা । আর যেতে হবে না ; এইখান থেকে তোকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম, আজ এইখানেই বিসর্জন দিয়ে গেলাম ।

অলক্ষী । কেন বাবা, আমি কি করেছি ?

জরা । কি করেছিস্ ? আমার সর্বনাশ করেছিস্ । সর্বনাশী ! এই জন্তই তোর নাম কেউ মুখে আনে না । আমার ঘরভরা ছেলে-মেয়ে, মাঠভরা শস্য, বুকভরা শান্তি ছিল,—তু'টো দিন গেল না, সব ফর্সা ক'রে দিলি ! ঘরের কিল্লরের মত তু'-তুটো ছেলে মুখে রক্ত উঠে ম'রে গেল, গৃহিণী শোকে হুঃখে অন্ধ হ'য়ে নদীতে ঝাঁপ দিলে, ঘরে আগুন লেগে মেয়েটা গুঁড়ু পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল । আর না, খুব য়েছে রাফসী ! তুই থাক, আমি চললাম ।

অলক্ষী । বাবা ! বাবা !

জরা । আবার ? চুপ্ ! চুপ্ ! এখনও খাড়া আছি, আর একবার ডাকলে পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে যাবে । ভয় কি মা—ভয় কি ? যার কেউ নেই, ঈশ্বর আছে তার । তাকে ডাক—তাকে ডাক ; ঐ নদীর জলে আছে সে, ঐ বনের মধ্যে গাছের পাতায় সে ব'সে আছে ; তার কাছেই তোকে রেখে গেলাম ।

অলক্ষী । আমায় ফেলে যেও না, এ অন্ধকারে আমি কোথায় যাবো ?

জরা । যেখানে ইচ্ছা । নদীতে ঝাঁপ দে, আকাশে উড়ে যা, বাঘের মুখে মাথা গলিয়ে দে ; নয় তো খুঁজে দেখ, কার সোনার সংসার সুখ-শান্তিতে ভ'রে উঠেছে, কার ঘরে লক্ষী উছলে পড়েছে, সেইখানে যা—তু' দিনের মধ্যে সংসারটাকে চ'ষে ফেল । পৃথিবীতে যখন আর লক্ষীর চিহ্ন থাকবে না, তখন নিজের মাথা নিজে কামড়ে

চতুর্থ দৃশ্য ।]

লীলানসান

থাম্। অলক্ষী! রাক্ষসী! কেন আমার সর্বনাশ করলি? আমি যে
তোকে মাথায় ক'রে রেখেছিলাম!

অলক্ষী। ওগো, বিশ্বাস কর, আমি কোন দোষে দোষী নই।
বাপ মা নাম দিয়েছে অলক্ষী, তাই সবাই দূর-দূর করে। আমার
একলা ফেলে যেও না, আমি তোমার অভাগিনী কণা। যেও না—
যেও না! বাবা—বাবা—[ভুলুষ্ঠিতা হইল।]

ভ্রম। কত সয় আর? ভগবান! পাষণ কর আমায়—পাষণ
কর! মা! আমার সবভববর্জিত বিষবৃক্ষ! কোথায় রাখবো তোকে?
আমার ঘর নেই—আশ্রয় নেই; বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু তোকে রেখে
যাচ্ছি ভরা বিশ্বের করুণার দ্বারে।

[প্রস্থান।

অলক্ষী।—

গীত।

একা গো—শুধু একা।

সন্মুখে ওই মরণ-সাগর পিছনে বনানীরেখা।

তৃষিতকণ্ঠে পানীয় লাগিয়া ঘুরেছি এ ধরাতল,

ফিরেছি ব্যথিত সাপে নিরে হায় ছ'নয়নে আঁখিজল :—

কহে নাহি কথা খোলে নাই দ্বার,

দেয় নি মুচায়ে নয়নের ধার,

ঘৃণা স'য়ে স'য়ে জনম পোহালো এ বৃষ্টি ললাট-লেখা ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য :

দ্বারকা—অন্তঃপুরস্থ শ্রকোষ্ঠ ।

জাম্ববতী ও শতানীক ।

শতানীক । কেন আমায় ডেকেছ মা ?

জাম্ববতী । আমুন ব্রাহ্মণ, একবার ভাল ক'রে গণনা করতে হবে ।
ক' দিন ধ'রে মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে ; নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি, জাগরণে
চোখের উপর নানা অমঙ্গলের ছবি ভাসতে থাকে ।

শতানীক । মনের বিকার ।

জাম্ববতী । তা হোক, গণনা করুন ; নইলে স্থির থাকতে পারছি
না । যজুপতি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য করতে সেই যে গেছেন,
আজও তাঁর দেখা নেই । থেকে থেকে কেবলি মনে হ'চ্ছে, যজুবংশের
সে স্মৃতপ্রদীপ নির্বাণোন্মুখ ।

শতানীক । কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, তিনি মাত্র সারথি ; তাঁর কি অমঙ্গল
হবে মা ?

জাম্ববতী । আপনি জানেন না, সারথি হ'লেও তাঁকে ভীষ্মের বিরুদ্ধে
অস্ত্র ধরতে হয়েছিল ; তারপর কি যে হ'লো, কেউ জানে না । এই যে
রেখা পেতেছেন, বেশ ক'রে দেখুন, কারও কোন অমঙ্গল হয় নি তো ?
একি ব্রাহ্মণ ! দেখতে দেখতে তোমার মুখখানা সদা হ'য়ে গেল যে ?

শতানীক । দেখি, আর একবার ।

জাম্ববতী । কি দেখলে ব্রাহ্মণ ? বল—বল—

শতানীক । কি বলবো মা ! আমি গণনা ভুলে গেছি, আর কাউকে
ডাকো । [প্রস্থানোত্তোত]

পঞ্চম দৃশ্য ।]

লীলাবসান

জাম্ববতী । [গমনে বাধা দিয়া] নারীহত্যার পাপ হবে, যদি না বল ।

শতানীক । দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কেন বিপদে ফেলছ মা ?

জাম্ববতী । কোন বিপদ নেই ; নির্ভয়ে বল ব্রাহ্মণ, যত্নপতির কুশল তো ?

শতানীক । কুশল ; তবে—

জাম্ববতী । বল—বল, তবে ?

শতানীক । সম্মুখে ঘোর অমঙ্গল ।

জাম্ববতী । কার ?

শতানীক । রাম-কৃষ্ণের—সমস্ত যত্নবংশের ।

জাম্ববতী । বুঝতে পেরেছি, সমগ্র আর্য্যজাতির উপর বিধাতার কোপ-দৃষ্টি পড়েছে। কৌরবকুল গেছে, ভারতের অসংখ্য রাজপুরীতে চিতার আগুন এখনো নেভেনি, সেই সংখ্যাতিত অগ্নিকুণ্ড থেকে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ ছুটে এসেছে আজ দ্বারকার ; তাই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, প্রথর দিবালোকে শিলাবৃষ্টি, সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে থেকে থেকে শৃঙ্গালের চীৎকার । প্রতিকার কর—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর ব্রাহ্মণ ! রাজকোষের সমস্ত অর্থ, পুরস্ত্রীগণের শেষ আভরণটি পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়, দেবো ।

শতানীক । মা ! আমি গণনা করতেই জানি, ঝাঁড়া কাটাতে তো জানি না ।

জাম্ববতী । কে জানে ?

শতানীক । কেউ জানে না ; জানি বলে যে গর্ব্ব করে, সে মিথ্যাবাদী ।

জাম্ববতী । কি অমঙ্গল দেখলে ব্রাহ্মণ ?

লীলানন্দসান

[প্রথম অঙ্ক ।

শতানীক । তাও জানি না ; তবে রাহুর গ্রাস আরম্ভ হয়েছে ।
আর শেষ কথাটা ব'লে যাই, এই অমঙ্গলের উপনক্ষ তোমারই পুত্র শাস্ত্র ।

জাম্ববতী । শাস্ত্র ? আমার পুত্র ? এমন কালসাপ গর্ভে ধরেছি
আমি ? আমারই পুত্র হ'তে যত্নবংশের ঘোর অমঙ্গল ? হ'তে দেবো
না—কিছুতেই হ'তে দেবো না । যে হাতে তাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে
ধরেছি, সেই হাতে শাপিত অস্ত্র ধ'রে তাকে আমি বলি দেবো ।
ওঃ, ব্রাহ্মণ ! এর চেয়ে আমাকে বিষ খাওয়ালে না কেন ? তুমি
কি এইটুকু গোপন রাখতে পারলে না ? না—না, বেশ করেছে ! জেনেছি,
ভালই হয়েছে ; নিজের হাতে কণ্টক-তরু উপড়ে ফেলে দেবো, একের
জীবনীশক্তি সহস্রের ধমনীতে প্রবাহিত হোক ।

শতানীক । মা ! মা ! হিমালয়ের শিখরে দাঁড়িয়ে এ কথাটা বলতে
পার ? পৃথিবী বুঝুক, ভারতের মা জগতের মা ।

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । কি বললে ব্রাহ্মণ ? ভারতের মা জগতের মা ? ঠিক
বলেছ ; এত বড় একটা স্নেহের সমুদ্র একজনের গর্ভে শুকিয়ে যেতে
পারে না । সুভদ্রা দেখিয়েছে হস্তিনায়—আমি দেখাবো দ্বারকায়,
ভারতের মা জগতের মা । [প্রস্থানোত্তোগ]

গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ ।

নর্তকীগণ ।—

গীত ।

কৃষ্ণ-নয়ন-তারি গো কৃষ্ণ-নয়ন-তারি ।

কুঞ্জ কুটীরদ্বারে, কাহার নুপুর বাজে,

মোছ মোছ নয়নের ধারি ।

জাম্ববতী । বহুপতি এসেছেন ?

১ম নর্তকী । হ্যাঁ গো—হ্যাঁ, ভয় নেই ।

জাম্ববতী । কৈ—কোথায় তিনি ?

১ম নর্তকী । নগরের উপকণ্ঠে ।

জাম্ববতী । যা—যা, উত্তানের যত ফুল, সব তুলে এনে রাস্তায় ছড়িয়ে দে । পশ্চমে ক্লান্ত তিনি, তাঁর পায়ে যেন কঙ্কর বিক না হয় । প্রভাসের জল নিয়ে আয়, চন্দনের গন্ধে রাজপ্রাসাদ স্নিগ্ধ ক'রে রাখ ।

নর্তকীগণ ।—

পূর্ব গীতাংশ :

কম্বল বাঁধ সখী তোল অবগুঠন,
এনেছে সে স্বরগের স্রবী করি লুঠন,
ভেগেছে বনের পাখী, ফুটেছে বনের ফুল,
তোমারি যে শুধু নাই সাড়া !
জাগিয়া যামিনী ভোর, দিবসে ঘুমের বোর,
মনোচোর খুঁজে খুঁজে সাবা ॥

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । এস—কাল্পাণিনীর দুঃখ-সাগরমগ্নিত ধন, এস আমার ভাঙ্গা ঘরের জ্যোৎস্না, আমার তরুতলের রাজ-অতিথি, এস—এস ! কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবো তোমার দেব ? কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য ছিন্ন যুগ্ম গণনা ক'রে আস্ছ তুমি আমি, তোমায় আর একটা ছিন্ন যুগ্ম উপহার দেবো । মুখ ফিরিও না প্রভু ! এও তোমার ধর্মরাজ্যস্থাপনের উপলক্ষ্য ।

[প্রস্থান ।

লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । আর—আর
 রক্তপায়ী লোলুপ রাক্ষস !
 পেতে দেবো সোনার অঞ্চল,
 সাজি ভ'রে পুষ্প দেবো পায়,—
 সুখের পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যায় যাদবসমাজ,
 ধ্বংস কর একদিনে সব ।
 রক্তধারে বহিবে তটিনী;
 অসংখ্য যাদব-নারী
 খুলে দেবে কঙ্কণ বলয়,
 মৃতদেহ কোলে নিয়া কাঁদিবে দেবকী,
 যেইভাবে কেঁদেছিল কৌরবজননী
 কুরুক্ষেত্র শ্মশানের পরে ।
 আসমুদ্র হিমাচল উঠিবে শিহরি,
 উদ্বেলিবে সপ্তসিন্ধুজল,
 চন্দ্র সূর্য্য লুকাইবে মেঘের অন্তরে ।
 হাঃ-হাঃ-হাঃ !

শাস্ত্রের প্রবেশ ।

শাস্ত্র । লক্ষ্মণা ! লক্ষ্মণা ! একি মূর্তি তব !
 আহা, গুকায়েছে বমল বরান,
 কোটরে পশেছে হার
 নীল আঁখি দু'টী, আকুঞ্চিত

কেশপাশে লাগিয়াছে ধূলি,
 আঁখি দু'টী কেন ছল-ছল ?
 ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনে
 পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ
 দেছে আত্মবলি ।
 ত্যজ শোক, মোছ আঁখিজল ;
 এস প্রিয়ে, কাছে এস—
 বক্ষে এস মোর !

লক্ষ্মণা ।

স'রে যাও !*

শাস্ত্র ।

ফুরাবে না তবু অশ্রুজল ?

জীবন-মাধবী মোর !

হেরি ও মলিন মুখ

আমার যে বক্ষ ফেটে যায় ।

কাছে এস !

লক্ষ্মণা । চুপ্ ! আমার স্পর্শ ক'রো না ।

শাস্ত্র । একি রহস্য লক্ষ্মণা ?

লক্ষ্মণা । রহস্য নয়, সত্য কথা ; আমার স্পর্শ ক'রো না ।

শাস্ত্র । কেন প্রিয়তম ?

লক্ষ্মণা । কেন ? জিজ্ঞাসা ক'রে এস কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে—
 জিজ্ঞাসা কর যত্নপতি শ্রীকৃষ্ণকে । যাদব আর কৌরবে মিল হয় না
 —হ'তে পারে না ; মাঝখানে এক হিমালয়ের ব্যবধান ।

শাস্ত্র । বিবাহ কেমন ক'রে হ'লো লক্ষ্মণা ?

লক্ষ্মণা । জোর ক'রে ; কৌরবের অনিচ্ছায়—যাদবের আত্মরিক
 বলে । এর নাম বিবাহ ? সর্প আর শার্দ্দূলের সন্ধির প্রয়োজন,

লীলাবসান

[প্রথম অঙ্ক ।

আমি হয়েছি তার গ্রন্থি—কোরবের ভাঙ্গা বৃকের দীর্ঘশ্বাস, আর
যাদবের কামনালের আছতি ।

শাস্ত্র । লক্ষ্মণা ! তবে কি আমার আগাগোড়াই ভুল ? তোমার
হৃদয়টা কি এমনই মরুভূমি ? আমায় তুমি কখনো ভালবাস নি ?

লক্ষ্মণা । না, কখনো বাসি নি ; নারীর অগ্র গতি নেই, তাই
তোমায় সম্ভাষণ করেছি—আলিঙ্গন দিয়েছি—তোমার প্রবৃত্তির অগ্নি-
কুণ্ডে নিজেকে দগ্ধ করেছি । আর না, এ অভিনয়ের এইখানেই
শেষ ।

শাস্ত্র । লক্ষ্মণা ! ~~তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে~~ ; যাও, বিশ্রাম
করগে ।

লক্ষ্মণা । বিশ্রাম ? হাঁ—বিশ্রাম করবো ! তুমি যাও, আমার সম্মুখে
দাঁড়িও না ; ঘুণায় আমার সর্বাস্ত্র কুণ্ঠিত হ'চ্ছে ।

শাস্ত্র । এও কি সম্ভব ? এ কি সেই লক্ষ্মণা, আমায় দেখলে যার
চোখে আনন্দের দীপ্তি খেলতো, এক মুহূর্ত্ত আমার অদর্শনে পৃথিবী যে
অন্ধকার দেখতো ? না—না, আমি স্বপ্ন দেখছি, এ সত্য নয় । লক্ষ্মণা !
বল—বল, এ স্বপ্ন না অভিনয় ?

লক্ষ্মণা । সত্য

শাস্ত্র । না—না, তুমি বুঝতে পারছ না । শোকে উন্মাদিনী তুমি,
এস—রক্ত ঢেলে তোমার বৃকের আগুন নিভিয়ে দিই—[অগ্রসর]

লক্ষ্মণা । সাবধান । কাছে এস না, নিঃশ্বাসে উড়ে যাবে ।

শাস্ত্র । ^{কেন ?} [অগ্রসর] আমি ^{কি} অস্পৃশ্য ?

লক্ষ্মণা । শুধু তুমি নও, তোমাদের এই নৃশংস জাতিটাই অস্পৃশ্য ।

শাস্ত্র । রসনা সংযত কর কোরবছহিতা ! দ্বারকার প্রাসাদতলে
দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে বলছ তুমি, যাদবকুল অস্পৃশ্য ? এই বংশই মহাবল

নারায়ণী সেনা দিয়ে তোমার পিতাকে সাহায্য করেছিল ; নইলে কুরুক্ষেত্রে কোরবের একাদশ অফোহিনী একদিনেরও ভর সহিত না ।

লক্ষ্মণা । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধালে কে ? জগৎকে জিজ্ঞাসা কর, সবাই বলবে বহুপতি শ্রীকৃষ্ণ ।

শাস্ত্র । মিথ্যা কথা ; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়েছে মহারাজ দুর্যোধন । এর মূল কোথায় জান ? দ্যুতক্রীড়ায়, জতুগৃহে, পাঞ্চালীর বস্ত্র আকর্ষণে । সেই কোরবের কথা তুমি, লজ্জায় তোমার মুখ ঢেকে থাকবার কথা, আর তুমিই বলছ যাদব অম্পৃশ্য !

লক্ষ্মণা । আবার বলবো, যাদব আমার অম্পৃশ্য ।

শাস্ত্র । সাবধান বিষধরী ! জাতির নিন্দা আমি সহিবো না ।

লক্ষ্মণা । কি করবে ?

শাস্ত্র । কি করবো ? যেমন ক'রে তোমার এক পরমাত্মীয় দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধ'রে,—না—না, করবার কিছু নাই, বিধাতার ^{সমুচিত} ~~রক্ষিত~~ তুমি । দ্বারকার রাজপ্রসাদে নারীজাতি পুরুষের মাথার মণি । লক্ষ্মণা ! অবুঝ হ'য়ো না, এখনো সংযত হও । আমি ভুলে যাবো তোমার দুর্ব্যবহার, কারণ তুমি শোকে দুঃখে জ্ঞান হারিয়েছ । একবার বল—শুধু একবার, আমায় ভালবাস ? [হাত ধরিলেন ।]

লক্ষ্মণা । না—না—[হাত ছুঁড়িয়া দিল ।] এক কালভুজঙ্গ অমৃতের নাম ক'রে গোটা পৃথিবীটার বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারই বংশধর তুমি ; তোমারও কণ্ঠে বিষ, তোমারও মুখে দেবতার ছাপ, অন্তরে নরকের পুতিগন্ধ ।

শাস্ত্র । ঈশ্বর ! কত সহিবো আর ? কত সয় ! আমি কি পাষণ ? নারী ব'লে এরা বজ্রাঘাত করবে, নীরবে তাই বুক পেতে নিতে হবে ? এত ঘৃণা যদি কোরবনন্দিনী, তবে কেন এলে আর দ্বারকার ?

লীলাবসান

[প্রথম অঙ্ক ।

লক্ষণা । কেন এলাম ? কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে নিঃশ্বাস ফেলে এসেছি, দ্বারকার শ্মশানে অটুহাসি হাসবো ; রাণী ভানুমতীর গলা জড়িয়ে কেঁদে এসেছি, তোমার মায়ের বিধবা-মূর্তি দেখে সেই শোকে সাস্থনা চাই ।

শাস্ত্র । রাক্ষসী ! রাক্ষসী ! কে বলে নারী অবধ্য ? অনাচারী দুর্ঘ্যোধন যে পথে গেছে, তুইও সেই পথে যা । [তরবারি নিক্ষেপন]

সহসা জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । ঐ তরবারি তোমার নিজের স্বন্ধে পড়ুক ।

[তরবারি কাড়িয়া লইয়া শাস্ত্রকে আঘাত করিতে গেলেন,
তরবারি হাত হইতে পড়িয়া গেল ।]

জাম্ববতী । ওঃ—নারায়ণ !

শাস্ত্র । এই পত্নী, এই মাতা !

ছিঃ ছিঃ, কার তরে অহরহঃ

ঝরে আঁখিজল ? কার পূজা

স্বপ্নে ধ্যানে মন্দিরে মন্দিরে ?

চলিতে চরণ টলে, দাউ-দাউ

অগ্নি জলে মস্তিষ্কে আমার ।

হায় হায় ভ্রান্ত আমি,

ছায়া-রে দিয়াছি আলিঙ্গন,

রাক্ষসীর পদতলে ঢালিয়াছি

কুমুম চন্দন । এই তব ধর্মরাজ্য

বাসুদেব ? ভুল—ভুল !

শ্রামল শস্যের লাগি পৃথিবীরে

করেছ কৰ্ষণ, গৃহে তব
যোজন বিস্তৃত এই অনূৰ্ব্বর ভূমি ।
নারী নরকের দ্বার, ধ্রুব সত্য বাণী
অনাস্থায় করিয়াছি হেলা, জীবনের
বহু বর্ষ কাটায়েছি নারীর সেবায় ;
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ জীবনে !

[প্রস্থান ।

লক্ষ্মণা । [স্বগত] জলেছে আগুন, দাউ-দাউ ক'রে জলেছে ।

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । হাতখানা চেপে ধরছ কেন নারায়ণ ? শক্তি দাও,
সাগর মস্থন ক'রে অমৃত তুলে আনি । সুভদ্রা জগতের কল্যাণে পুল
বলি দিয়েছে, আমি কি পার্বেবা না ? পার্তে হবে ; এতে যাদবের
কল্যাণ—জগতের কল্যাণ । কি বলছ, আমি মা ? কার মা ? শুধু
শাস্ত্রের ? না গো—না, আমি যে জেনেছি, ভারতের মা জগতের মা ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য :

স্বাক্ষর প্রসাদপ্রাপ্ত ।

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ ।

উদ্ধব ।—

গীত :

কাঞ্চী-দ্রুকুল হার, ফেলে গেছে সে আমার,
রেখে গেছে মুরলী মালা ।
প'ড়ে আছে গীতধড়া, নুপুর মোহন চূড়া,
আছে আর বিরহের জ্বালা ।
অঁধার এ দ্বারাবতী, পতিহীনা যেন নভী,
বনানী হয়েছে গৃহতল ।
বিরহী-নয়নজলে, পাষণ গিয়াছে গ'লে,
মরুভূমি হ'য়ে গেছে জল ॥
আসিবে আসিবে ব'লে, দিন যায় পলে পলে,
সাজিয়েছি কুসুমের ডালা ।
আশাই হয়েছে সার, আসা তো হয় নি তার,
বিফলে গিয়াছে দীপ জ্বালা ॥

[প্রস্থান ।

পুষ্পরুষ্টি করিতে করিতে গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ ।

পুরনারীগণ ।—

গীত :

আয় আয় ছড়াই বনের ফুল ।
কাঁকর কাঁটায় বিধবে স্বামীর চরণ রাতুল ॥

ঘরছাড়া পূর্ণিমা-চাঁদ কাঁধার গৃহতল,
গায় না পাখী বয় না সমীর লুটতে পরিমল,
(আজি) কিচ্ছে যেরে, নগর সাজা—
বাজা সেই শজা বাজা,
ধন্য হ'লো বসুন্ধরা । শু যত্নকুল ॥

[প্রস্থান ।

[নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শজানাদ ।]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

কুসুম-আস্তীর্ণ পথ,
মুহুমুহু শজানাদ দারকানগরে ;
সোনার দ্বারকাপুর
কি উৎসবে রয়েছে মাতিয়া !
শোন নাই, হস্তিনা-নগর হ'তে
কি বারতা আনিয়াছে নিষ্ঠুর কেশব ?
প্রিয়তম ! ঢাল অশ্রুজল ।
শ্রীকৃষ্ণের আত্মজন যারা,
কাঁদে তারা নিশিদিন ।
একদিন বৃন্দাবনে করুণ নিশ্বনে
কাঁদিয়াছে যশোদা জননী,
কাঁদিয়াছে শ্রীদাম, সুদাম,
রথচক্র ধরি মোর কত যে কেঁদেছে হাস
শ্রীরাধা আমার ; যমুনার কূলে কূলে
গোকুলের শুদ্ধ অশ্রু রয়েছে অঙ্কিত ।

[নেপথ্যে পুনঃ শঙ্খনাদ ।]

বন্ধ কর শঙ্খনাদ,
কাঁদ—কাঁদ দ্বারকানগরী !

বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । কেন ক্লম্ব ?

শ্রীক্লম্ব । কেন ?

দেখ নাই প্রলয়ের পূর্বাভাস
পথে পথে কাননে কান্তারে ?
কে বহালো অকালে ঝটিকা,
কে ভাঙ্গিল ওই হৈম-মন্দিরের চূড়া ?
দাদা ! অনলের বহ্নিতাপ আনিয়াছি
সর্বাস্থে জড়িয়ে ; এই পুষ্পরাশি
কণ্টকের সম মোর ফোটে পায় পায় ।

বলরাম । বিগুপ্ত মলিন মুখ, ছল-ছল আঁখি,
কেন রে কেশব ?

কে কয়েছে কটু কথা ?
বুকে ব্যথা কে দিয়াছে তোর ?
প্রশান্ত সাগরবক্ষে
কে তুলেছে ঝটিকা মুরারি ?

শ্রীক্লম্ব । কৌরবজননী ।

বলরাম । তবে যা শুনেছি, শত্ৰু বাহুবল ?
কৌরবকুলের তরে মহাবল নারায়ণী সেনা
তুমিই না করেছিলে দান ?

শত শত দিকপাল
কুরুক্ষেত্র-হোমানলে পূর্ণাছতি দিয়া,
পরার্থের পুরস্কার কি এনেছ দ্বারকায় ?
শ্রীকৃষ্ণ । গান্ধারীর তীব্র অভিশাপ—
“নয়ন-গোচরে মম শত শত পুত্র পরিজন
ছাগশিশু সম মরিবে অকালে—”
বলরাম । কৃষ্ণ !
শ্রীকৃষ্ণ । “আমার এ পদ-আঁখি অশ্রুধারে
ভাসাবে ধরণী—”
বলরাম । তারপর ?
শ্রীকৃষ্ণ । “তারপর আমি নিজে
অকালে কালের গ্রাসে লভিব বিশ্রাম ।”
বলরাম । আর তুমি বুঝি
সেই বিষ আকর্ষণ করিয়া পান
ফিরে এলে দ্বারকানগরে ?
কোথা ছিল সুদর্শন তব ?
এত যদি শক্তিহীন তুমি,
কোথা ছিল ধনুর্দ্ধর সখা ধনঞ্জয় ?
যাদের মঙ্গল তরে রাজ-রাজেশ্বর তুমি
ধরিয়াছ সারথির বেশ,
তারা বুঝি কাঠের পুত্তলী সম
রহিল দাঁড়ায়ে ?
ওঃ—তবু তুমি পাণ্ডবের সখা !
শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ দাদা, তবু আমি পাণ্ডবের সখা ।

বলরাম । ছিঁড়ে ফেল সখ্যতা-বন্ধন,
এ সংসার কৃতঘ্নের লীলাভূমি ।
ওঃ ! কি করিলে নিষ্ঠুর কেশব ?
বক্ষের পঞ্জরে গড়া আমার এ
চাঁদের হাট অকালে ভাঙ্গিবে,
তবু হস্তিনাপ্রাসাদশীর্ষে
চন্দ্র, সূর্য্য স্বর্ণরশ্মি করিবে বর্ষণ ?
চক্র ধর চক্রধারি, আমি ধরি হল,
কৌরবের শেষ চিহ্ন রাখিব না আর ।

লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । কৌরবের শেষ চিহ্ন আমি ; আমার তবে হত্যা কর ।
একজনের শাসনদণ্ডের তলায় আমার শত শত পরিজন গলা বাড়িয়ে
দিয়েছে, তোমার শাসনদণ্ডের নীচে আমি মাথা পেতে দিলাম ।

বলরাম । [হাত হইতে হল পড়িয়া গেল ।] কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! অস্ত্র
লুকিয়ে রাখ, নয় তো ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেল ; এ মূর্তির কাছে প্রতিহিংসা
লজ্জায় মুখ ঢেকে থাকে । আহা, তোকে যে আমার মনে ছিল না মা !
তুই আছিস্ ?

লক্ষ্মণা । আছি ।

বলরাম । কেমন ক'রে বেঁচে আছিস্ মা ? অতগুলো আত্মীয়-
স্বজনের বিরোগ-ব্যাথা বুকে ক'রে এখনো তুই খাড়া আছিস্ ?

লক্ষ্মণা । আছি ; মৃত্যু সবাইকে নিলে, আমার যে পারে ঠেলে চ'লে
গেল । মৃত্যু দাও, আমি বড় মরণের কাঙ্গাল !

বলরাম । কৃষ্ণ ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি একাদশ অক্ষৌহিনীকে বধ

ষষ্ঠ দৃশ্য ।]

লীলাবসান

কর নি, করেছ তোমারই পুত্রবধূক । ত্রিসংসার তোমার গুণগানে মুখরিত হ'তে পারে, জগৎ জুড়ে তোমার ধর্মরাজ্যের ধ্বজা উড্ডীন হ'তে পারে, কিন্তু এই নিরপরাধ বালিকার অশ্রুজল তো শুকাবে না ভাই !

শ্রীকৃষ্ণ । এত বড় ভাগ্য কার দাদা ? বিশ্বজোড়া ধর্মরাজ্যস্থাপনে কৃষ্ণের পুত্রবধূ ছাড়া এত দান আর কে করেছে ?

বলরাম । জানি—জানি রে কেশব ! তুই যার কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াস্, তাকে এমনি ক'রেই সর্বস্বান্ত করিস্ । দেখ, কি উত্তাপ এই দেহে ; এ হৃৎকের মহাসমুদ্রের কাছে আমাদের সকল হৃৎক জ্বালা তুচ্ছ হ'য়ে যায় । [লক্ষ্মণার প্রতি] মা ! মা ! কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখবো আমি ? কি দিয়ে তোর মর্মদাহ শীতল করবো মা ?

লক্ষ্মণা । মৃত্যু দিয়ে—মৃত্যু দিয়ে ! [প্রস্থান ।]

বলরাম । কৃষ্ণ ! গান্ধারীর অভিশাপ দ্বারকার পথে প্রান্তরে ছড়ায় নি, গান্ধারীর অভিশাপ প্রত্যক্ষ এ ই ।

[প্রস্থান ।]

শ্রীকৃষ্ণ । ঠিক বলেছ দাদা, গান্ধারীর অভিশাপ প্রত্যক্ষ এ-ই ; কিন্তু নিরুপায় । ভীষ্মের পণরক্ষায় নিজের সঙ্কল্প বিসর্জন দিয়ে কুরুক্ষেত্রে একদিন অস্ত্র ধরেছিলাম ; সেই আমি আজ সতীর অভিশাপ সফল করতে এই যত্নবংশটাকে,—কে তুমি, ছল-ছল করুণ আঁখি দু'টি নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছ ? মায়া ? সূদর্শন চক্র দেখবে ?

জরার প্রবেশ ।

জরা । অভিবাদন চক্রধারী !

শ্রীকৃষ্ণ । কে তুমি ?

জরা। আমি এক দরিদ্র, নির্যাতীত শূদ্র। একদিন আমার ঘরে লক্ষ্মী ছিল, পুত্র-কণ্ঠার কলহাসিতে পাতার কুটীর মুখরিত ছিল, আজ আর কিছু নেই। শুনেছি, তুমি ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছ; তাই দেখতে এসেছিলাম তোমার ধর্মরাজ্যে দরিদ্রের আহার মেলে কি না।

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর?

জরা। দেখলাম, তোমার দ্বারকার পথে প্রান্তরে মণিমুক্তা ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু তার এক কণাও আমার জন্ত নয়। হাত পেতে ক্ষুধার অন্ন চাইলাম, কেউ দিলে না।

সহসা সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। তাই তুমি দস্যুর মত তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছ?

শ্রীকৃষ্ণ। লুণ্ঠন?

জরা। হ্যাঁ, লুণ্ঠন করেছি; ভিক্ষুকের মত চেয়েছিলাম, দিলে না; তাই ক্ষিধের জ্বালায় উন্মাদ হ'য়ে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি দস্যু! এই সুরক্ষিত নগরে হিংস্র ঋষিপদের ক্ষুধিত দৃষ্টি নিয়ে তুমি কেমন ক'রে প্রবেশ করলে? কোন্ সাহসে দ্বারকাবাসীর ধনৈশ্বর্য্য লুণ্ঠন ক'রে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছ দস্যু?

জরা। কোন্ সাহসে? কৃষ্ণ! যদি কখনো আমার মত ক্ষুধার জ্বালায় হা-অন্ন হা-অন্ন ক'রে তোমায় ছুটোছুটি করতে হয়, যদি আমার ঘরভরা ফুটন্ত গোলাপগুলির মত তোমার ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে শুকিয়ে মরে, তখন বুঝবে কোন্ সাহসে। ঘরে আমার ভাই-বন্ধুরা আজ সাত দিন খেতে পায় নি, তাদের জন্ত তোমার কাছে মিনতি জানাতে এসেছি। অন্ন দাও কৃষ্ণ—অন্ন দাও!

শ্রীকৃষ্ণ । কে তুমি কাঙ্গালের দরদী বন্ধু ? কার পুত্র তুমি, কি নাম, কোথায় বাস ?

জরা । কার পুত্র আমি ? শুন্তে চেয়ে না যত্নপতি ! সে পরিচয় যদি শোন, তোমার হাত থেকে শাসনদণ্ড থ'সে পড়বে ; পরিচয়ে কাজ নেই ।

সাত্যকি । কি ভাবছ যত্নপতি ? দস্যুর বিচার কর ।

শ্রীকৃষ্ণ । শাসনদণ্ড যে উঠে না সাত্যকি ! কে যেন হাত চেপে ধরছে ; কে যেন বলছে, এ আমার বড় আপন । ও চোখ দু'টো যেন আমি চিনি । দস্যু ! তুমি কি আমার কোন আত্মীয় ?

সাত্যকি । তুমি কি উন্মাদ হয়েছ প্রভু ? এ যে অস্পৃশ্য শূদ্র ।

জরা । কি বল্লি ? আমি অস্পৃশ্য ?

সাত্যকি । শতবার ।

জরা । কেন ?

সাত্যকি । শাস্ত্রের বিধান ।

জরা । শাস্ত্রের বিধান তোদের জন্ত, আমার জন্ত নয় ।

সাত্যকি । প্রভু ! এখনও তুমি নীরব ? বল, বন্দী করি—

বসুদেবের প্রবেশ ।

বসুদেব । কাকে আবার বন্দী করছ সাত্যকি ? একি, জরা ?

জরা । চিন্তে পেরেছ রাজ-রাজেশ্বর ? তবু ভাল !

শ্রীকৃষ্ণ । এ কে পিতা ?

বসুদেব । এক শূদ্র ।

জরা । তুমিও বলছ শূদ্র ? তবে আর আমার বলবার কিছু নেই । কৃষ্ণ ! আমি দস্যু ; সপ্তাহকাল ধ'রে এই দ্বারকার ঘরে ঘরে

লীলানন্দসান

[প্রথম অঙ্ক ।

লুণ্ঠন ক'রে বেড়িয়েছি। তোমার নগরকোটাল আমার বাধা দিয়েছিল,
তাকে আমি হত্যা করেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি!

জরা। আমার দণ্ড দিতে হয় দাও, আমি রাজদ্রোহী।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! এই দস্যুকে বন্দী ক'রে বধ্যভূমিতে নিয়ে
যাও।

বসুদেব। না—না সাত্যকি, ক্ষান্ত হও!

সাত্যকি। ক্ষান্ত হবো কি প্রভু? এ দস্যু—রাজদ্রোহী—হত্যা-
কারী—[জরাকে বন্ধন করিল।]

বসুদেব। জানি—সব জানি, তবু বলছি, ক্ষান্ত হও।

সাত্যকি। একটা শূদ্র এমন সুরক্ষিত নগরে তার অবাধ অত্যাচারের
বত্তা বইয়ে দিয়েছে, দ্বারকার রাজশক্তি তাও সহ করবে?

বসুদেব। করবে—সহ করবে। বন্দী ক'রো না, বজ্রপাত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন পিতা? হত্যার অপরাধে অপরাধী এক দস্যুর জন্ত
রাজ-রাজেশ্বর আপনি, আপনার এ মিনতি কেন? আপনার মন যেন কি
বলতে চায়, মুখ তা প্রকাশ করতে চায় না। এ শূদ্র কে?

বসুদেব। তোমার ভাই, শূদ্রাণীগর্ভজাত এই বসুদেবের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! শৃঙ্গল খুলে দাও। আনন্দ কর সাত্যকি!
রাজভাণ্ডার মুক্ত ক'রে ঐ কাঙ্গালের ভিক্ষার বুলি মণি-মুক্তায় পূর্ণ ক'রে
দাও। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! রাম-কৃষ্ণের অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ, আর
তাদের ভাই কাঙ্গালের বেশে গুরুমুখে একমুষ্টি অন্নের জন্ত দ্বার হ'তে
দ্বারান্তরে বিতারিত! শৃঙ্গল খুলে দাও সাত্যকি!

সাত্যকি। কেন প্রভু?

শ্রীকৃষ্ণ। এ যে ভাই!

সাত্যকি । তা হ'লেও এ হত্যাকারী—দস্যু ।

জরা । কে আমায় দস্যু সাজিয়েছে ? দ্বারকার প্রাসাদে রাম-কৃষ্ণের পার্শ্বে আমার স্থান, তবু আমি আজন্ম পর্ণকুটিরে র'য়ে গেলাম ; বিশ্ববন্দিত রাম-কৃষ্ণের ভাই আমি, তবু সারা জীবন শূদ্র ব'লে জগতের ঘৃণার পসরা তুলে নিলাম ।

বসুদেব । স্থির হও জরা ! বল, কি তোমার প্রার্থনা ?

জরা । প্রার্থনা নয়, দাবী ।

শ্রীকৃষ্ণ । মুক্ত তুমি বন্দী ! বল, কিসের দাবী তোমার ?

জরা । মানুষের দাবী ; তোমার রাজ্যে আমাদের মানুষের মত বাঁচতে দাও । এই পদদলিত সঙ্কুচিত জীবনের বোঝা আর আমরা বহিবো না ।

সাত্যকি । বহিতে না পার, মরবে ।

বসুদেব । জরা !

জরা । আরও আছে ; রাম-কৃষ্ণের মত আমিও যখন তোমার পুত্র, তখন তাদের পার্শ্বে আমি বসতে চাই ; এই আমার শেষ দাবী ।

সাত্যকি । উন্মাদের দাবী পূর্ণ হয় না ; যাও, দূর হও ! দস্যুতার দণ্ড পেলে না, হত্যা ক'রে মাথা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ, এই যথেষ্ট শূদ্র ! আর বেশী উঠতে যেও না, প'ড়ে চূর্ণ হ'য়ে যাবে ।

শ্রীকৃষ্ণ । শান্ত হও সাত্যকি ! এ রাজনীতির কথা নয়, এ গুপ্ত অন্তরের গোপন রাজ্যের দান-প্রতিদানের কথা ; এখানে রাজার শাসন চলে না ; আমরা এখানে নির্বাক দর্শক । পুত্র এনেছে অভিযোগ, বিচারক স্বয়ং পিতা ।

জরা । বিচার কর পিতা ! তোমার বিচারের উপর আমার ভবিষ্যৎ দ্বারকার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে । বল, আমার দাবী পূর্ণ হবে কি না ?

লীলানন্দ

[প্রথম অঙ্ক ।

বসুদেব । না জরা, তা হয় না । তোমার এই দীন অবস্থার জন্ত দায়ী আমি, রাম-কৃষ্ণ নয় । প্রয়োজন হয়, আমি তোমার হাত ধ'রে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরতে পারি, প্রয়োজন হয়, নিজের সর্ব্বাঙ্গে শূদ্রের ছাপ মেরে নিতে পারি, কিন্তু রাম-কৃষ্ণের পার্শ্বে তোমার স্থান দিতে পারি না । তুমি পুত্র, তারাও পুত্র ; তোমার দাবী স্নেহের, তাদের দাবী বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের । কোন্ অধিকারে তাদের উপর এ অবিচার করবো জরা ?

জরা । তবে কি আমার চিরকাল নরকে থাকতে হবে ?

সাত্যকি । হ্যাঁ ; পাছকা স্বর্ণনির্ম্মিত হ'লেও পায়েই থাকে, মাথায় ওঠে না ।

জরা । সাবধান, গলা টিপে মেরে ফেলবো ।

সাত্যকি । [অসি নিক্ষেপন ।]

শ্রীকৃষ্ণ । ক্লান্ত হও সাত্যকি ! স্থানান্তরে যাও ।

[সাত্যকির প্রস্থান ।

বসুদেব । জরা ! ক্ষুব্ধ হ'য়ো না । রাম-কৃষ্ণের পার্শ্বে তোমার স্থান দিতে পারলাম না বটে, কিন্তু আমার বক্ষে তোমার জন্ত অকুরন্ত স্থান আছে ।

জরা । তোমার বক্ষেও আমি স্থান চাই না বৃদ্ধ ! তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে যাচ্ছি—

শ্রীকৃষ্ণ । বিদ্রোহ ?

জরা । হ্যাঁ, বিদ্রোহ । কৃষ্ণ ! তুমি আমার স্থান দেবে না ? জগতের কুম্বী-কীট তোমার বক্ষে স্থান পায়, আর আমি ভাই হ'য়ে পাবো না ? না পাই, জগতের বুক থেকে তোমায় সরিয়ে দোবো । পিতা ! তোমার কাছে স্নেহের কাঙ্গাল হ'য়ে এসেছিলাম, তৃপ্ত হ'য়ে

বঠ দৃশ্য ।]

লীলাবসান

ফিরে যাচ্ছি। প্রতিদানে তোমাকে একটা মহার্ঘ রত্ন দিয়ে যেতে পার্তাম, ভুল ক'রে পথে ফেলে এসেছি। এই যে—

গীতকণ্ঠে অলক্ষ্মীর প্রবেশ ।

অলক্ষ্মী ।—

গীত :

মরি নাই—মরি নাই ।

মরণে উগারি গেছে, সবে মুখ ফিরাছে,

যুগায় দিয়াছে মুখে ছাই ।

সুদূর দূস্তর পথ কহিয়াছে “সরু সরু”,

শুকায়েছে পরশনে প্রবাহিনী খরতর,

কণ্টকে ফোটা পায়, চলে না তনু যে হায়,

এসেছি কাঁদিয়া হেথা যদি মিলে ঠাই ।

জরা । এই নাও—গ্রহণ কর মূর্তিমতী অলক্ষ্মী ।

[বসুদেবের গায়ের উপর অলক্ষ্মীকে ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থান ।

বসুদেব । অলক্ষ্মী—! দূর হ'—দূর হ' ।

লক্ষ্মণার পুনঃ প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । না—না, এস—এস, আমার বক্ষে এস অমঙ্গলের বহ্নি-
শিখা ! আমি অঞ্জলি নিয়ে ব'সে আছি, বিগ্রহ খুঁজে পাচ্ছি না ;
দ্বারকার প্রাসাদে আমি তোমায় প্রতিষ্ঠা করবো—এস !

[অলক্ষ্মী সহ প্রস্থান ।

বসুদেব । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! ফেরাও তোমার পুত্রবধূকে ।

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । নিষ্ফল—নিষ্ফল পিতা !
 নিয়তির দুর্লভ্য বিধানে
 দ্বারকার প্রাণপক্ষী
 বাঁধা কোন্ সোণার পিঞ্জরে,
 কৃষ্ণ তার জানে না সন্ধান ।
 ক্ষণিকের ভ্রান্তি তব ঐ শূদ্ররূপে
 ধরিয়াছে করাল মুরতি,
 হু'দিনের পক্ষপাত মম
 গান্ধারীর অভিষাপে
 ঐ অলঙ্ঘ্য-প্রতিমারূপে
 দ্বারকায় নিয়াছে আশ্রয় ।
 কার গতি ফেরাবে ধীমান ?
 দুর্ব্বার শমন চারিধারে
 তুলিয়াছে পাষাণ-প্রাচীর,
 পলাইতে পথ নাই ;
 ধবংস—ধবংস
 দ্বারকার অনিবার্য গতি ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

পথ ।

তুর্লভচাঁদ ।

তুর্লভচাঁদ । চালাকি—এ নিছক্ চালাকি ; মেয়ে লুকিয়ে রেখে
আমায় অষ্টরস্তা দেখাচ্ছে ! আমিও তুর্লভচাঁদ ; সহজে ছাড়ছি না ।
রাজসভায় যাবো, স্বপ্তরের ভিটেমাটি চাটি করবো ; দেখি, মেয়ে বেরোয়
কি না ! এ কি অত্মায় কথা বাবা ! মন্ত্র পড়া হ'লো, শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত
হ'লো, আর দেখতে দেখতে মেয়ে ফাঁক ! বললেই হ'লো ! র'সো
বাবা, আমিও তুর্লভচাঁদ ।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ ।

বালকগণ ।—[তুর্লভচাঁদকে ঘিরিয়া]

গীত ।

ওরে কপালপোড়া বর ।

কপালে তোর ঘুণ ধরেছে, জুটলো না তাই বাসরঘর ।

তুর্লভচাঁদ । যত সব ডেঁপো ছোড়া—দূর হ' !

বালকগণ ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

বিদ্যের চোটে পেট কেটেছে' ক'নে বুঝি ভড়কে গেছে,

হাঁচট খেয়ে পড়লো জলে ডুবুরি দে' তুলে ধর ।

দুর্লভচাঁদ । মার খাবি বলছি—

বালকগণ ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

ভয় কি, আছে আরও ক'নে,

গদার পিলী, পদার মাসী, বিদ্রোহী গুণে জ্ঞানে,

ফেল কড়ি, মাখ না তেল, মোরাই ডাকবো “প্রাণেশ্বর” ।

[বালকগণ দুর্লভচাঁদকে নাস্তানাবুদ করিল 'ও যাইবার সময়

একজন তাহার পায়ে লাঠি মারিয়া চলিয়া গেল ।]

দুর্লভচাঁদ । [পড়িয়া গিয়া] গেছি বাবা, একদম গেছি । ও বাবা
রে, বেজায় চিড়িক মারছে যে—উ-হ-হ ! ওরে, তোদের ঘরে মড়ক
লাগুক—উ-হ-হ ! এমন বিয়ে কেউ করে না রে ! শালার খণ্ডর কি
করলে গা ! উ-হ-হ—

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান ।

কৌটিল্য ও দুর্গামণির প্রবেশ ।

দুর্গামণি । ওগো, আমার মেয়ে কোথায় গেল—এঁটা ? ও মিন্লে !
ও ঘাটের মড়া ডাকরা ! আমার মেয়ে কোথায় গেল ? হায়-হায়-
হায়, আমি কি করবো গো ? আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে
করছে । ও গায়ত্রী—ও মা গায়ত্রী—

কৌটিল্য । আরে থাম্ মাগী ! আর ঢলাঢলি করে না, খুব হয়েছে ।

দুর্গামণি । খুব হয়েছে ? কিছু হয় নি ; আমি চেষ্টিয়ে পাড়া
মাথায় করবো, তবে যদি কিছু হয় । ও গায়ত্রী—

কৌটিল্য । ফের ? চুপ কর বলছি ! খুব তো লোক হাসিয়েছি ;
এখন ভালয় ভালয় মেয়ে বার কর ।

হুর্গামনি । ও মা, মিন্সে বলে কি গো ? আমি কোথেকে মেয়ে বার করবো ?

কৌটিল্য । যেখান থেকে পারিস্ ; মেয়ে লুকিয়ে রেখে আদিত্যেতা হ'চ্ছে ।

হুর্গামনি । ,মেয়ে লুকিয়ে রেখেছি আমি ?

কৌটিল্য । নয় তো কি বিন্দীর পিশী ? তুই মাগীই তো মুখ্য বরে মেয়ে দিবনে ব'লে পাগল হয়েছিলি ।

হুর্গামনি । আর মেয়েটা যে তিন দিন দানাটা মুখে দিলে না, সেটা বুঝি জান না ? [কাঁদ-কাঁদ-স্বরে] বাছার আমার সোনার অঙ্গ কালি হ'রে গেল !

কৌটিল্য । আহা !

হুর্গামনি । খুব করেছে ; যেমন বাপগিরি ফলাতে গিয়েছিলে, তেমনি মুখটা পুড়িয়ে দিয়েছে ।

কৌটিল্য । আরে মুখ তো পুড়িয়েছে, এখন পিঠ বাঁচায় কে ?

হুর্গামনি । বাপ হ'য়ে এমন সর্বনাশ করলে গা ! সোনার চাঁদ ছেলে ঐ চন্দন—তাকে দিলে তাড়িয়ে, আর কোথেকে একটা আকাট মুখ্য ধ'রে এনে আমার লক্ষ্মীপতিমে বিলিয়ে দিলে ! সেয়ানা মেয়ে, আড়চোখে চায় আর উঠি-উঠি করে, পাড়ার পাঁচ আবাগীরা ধ'রে ধ'রে বসায় । ওগো, আমার কি হ'লো গো !

কৌটিল্য । দেখ্, চাঁচাস্নে বলছি ! যা বুঝতে পাচ্ছি, মেয়ে তোর কুলে কালি দিয়েছে ।

হুর্গামনি । কি ? সতী মায়ের সতী মেয়ে—

কৌটিল্য । থাম না, জানা আছে সব ! এই যে বাবাজী আসছেন—

হুর্গামনি । ওমা—[একপাশে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল ।]

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছলভট্টাদের পুনঃ প্রবেশ ।

ছলভট্টাদ । এই যে স্বপ্তর মশায় ! মশায়কে তখন থেকে গরু-খোঁজা করছি ।

কৌটিল্য । [স্বগত] ব্যাটা ~~মশায়কে~~ ২৩ ৬।৫৮ ।

ছলভট্টাদ । মশায় ! আমার ক'নে ?

কৌটিল্য । তা—আমি কি জানি ?

ছলভট্টাদ । তবে কে জানে ?

কৌটিল্য । তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি, এখন তুমি জান ।

ছলভট্টাদ । চালাকি না কি ? আমি বশিষ্ঠের বংশধর, তা জান ?

কৌটিল্য । কি ক'রে জানবো বাবা ? পাঁচজনে পাঁচ রকম বলে ।

ছলভট্টাদ । ক'নে কোথায় ?

কৌটিল্য । ফুরিয়ে গেছে ; আবার হোক, দেবো । গাছ বাঁচলে ফলের অভাব কি ?

ছলভট্টাদ । জোছোর—

কৌটিল্য । আহা, কি মিষ্টি কথা !

ছলভট্টাদ । দেখ, ক'নে দাও বলছি, নইলে ঠ্যাং খোঁড়া করবো ।

দুর্গামণি । [স্বগত] আহা, জামাই না সোনার টাঁদ !

ছলভট্টাদ । [সহসা দুর্গামণিকে দেখিয়া] ও কে, ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ? ওই বুঝি ক'নে !

কৌটিল্য । আমি এইবেলা স'রে পড়ি ।

[প্রস্থান ।

ছলভট্টাদ । [অগ্রসর হইয়া] বিধুমুখী ! কেন মান করেছ ? আমি যে প্রেমের পিরাসী । মুখ ফেরাও প্রাণেশ্বরী !

প্রথম দৃশ্য ।]

লীলাবতী

হুগামনি । ও মা, কি ঘেন্না ! ওরে ও অল্পপ্নেয়ে মিন্লে ! আমি ক'নে নই, ক'নের মা ।

[প্রস্থান ।

হুলভাঁদ । [জিহ্বা কাটিয়া] এ হে—হে ! যা বাবা, সব ফাঁক !
ধেত্তোর বাম্বুনের কপাল !

[প্রস্থান ।

শাস্ত্রের প্রবেশ ।

শাস্ত্র । ধর্মরাজ্য ! ধর্মরাজ্য ! কি সুন্দর ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছ
যহবর ! স্ত্রী স্বামীকে স্পর্শ করে না, মা পুত্রের স্বন্ধের উপর তরবারি
তোলে, অথচ সে কোন দোষে দোষী নয় । সৃষ্টি উল্টে গেছে,
দ্বাপরের শেষ—কলির আরম্ভ । নইলে ওই সূর্য্যটা আমার দিকে রক্ত-
চক্ষে চায় কেন ? ঐ তুষারধৌত রৈবতক আমার দিকে চেয়ে অটুহাসি
হাসছে কেন ? দ্বারকার ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার বিপক্ষে লেগেছে ।
কোথা যাই আমি ? একবার ছুটে গিয়ে কারও টুঁটিটা কামড়ে ছিঁড়ে
ফেলতে পারতুম, তবে বোধ হয় কতকটা শাস্তি হ'তো ।

কলির প্রবেশ ।

কলি । বল কি বাবাজী ? তবে তো বড় শক্ত রোগ ।

শাস্ত্র । তুমি আবার কে ?

কলি । আমি দ্বারকার বৈয় ।

শাস্ত্র । তুমিও একবার দংশন করবে ? কর, কি করবো ? আমার
ঘর, আমার মাটি, তবু আমি আজ দ্বারকার কেউ নই ।

কলি । এঃ—এ যে যাবার দাখিল । দেখি হাতখানা—[শাস্ত্রের
নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল ।]

শাস্ত্র। নাড়ী নেই, না? সংবাদটা দ্বারকার প্রসাদে একবার দিগ্বে আস্তে পার? দেখবে, আমার জন্তু কারও চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। সংসার আমার ভুলে গেছে বৈষ্ণবরাজ! একটা মা ছিল, আমার না দেখে সে এক তিল থাকতে পারতো না—সে মা আজ রাক্ষসী, আমার রক্ত পান করতে চায়। একটা পত্নী ছিল—আমার জন্তু সে আগুনে কাঁপ দিতে পারতো, আজ আমার ছায়া দেখলে সে ঘৃণায়—না—ভাবতে পারি না, এ কি অসহ জালা! দেখি, ওই প্রভাসের জলে যদি একটু শীতল হয়। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কলি। আরে থামো বাবাজী!

শাস্ত্র। পথ ছাড়; অন্ততঃ ঐ মুক্ত প্রান্তরে থানিকটা ছুটোছুটি ক'রে আসি, নইলে শান্তি হ'চ্ছে না। মাথার মধ্যে আগুন জন্ছে; ওঃ—একি দাহ! গৃহ দার অরণ্য, তার স্থান কোথায়—কোন্‌খানে ঈশ্বর?

কলি। এ-হে-হে, কেঁদেই ফেললে যে!

শাস্ত্র। পত্নীর ঘৃণা কখনো পেয়েছ বৈদ্যরাজ? স্নেহময়ী মাকে রাক্ষসীর মূর্তিতে দেখেছ? যদি না দেখে থাক, তবে বুঝবে না তুমি, কি রাবণের চিতা এই বুকটার মধ্যে। ওঃ—বিস্মৃতি দাও ঈশ্বর!

কলি। এই নাও, খেয়ে ফেল দেখি; মনটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে এখন। নাও, ধর—[সুরাপূর্ণ পাত্র ধরিয়া ।]

শাস্ত্র। সুরা? ছিঃ-ছিঃ!

কলি। সুরা কোথায় বাবাজী, কারণ—বড় ভাল ওষুধ; একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছা করবে, কোন দুঃখ জালা থাকবে না। খাও—খাও!

শাস্ত্র। [স্বগত] বিস্মৃতির এই তো পথ! অস্পৃশ্য চণ্ডাল—মায়ের পরিত্যক্ত, তার আবার অগঃপতন কি? [প্রকাণ্ডে] আয় সর্বনাশী—

প্রথম দৃশ্য ।]

লীলানন্দ

আয়, বাহু বাড়িয়েছি, আমার আলিঙ্গনে ধরা দিবি আয় । [সুরাপাত্র গ্রহণ ।]

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ ।

উদ্ধব ।—

গীত ।

ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, আনিস্নে পাপ যাদবকুলে ।

যরে তোর কৃষ্ণনামের উগ্র সুরা, খাস্নে বিষের বড়ি গুলে ।

সে নামের সুধার ধারে,

পাগল ভোলা দিচ্ছে দোলা প্রলয়-দোলায় বিশ্বটারে,

আবার নারদ বুড়ো চরকিপাকে ঘুরছে বীণা কাঁধে তুলে ।

নাম-মদিরায় মাতাল বারা, যুক্ত্য তাদের অশ্রুধারা,

জীবন তাদের ধরার মণি, যম কাঁদে তার কোলে তুলে ।

শাস্ত্র । কার জন্ত মনটাকে উপবাসী রাখবো উদ্ধব ? অন্তরে স্মৃতির দাহ, বিষ্মৃতি এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে । ফির্তে পারবো না ; মরি তো হলাহল পান ক'রেই মরবো—[সুরাপান ।]

উদ্ধব । নিয়তি ! নিয়তি !

[প্রস্থান ।

শাস্ত্র । বৈষ্ণরাজ ! বৈষ্ণরাজ ! এ কি বিষ, না অমৃত ? এ এমন জ্বালাময়, অগ্নি এমন প্রাণোন্মাদী ! একদিকে রাবণের চিতা, অগ্নি দিকে জাহ্নবীর গৈরিক প্রবাহ । পৃথিবী টলছে—আকাশ, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য্য বন্বন্ ক'রে ঘুরছে । দেখ তো—দেখ তো ঐ মেঘের ফাঁকে, দেবতারা সহস্র চক্ষু মেলে চেয়ে আছে, না ? আবার ঐদিকে দ্বাপরের সিংহাসনের উপর কলি এসে হাত বাড়িয়েছে । ধ'রে ফেলেছে বৈষ্ণরাজ ! দ্বাপরের রাজত্ব শেষ ।

কলি। যা বলেছ বাবাজী, দ্বাপরের রাজত্ব শেষ ।

শাস্ত্র। কারা কাঁদে ও ? আমারই পিতা-মাতা আত্মীয় বন্ধু সব ?
কেন—কেন ? ওরা কি বলছে ? আমি তো ওদের কেউ নই ; আমার
কাছে ওরা কি চায় ?

কলি। কিছু না বাবা, তুমি খাও ।

শাস্ত্র। দাও—আবার দাও !

কলি। [পুনরায় সুরা দিল, শাস্ত্র পান করিতে লাগিল ।]

শাস্ত্র। আঃ, এ কি শাস্তি বৈষ্ণরাজ ! আমার দিব্যচক্ষু খুলে
গেছে। বেশ দেখছি, সংসার মিথ্যা ; পরের জন্ত আত্মাকে যে উপবাসী
রাখে, সে মূর্থ ।

কলি। এই বুঝেছ তো ? এই শিক্ষা সবার মধ্যে প্রচার কর,
তা হ'লেই বাস্ ! এখন ঘরে যাও, আবার দেখা হবে ।

[প্রস্থান ।

শাস্ত্র। ডুবে যাক্ সংসার—পুড়ে যাক্ সংসার, শুধু তুমি আমার
ত্যাগ ক'রো না প্রেয়সী আমার—[পুনঃপুনঃ সুরাপান ।]

বালখিল্য শমীক মুনির প্রবেশ ।

শমীক। রাজপ্রাসাদের এই কি পথ ?

শাস্ত্র। [অটুহাস্ত করিতে লাগিল ।]

শমীক। বল পথিক, আমি বড় পরিশ্রান্ত ; প্রাসাদের পথ কি এই ?

শাস্ত্র। হাঃ-হাঃ হাঃ ! কে বাবা তুমি বটুকটাদ ? কোন্ গগণ
থেকে নেমে এলে বাবা ? হাঃ-হাঃ-হাঃ !

শমীক। হাস্ছ কেন নির্ঝোঁধ ? যা বলছি, উত্তর দাও ; আমার
সময় সঙ্কীর্ণ ।

শাস্ত্র। খুব সেজেছ তো ছোকরা! দাড়ি, গৌফ, জটা, ভস্ম, আমার হাতে চিমটেটীও আছে। দেহটাকে একটু টেনে লম্বা করতে পার নি বাবা!

শমীক। সাবধানে বাক্যালাপ কর অর্ধাচীন!

শাস্ত্র। কণ্ঠস্বরটাও ঠিক বিকটানন্দ বাচস্পতির মতই তৈরী করেছে। নামটা কি নিয়েছ বল দেখি?

শমীক। যুবক! এখনও সাবধান; দিবা দ্বিপ্রহর, তাতে আমি উপবাসী, বহুদূর থেকে দ্বারকার রাজপ্রাসাদে আসছি। আমার উত্যান্ত ক'রো না, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।

শাস্ত্র। [জড়িতস্বরে] বল কি? একদম ভস্ম? সত্যি সত্যি গায়ে চিড়িক মারছে যে! কোন্ তুরিয়ানন্দের চেলা তুমি বাবা? বলি, মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জান? দাও তো বাবা, তড়াক্ করে স্ত্রী বশ করার মন্ত্রটা ব'লে দাও তো, হাতে-হাতে পরখ ক'রে নিই। জান বশীকরণ বিদ্যা?

শমীক। না।

শাস্ত্র। পরকীয়া প্রেম জান?

শমীক। দূর হও অপদার্থ!

শাস্ত্র। চট কেন বাবা? বল না একটা মন্ত্র। দেখ, আমার এই বুকটার মধ্যে বড় ব্যথা! আমার মন বলছে, তুমি এর প্রতিকার করতে পার। দাও না একটা ওষুধ পালা; ওহে, ও গুঁটে বাবাজী! শুন্ছ?

শমীক। আঃ—আমি জানি না।

শাস্ত্র। নিশ্চয় জান—তোমার ঘাড় জানে। বাবা আট আঙ্গুলে! তোমার অত বড় দাড়ী, ~~যদি এমন আরও একটা দাড়ী হত তবে হাতের মত বড় হত~~

তুমি সোজা ছেলে নও বাবা ! নিশ্চয় তুমি মায়ের গর্ভ থেকে একমুখ-
দাড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছ ; তুমি সব পার।

শমীক। পারি, তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল যারা, তাদের ভয় ক'রে
ফেলতে পারি। বেশী উত্কর্ষ করলে শেষে তাই আমার করতে হবে।

শাস্ত্র। দেখ, আমিও বড় কেউ কেটা নই। বল্বে তো বল, না
বল্বে এই এক চড়ে—

শমীক। যুবক—যুবক ! না, ক্রোধ চণ্ডাল ; আমি তোমায় ক্ষমা
ক'রে যাচ্ছি। সাবধান ! আমার পথে ভুলেও এসো না ; তা হ'লে
আমি তোমায় কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

শাস্ত্র। আরে শোন—শোন ; চট্‌ছো কেন ? তোমায় আমায় বড়
ভাব। একটু মদ খাবে ? [মুখের কাছে সুরাপাত্র আগাইয়া দিল।]

শমীক। [উত্তেজিত হইয়া] কি ? কি ?

শাস্ত্র। মদ খাবে না, মত্তও বল্বে না ! ব্যাটা ধাপ্পাবাজ ! দাড়ি
গোঁপ প'রে সন্ন্যাসী সেজেছ ? আমি কুমার শাস্ত্র ; আমার সঙ্গে
বুজবুজি ? [সহসা দাড়ি ধরিয়া এক টান দিল।] এক কোপে মুণ্ডপাত
করবো, জান ? [অসি নিক্ষেপণ।]

শমীক। তবে শোন্—শোন্ বহুকুল-কলঙ্ক ! [শাস্ত্রের হস্ত হইতে
সহসা তরবারি ছিনাইয়া লইয়া] এই অসি আমি মত্তপুত ক'রে
গেলাম ; সংসারে যে তোর সবার চেয়ে প্রিয়, এই অসি তারই শিরশ্ছেদ
করবে।

শাস্ত্র। কে প্রিয়—কে প্রিয় ?

শমীক। ঐ বৃকের মধ্যে আছে সে পরম বৈষ্ণব ; তার তাজা
রক্তের উপর তোর চোখের জল গোধূখীধারায় ব'য়ে যাবে। আর—
আর, ওরে জাত্যাভিমানী ! সেই অশ্রুসিক্ত বৈষ্ণবের রক্তে সৃষ্টি হবে

প্রথম দৃশ্য ।]

লীলাবসান

যহবংশের কালান্তক মুখল ; তোরই পাপে ছ' দিনে নেমে আসবে
যহবংশের ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস !

শাস্ত্র। তুমি কে ? তুমি—

শমীক। আমি মহর্ষি ছর্কাসার শিষ্য শমীক । [প্রস্থান ।

শাস্ত্র। ডুবে যাও—নিভে যাও দেব দিনকর,

মুখ ঢাক শ্রামলা-ধরণী,

হে আকাশ ! ভেঙ্গে পড়

পাতকীর শিরে । কি করিছু—

কি করিছু বাসুদেব ?

আজীবন অনাহারে অনিদ্রায়

স্থাপিয়াছ ধর্মরাজ্য তুমি,

সেই রাজ্যে আমি পুত্র

আনিয়াছি পাপ ।

ছিঃ-ছিঃ, আমি হবো বাদবের

বিনাশের হেতু ! তুমানলে

হবে না এ পাপ সংশোধন ।

জালা—জালা, অনন্ত অসীম জালা !

আমারে বিস্মৃতি দাও

প্রেয়সী আমার—[সুরাপান]

নিষ্ঠুর সংসার ঠেলে দেছে

সাগরের মাঝে, দেখি—দেখি,

তল কোথা পাই ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

লক্ষণার কক্ষ ।

লক্ষণা ।

লক্ষণা । ডুবে যা—ডুবে যা পিশাচী, যতদূর পারিস্ । ঐ গভীর কালো জলের তলদেশে মহারত্ন লুকিয়ে আছে, তুলে আনতে হবে । ওঃ, একি আগুন সর্ব্বাঙ্গে আমার ! পদনখ হ'তে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অহরহঃ জ্বলছে ! স্বামী ! এই বিষের এক কণা পান ক'রেই তুমি পাগল হ'য়ে গেলে ; এমন রাশি রাশি আছে, বিলিয়ে ছড়িয়ে দেবো এই দ্বারকার পথে প্রান্তরে । সহায় হ' অলক্ষ্মী ! মহাযজ্ঞের হোম-কুণ্ড জ্বলেছি আমি, আহতি দিবি আয় ।

মুকুলের প্রবেশ ।

মুকুল । [লক্ষণাকে সোহাগে জড়াইয়া ধরিয়া] দেখ মা, কেমন সেজেছি ।

লক্ষণা । [ফিরিয়া] শিরে শিখিচূড়া, পরিধানে পীতধড়া, হস্তে বাঁশী, চরণে নুপুর, কণ্ঠে কদম্বের মালা, এ বেশে তোকে কে সাজালে মুকুল ?

মুকুল । উদ্ধব দাদা ; কেমন, সুন্দর নয় মা ?

লক্ষণা । [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] হুঁ ।

মুকুল । আমি কিন্তু এ বেশ আর খুলবো না মা ! উদ্ধব দাদা বলেছে, এই সাজে আমার দাছ বুনাবনে বাঁশী বাজাতো, সেই বাঁশীর স্বর শুনে বাতাস গেমে যেতো, বনে বনে ফুল ফুটতো, আর যমুনার জল উজানে ব'য়ে যেতো । হ্যাঁ মা, সত্যি কথা ?

লক্ষণা । জানি না ; উদ্ধব জানে ।

মুকুল । আহা, মাগো ! দাছুর কথা বলতে বলতে উদ্ধব দাদার হু' চোখ ব'য়ে ধারায় ধারায় জল পড়ে, আমারও মনটা বড় কেমন করে । আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, এই বেশে এই বাঁশী বাজিয়ে পৃথিবীর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি । আহা, কি মধুর কৃষ্ণ নাম ! যত বলি, ততই বলতে ইচ্ছে করে । হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ।

লক্ষণা । [স্বগত] বাঃ, আমারই কামনা-সমুদ্র মন্থন ক'রে আমারই রক্তপায়ী রাক্ষস বেরিয়ে এসেছে । ওঃ, বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু !

মুকুল । হ্যাঁ মা, তোমার কি হয়েছে ? তোমার দেখলে যে ভয় করে মা !

লক্ষণা । ভয় করবে না ? আমার যে বড় ক্ষুধা ।

মুকুল । তবে একটা গান শুন্বে মা ? উদ্ধব দাদা বলেছে, এ গান শুন্লে শত জনের ক্ষুধা দূর হ'য়ে যায় । গাইবো মা ?

লক্ষণা । গাও ; দেখি, কতদূর এগিয়েছ ।

মুকুল ।—

গীত ।

বাজে রে বাঁশরী বাজে ।

যমুনার কূলে নয়, কদম্বের মূলে নয়,

আমারি এ অন্তরমাঝে ॥

চরণে নুপুর তার রোমে রোমে বাজে গো,

মধুরে মধুর মিশে তান,

রবি শশী তারা গায়, ধরায় বহিয়া যায়,

নাচিয়া নাচিয়া ওঠে প্রাণ :—

শ্রামরূপে ভ'রে গেছে অন্তরধানি মোর,
অঁধি মেলে বাহিরেও দেখি সেই চিতচোর,
ভুবন ভরিয়া হায় পীতধড়া অঙ্গে
রাজে শ্রাম নটবর-সাজে ।

লক্ষ্মণা । [গীতান্তে মুকুলের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া] দূর হও
চক্ষুশূল !

মুকুল । মা—!

লক্ষ্মণা । রাখাল বেশ প'রে কৃষ্ণনাম শুনাতে এসেছ? ও বিষ-
মাখানো নাম শুনে আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে, না?
অপদার্থ! কুলাঙ্গার! এমনি ক'রে তুমি আমার পিতার পিণ্ডদান
করবে? দূর হ'!

মুকুল । মেরেছ—আরও মার, তবু একবার বল—“হরে কৃষ্ণ হরে
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ।”

লক্ষ্মণা । মুকুল! আমার চেন?

মুকুল । চিনেছিলাম একদিন—তুমি আমার স্নেহময়ী মা; আজ
দেখছি, আমার মা মরেছে—এক রাক্ষসী এসে তার স্থান জুড়ে বসেছে ।

লক্ষ্মণা । জেনেছিস্? তবে তাই জেনে রাখ্ । আমি একটা
আঁগুনের কুণ্ড জ্বলেছি, সে আঁগুনে তোদের সবাইকে আহুতি দোবো ।

মুকুল । তবু বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে—

লক্ষ্মণা । আবার?

মুকুল । তুমি আমার জিভটা কেটে ফেলতে পার, কিন্তু আমার
মনটাকে কি দিয়ে বাঁধবে মা?

লক্ষ্মণা । কি দিয়ে বাঁধবে, দেখবি? দেখ্—[টুঁটি টিপিয়া ধরিল ।]
বল্—ও নাম আর মুখে আন্বি না?

মুকুল । তবু বলবো—হরে মুরারে মধুকৈটভারে—

লক্ষণা । তবে মর; আমার শত্রু হ'য়ে তোকে কিছুতেই বাঁচতে দেবো না । [মুকুলের গলদেশ নিস্পীড়ন ।]

মুকুল । [কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল ।]

বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । কাকে বাঁচতে দেবে না পাষাণী ? এ কে, মুকুল ?
মূর্ছিত না মৃত ? ভাই—ভাই মুকুল !

মুকুল । [মূর্ছাভঙ্গে উঠিয়া] দাছ ! আমার মা কই ?

বলরাম । এই যে ভাই মা,—তোমার মা—আমার মা ।

মুকুল । না—না, এখানে থেকে পালাই চল ; ও মা নয়, রাক্ষসী ।

লক্ষণা । মরিস্ নি শত্রু ?

বলরাম । সে কি মা ? তুমি মা হ'য়ে—

লক্ষণা । আমি মা নই প্রভু ! আমার মাতৃহ, পত্নীহ, নারীহ, সব কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে পুড়িয়ে ছাই ক'রে এসেছি । এই যত্নবংশকে এক-দিন আমি অন্তরের সহিত ভালবাসতাম, আজ সে আমার পরম শত্রু ।

বলরাম । কৌরবহুহিতা ! তোমার পিতা দুর্ঘ্যোধন আমার অন্ত-শিশু ছিলেন, তার উপর তুমি আমার কুলবধু ; কতবার অধিক তোমায় স্নেহ করি । সাবধান—এ নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর ; শান্তির ঘরে অশান্তির আগুন জেলো না । যত্নকুলের বুকে শেল বিদ্ধ হ'লে তুমিও অক্ষত থাকবে না ।

লক্ষণা । শমীবৃক্ষ নিজে দগ্ধ হ'য়ে অপরকে দগ্ধ করে । আমি সেই শমীবৃক্ষ—তার চেয়েও ভীষণ ; আমি বহ্নিমুখ আগ্নেয়গিরি ।

বলরাম । এখনও বলছি, সাবধান কত্ता ! রামের ন্যায়-দণ্ড পুত্র

লীলাবসান

[দ্বিতীয় অঙ্ক ।

কন্যা বাছে না । লক্ষ্মীর গৃহে অলক্ষ্মীর আসন পেতেছ—তাও সয়েছি,
কটু বাক্যে স্বামীকে গাগল করেছ—তাও শুনেছি, আজ এই দুঃখপোষ্য
শিশুর উপর নির্যাতন করেছ—এও গায়ে মেখে নিলাম ; কিন্তু আর
অগ্রসর হ'রো না কন্যা ! তা হ'লে একদিন যেমন জয়-ডঙ্কা বাজিয়ে
দেবী-প্রতিমা নিয়ে এসেছিলাম, আর একদিন তেমনি ক'রে প্রভাসের
জলে বিসর্জন দিয়ে আসবো ।

লক্ষ্মণা । তবু আমি এ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো ।

বলরাম । উন্মাদ হয়েছ তুমি কৌরবহুহিতা ! তোমার প্রহরার জন্য
আজ হ'তে আমার শুক-সারীকে নিয়োজিত করলাম । স্নেহের পারিজাত
তুমি, শোভায় সৌন্দর্য্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠ ; বিষধরীর মত ফণা তুললে
কন্যা ব'লে মার্জ্জনা করবো না ।

[মুকুল সহ প্রস্থান ।

লক্ষ্মণা । প্রহরী বসাবে প্রভু ! বসিও ; নিঃশ্বাসে শুকিয়ে যাবে
তোমার শুক-সারী ।

নাচিতে নাচিতে শুক ও সারীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । একি অত্যাচার ! যাও—যাও !

শুক ও সারী ।—

গীত ।

যাবার তরে আসিনি সই, আমরা হবো সঙ্গী তোর ।
তিন তুড়িতে উড়িয়ে দোবো মলিন মুখের আঁধার ঘোর ॥
মোরা যমুনা আর গঙ্গা,
মাঝখানে তুই সরস্বতী, উপর কঠিন শ্রোতস্বতী,
~~অন্তরে তোর বহুধারা, দিক-দীপ্তিমা :~~

তৃতীয় দৃশ্য ।]

লীলানন্দসান

~~ত্রিবেণীর এই সময়ে~~

~~বিশ্বকর্পের অন্তরে~~

• তীর্থ হবে ধূলিকণা, ভোর ছুঃখ-নিশা হবে ভোর ।

[প্রশ্নান ।

লক্ষণা । [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] ছুঃখ-নিশা ভোর হবে? হায়,
এ ছুঃখ তো যাবার নয়; এ যে আগুন—গুধু আগুন !

[প্রশ্নান ।

তৃতীয় দৃশ্য :

শূদ্রপত্নী ।

গীতকণ্ঠে শূদ্র নর-নারীগণের প্রবেশ

গীত ।

স্ত্রীগণ ।— এ আমাদের পাতার ঘেরা মাটির স্বর্গধাম ।

পুং-গণ ।—তৃষ্ণার জল স্নিগ্ধ নীতল, এ আমাদের ব্যাধির হরিনাম ॥

স্ত্রীগণ ।—আমাদের এই উপোস করা তাপস মেয়ে পটের ছবিখানি,

ফুলের সাজে জগৎমাঝে দেশ-বিদেশের রাণী,

পুং-গণ ।— উঠলো কবে সাগর নেয়ে, এ আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে,

স্ত্রীগণ ।— বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হ'য়ে পূর্ণ মনস্কাম ॥

~~শূদ্রপত্নী~~ জরার প্রবেশ ।

জরা । আহা, মাটির স্বর্গই বটে! এর জলে এত সুখা, এর
বাতাসে এমন সৌরভ! মরি—মরি, জগতে কি এর তুলনা আছে?

শীলানবসান

[দ্বিতীয় অঙ্ক]

১ম শূদ্র। সর্দার বাবা, বড় ক্ষিধে! কি এনেছিস্ সর্দার?

জরা। কিছু না—কিছু দিলে না। লুঠ করেছিলুম, রাখতে পারলুম না।

২য় শূদ্র। বাবা! কি কুক্ষণে তুই অলক্ষীটাকে ঘরে আনলি, আমাদের সব ছারখার হ'য়ে গেল। উঃ, বড় ক্ষিধে—বড় ক্ষিধে!

জরা। রক্ত খাবি? মাংস খাবি? দাঁড়া; গোটা গোটা আর্থ্যা-গুলোকে টেনে এনে রক্ত চুষে খাবো—মাংস ছিঁড়ে খাবো। ভয় কি? আমাদের মানুষ হ'তে না দেয়, রাক্ষস হবো। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

[প্রস্থান।]

শূদ্রগণ। [পূর্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থানোত্ত হইল।]

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও অনার্থ্যঞ্চ! তোমাদের একবার দেখি। তোমাদের দিকে চোখ তুলে চাই নি—তোমাদের নাম শুনে ঘণায় নাসিকা কুঞ্চন করেছি; আজ তোমরাই আমার ভাই-বোন, তোমরাই পিতা-মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, সব।

১ম শূদ্র। আরে, এটা পাগল না কি রে? [চন্দনের প্রতি] এ তুই কি বলছিস্?

চন্দন। কি বলতে হয়, জানি না; আমাকে ভাই ব'লে বন্ধু ব'লে গ্রহণ কর। স'রে যাচ্ছ কেন বান্ধব? আমার কাছে এস—আমায় জড়িয়ে ধর, আমি যে তোমাদের। তোমাদের সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে আমিও বনে-জঙ্গলে ছুটবো, তোমাদের সঙ্গে কষ্ট মিলিয়ে আমিও মাদল বাজিয়ে গাইবো; ঐ আবর্জ্যনাময় পর্ণকুটীরে তোমাদের ঘর, আমারও ঘর।

১ম শূদ্র। আরে, এ পাগল।

চন্দন। ওরে, আমি পাগল নই। কেন ভাই, সন্ধ্যা সন্ধ্যা ?
আমি তো তোমাদেরই একজন ; দু' দিনের জন্ত পর হয়েছিলাম, শাস্ত্র-
সাগর সেচন ক'রে তোমাদের জন্ত মহারত্ন নিয়ে এসেছি। ওরে
কান্দাল ! ওরে বঞ্চিত ! আয়—আয়, তোরা আমার চারিদিকে ঘিরে
বোস্, আমি তোদের বেদ শোনাবো—তোদের আঁধার ঘরে গীতার
সহস্র মাণিক ঢেলে দেবো।

~~সহস্রা জরার পুনঃ প্রবেশ।~~

জরা। কি দিবি ?

চন্দন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

জরা। সেটা আবার কি ?

চন্দন। অমৃতের ভাণ্ড—বৈকুণ্ঠের স্বর্ণ-তোরণ ; তোমাদের কানে
এ বীণার ঝঙ্কার এখনো বাজে নি। কে বাজাবে ? এ ভার ব্রাহ্মণের ;
তোরা আপন ঘরে সুখা লুকিয়ে রেখে তোমাদের দিয়েছে বিষ। আর
ভয় নেই ; এই নির্যাতিত পদদলিত জাতির মুক্তির পথ আমি চিনে
এসেছি। এস, তোমাদের আগে গীতাই শোনাবো।

জরা। ওটা কি পুঁথি ?

চন্দন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত মহার্ঘ রত্ন।

জরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সেই ভগবানের কাছ থেকে এসেছ
এই পুঁথি নিয়ে আমাদের শোনাতে ? এতে বৃষ্টি লেখা আছে,
আর্য্যেঁরাই মাথার মণি, অনার্য্যেঁরা কেউ নয় ?

চন্দন। না ভদ্র ! গীতা বলেছে, কর্মে তোমার অধিকার—ফল
চাইবার অধিকার নেই ; গীতা বলেছে—

লীলানন্দ

[দ্বিতীয় অঙ্ক ।

জরা । ওরে, শুন্‌ছিস্ তোরা ? ক'ৰ্ম্‌ কৰ, ফল চাস্‌নে ; তোরা শুধু খেটে মৰ্ত্তেই জন্মেছিস্, ফল ভোগ কৰবে আৰ্য্যোৱা । তুমি একটা আৰ্য্য-সন্তান, তোমাৰ জাতি তোমায় পাঠিয়েছে অনাৰ্য্যেৰ মध्ये এই বিষ ছড়াতে, না ? ওরে, তোৱা দেখ্‌ছিস্ কি ? খুঁজে দেখ্, বনে-জঙ্গলে আৰও কেউ আছে বোধ হয় ; টুটি ধ'ৰে নিয়ে আয়, আমি এটাকে দেখ্‌ছি ।

[অত্যাশ্ৰয় শূদ্ৰগণেৰ প্ৰস্থান ।

চন্দন । এ কি কথা ভদ্ৰ ?

জরা । [বিকট হাস্ত কৰিয়া] আৰ্য্য আজ অনাৰ্য্যকে বল্‌ছে ভদ্ৰ ; ঘৰে ব'সে তো বল্‌তে পাৰ না, এখানে প্ৰাণেৰ দায়ে বল্‌তে হ'চ্ছে । ভদ্ৰ কে ? আমরা অভদ্ৰ—আমরা পশু । মানুষ কি পাৰে মানুষেৰ বুকে এম্‌নি ক'ৰে ছুৰি চালাতে—[চন্দনেৰ বুকে ছুৰিকাঘাতে উত্তত ।]

চন্দন । সাবধান দস্যু ! আমি নিরস্ত্ৰ, কিন্তু দুৰ্ব্বল নই ।

জরা । পৰীক্ষাটাই হোক্—[পুনঃ চন্দনকে ছুৰিকাঘাতে উত্তত ।]

চন্দন । [এক হাত দিয়া জৱাৰ হাত ধৰিয়া অত্যাশ্ৰয় হাতে ছুৰি ছিনাইয়া লইয়া] এই পশুপ্ৰকৃতি নিয়ে তোমরা আৰ্য্যেৰ শাসনদণ্ড কেড়ে নিতে চাও ? পাৰবে না—যুগ-যুগান্তেও এ স্বপ্ন তোমাদেৰ সফল হবে না ।

জরা । জৱাৰ হাত থেকে ছুৰি ছিনিয়ে নেয়, এমন শক্তি দ্বাৰকায় আছে ? ওঃ, জীবনে এই প্ৰথম পৰাজয় ! যুবক—যুবক ! তুমি কে ?

চন্দন । আমি তোমাদেৰই মত অস্পৃশ্য শূদ্ৰ ।

জরা । [সাস্‌চৰ্য্যে] শূদ্ৰ !

চন্দন । ইয়া—শূদ্ৰ ; না জেনে আৰ্য্যেৰ গৃহে পৰিবৰ্দ্ধিত হয়েছি, ব্ৰাহ্মণেৰ ষষ্ঠমুত্ৰ ধারণ কৰেছি, তাৰ জ্ঞানেৰ ভাণ্ডাৰ উন্মুক্ত ক'ৰে তৃষ্ণাৰ্ত্ত পথিকেৰ মত বেদ-বেদান্ত উপনিষদ আকণ্ঠ পান কৰেছি ;

আজ জেনেছি নিজের পরিচয়, তাই এসেছি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'তে ।

জরা । ভগবান আছে—ভগবান আছে । আমার বহু দিনের স্বপ্ন—
আমার শূদ্র ভাইদের এই নরক থেকে টেনে তুলবো, তাদের মানুষ
ব'লে জগতের চোখে তুলে ধরবো, আর আর্থ্যের দর্প চূর্ণ ক'রে মাটির
সঙ্গে মিশিয়ে দেবো । দেহে শক্তি আছে, মনে সাহস আছে, কিন্তু
মাথা নেই—সেনাপতি নেই । বল, তুমি আমাদের সেনাপতি হবে ?

চন্দন । [স্বগত] আর্থ্যশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ! মন্দ কি ? এই আর্থ্য-
শক্তি আমার সুখময় স্বর্গ হ'তে মাটিতে নিক্ষেপ করেছে, এই আর্থ্যের
শাস্ত্র আমার সর্বস্ব হারা করেছে । পারি না পারি স্বতন্ত্র কথা, তবু
একবার এদের মুখোমুখী দেখতে চাই । [প্রকাশে] তবে তাই
হোক, আমি গ্রহণ করলাম তোমাদের সৈন্তাপত্য ।

জরা । তবে এস বান্ধব—এস পরমাত্মীয়—এস আমাদের প্রভাতের
সূর্য্য, তোমাকে নিয়েই আমরা দ্বারকার উপর বাঘের মত লাফিয়ে
পড়ি । ~~ওরে, তোরা ছুটে আর, তোদের দুঃখের ঘোর কেটেছে—~~
~~তোদের পথ দেখাতে আজ দেবতা এসে দাঁড়িয়েছে ।~~

শূদ্র নর-নারীগণের পুনঃ প্রবেশ ও চন্দনকে
ঘিরিয়া গান করিতে লাগিল ।

গীত ।

পুং-গণ ।—

বাজা রে মাদল বাজা ।

স্ত্রীগণ ।—

থাকবে না আর দুঃখ মোদের এসেছে ঐ রাখাল রাজা ।

পুং-গণ ।—

রইবো না আর নীচু হ'য়ে পড়বো মোরা বেদ,

স্ত্রীগণ ।—

না খেয়ে আর ঘরে ব'সে করবো নাকো খেদ,

লীলানন্দ

[দ্বিতীয় অঙ্ক ।

পুং-গণ ।— খাটবে না আর জারিজুরি, আনবো লুটে ইল্লপুরী,
পেটটি পুরে খেয়ে খেয়ে বাড়বে মজ্জা মেদ ;

স্ত্রীগণ ।—(আমাদের) আঁধার ঘরে চাঁদ নেমেছে, পাতায় ফুলে কুটীর সাজা ।

[গাহিতে গাহিতে চন্দনকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

প্রাঙ্গণ ।

বসুদেব ও দেবল ।

বসুদেব । দেবল ! একটা কাজ করতে পারিস্ ?

দেবল । কি কাজ দাদামশায় ?

বসুদেব । ঐ অলঙ্কীটাকে চুলের মুঠি ধ'রে নগরের বার ক'রে
দিতে পারিস্ ?

দেবল । কেন ?

বসুদেব । সব কথাতেই কেবল কেন ? দেখ'ছিস না, দিনে দিনে
সোনার দ্বারকা শ্মশান হ'তে বসেছে । এই ঝড়, এই অগ্নিবৃষ্টি, এই
ভূমিকম্প—এ সব হ্রনিমিত্ত আগে কখনো দেখেছিস্ ?

দেবল । তা দেখিনি বটে !

বসুদেব । তবে আজ এ সব হ'চ্ছে কেন ? এই তার কারণ ।
আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, ও সাক্ষাৎ অলঙ্কী । বল, ওকে তাড়িয়ে
দিতে পারবি ?

দেবল । না ।

বসুদেব । কেন ? ধর্ম্যে বাধবে ?

দেবল । ধর্ম্য অধর্ম্য জানি না দাদামশায়, আমার বিবেক সায় দিচ্ছে না । কে লক্ষ্মী, কে অলক্ষ্মী, সে বিচার আমার নয় দাদা ! আমি দেখছি তারা মানুষ ; একজনের অনন্ত আশ্রয় আছে, আর একজনের নেই । এত বড় প্রাসাদটার মধ্যে একজন নিরাশ্রয়ার স্থান হবে না ? তবে ঐ হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে এত যাত্রীর ভিড় কেন ?

বসুদেব । যাঃ—যাঃ, খুব হয়েছে ; একটা মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না ।

দেবল । ও কল্লনা মনেও স্থান দিও না দাদামশায় ! আমি অল্প-বুদ্ধি বালক, তবু একটা ভবিষ্যৎ বাণী ক’রে রাখি শোন । গান্ধারীর অভিষাপে যদুবংশের একটা কেশও ছিল হবে না । যদুবংশের ধ্বংস হবে সেই দিন, যেইদিন একজন যাদবও অসহায় রমণীর উপর হাত তুলবে । রাবণের বংশটা গেল ঐ পাপে, কোরবেরা গেল দ্রৌপদীর নিঃশ্বাসে, আর কংশের নিপাত হ’লো কেন বল দেখি ?

বসুদেব । দেবকীর হাহাকারে । আর আমি যে—

দেবল । তুমি কি আর করেছ ? উপকারের মধ্যে নিজের ছেলেটা পরকে দিয়ে এসেছিলে ।

বসুদেব । বক্তৃতা রাখ ভায়া ! যা বলছি শুন্বে ? অলক্ষ্মীটাকে—

দেবল । এত ভেদজ্ঞান কেন দাদা ? লক্ষ্মী অলক্ষ্মী কি বিভিন্ন ? দিন আর রাত্রি, মেঘ আর জল ; একজন না থাকলে অপরকে কেউ চেনে না ।

বসুদেব । খুব বুঝিয়েছ ; বুঝেছি, মেয়েটার মুখখানা দেখে ভুলেছ ।

দেবল । এই ঠিক ধরেছ ! এইবার আমার হার, তোমার জিত, সত্যএব আমার পলায়ন—[প্রস্থানোত্ত]

বসুদেব । শোন্—শোন্; ই্যা রে দেবল ! এ দেশটাকে তুই একটুও ভালবাসিস্ না ?

দেবল । বাসি ; এত ভালবাসি যে, প্রাণ সে ভালবাসা ধারণা করতে পারে না, রসনা তাকে ভাষায় রূপ দিতে পারে না । ঐ ফেনিল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত প্রভাসের চলোন্নি, ঐ দিগন্ত-প্রসারিত তালীবন শ্রামরেখা, আর ঐখানে ধবল তুষারমৌলি রৈবতক—যার পায়ের তলায় স্নেহসঞ্জীবিত শ্রামলা ভূমি আবেশে ঘুমিয়ে পড়েছে । মরি-মরি, এ রূপ কি তোলা যায় ! স্বর্গ চিনি না—বৈকুণ্ঠ চিনি না, এ আমার সকলের উর্দ্ধে ।

সাত্যকির প্রবেশ ।

সাত্যকি । উর্দ্ধে আর রইলো না কুমার, এবার এর অবশস্তাবী পতন ।

বসুদেব । সে কি সাত্যকি ?

সাত্যকি । প্রভু ! অনার্যেরা প্রকাশে বিদ্রোহের নিশান তুলেছে । ব্রাহ্মণ ক্লত্রিয়ের প্রাধাত্য তারা আর স্বীকার করে না ; তারা গীতা উপনিষদ্ পাঠ করে, তারা বেদ উচ্চারণ করে ।

বসুদেব । বেদ উচ্চারণ করে শূদ্র ?

দেবল । এঃ, তবে তো জাতিধর্ম সব রসাতলে গেল দাদা !

বসুদেব । গেল না ? শূদ্র পড়ে বেদ !

দেবল । কি অত্যাশ ! তুমি তাদের মাথাগুলো কেটে আন্লে না কেন ? দাদা ! অভিশাপ দাও, তারা সব ঘরে গিয়ে ম'রে থাক্ ।

বসুদেব । রাম-কৃষ্ণকে ব'লে এর প্রতিকার কর সাত্যকি ! অযোধ্যায় এমনি ঘটনা ঘটেছিল ; শূদ্র করেছিল যজ্ঞের অনুষ্ঠান, শূদ্র করেছিল পৌরহিত্য, তার ফলে অনাবৃষ্টি—মহামারী—অকালমৃত্যু ।

সাত্যকি । এখানেও তাই দেখছি প্রভু ! এই অনাচারে দ্বারকা আজ ট'লে উঠেছে ; এ আমি সহিবো না ।

দেবল । কেন সহিবো না আৰ্য্য ?

সাত্যকি । ক্ষত্রিয় হ'য়ে তুমি আজ জিজ্ঞাসা করছ কুমার ? এ অনাচারের প্রশ্ন দিলে সমাজের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে যাবে ।

দেবল । অনাচার কিসে ?

বসুদেব । বেদে শূদ্র অনধিকারী ।

দেবল । কে বলেছে ? কার দেওয়া অধিকার ? তোমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যখন উচ্চ নীচের সীমা নির্দেশ করেছিলে, তখন তাদের মতটা নিয়েছিলে ? তোমাদের গড়া শাস্ত্র তারা মানে না ।

সাত্যকি । না মানে, রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে ।

দেবল । কেন আৰ্য্য, কেন ? সবার মঙ্গলের জন্য যদি এই সুধা-ভাণ্ড, তবে তারা তাতে বঞ্চিত থাকবে কোন্ বিধানে ?

বসুদেব । বুঝেছি, তোমার মত অপরিণামদর্শী বালকের হস্তেই যত্নবৎশের ধ্বংস হবে ।

দেবল । যে জাতির মধ্যে এতখানি আভিজাত্য, সে জাতির ধ্বংস হওয়াই উচিত, নইলে ত্রীকুক্ষের ধর্মরাজ্য সম্পূর্ণ হবে না ।

বসুদেব । শুন্ছ সাত্যকি ?

সাত্যকি । শুন্ছি আৰ্য্য ! এ জাতি থাকবে না, বুঝা চেষ্টা ! ক্ষুদ্র বালক যেখানে রাজনীতি নিয়ে খেলা করতে চায়, সেখানে শৃঙ্খলা থাকে না । ঠিক বুঝতে পারছি, কলি এসে হাত বাড়িয়েছে ।

দেবল । দাদামশায় !

বসুদেব । যা—যা, হয়েছে ।

দেবল । যাচ্ছি দাদা ! শেষ কথাটাই ব'লে যাই—“কালোহর্য্য নির-

লীলানন্দ

[দ্বিতীয় অঙ্ক ।

বধি: বিপুল। চ পৃথ্বী।” অনন্তপ্রসারিতা এই ধরণী ; মনে ক’রো না যে এই ধরণীতে একজন বড় হ’লে আর একজনের বড় হবার স্থান থাকবে না। কেন তোমরা তাদের নীচ মনে করছ? কেন তাদের মানুষের মত বাঁচতে দিচ্ছ না? দোহাই দাদা! তাদের অন্তরটা একবার তলিয়ে দেখ; তারা শূদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র নয়।

[প্রস্থান ।

গায়ত্রীর প্রবেশ ।

গায়ত্রী। কে গো? কে বললে শূদ্র ক্ষুদ্র নয়?

বসুদেব। কে তুমি বালিকা?

গায়ত্রী। দ্বারকার আশ্রিতা, অসহায়া ব্রাহ্মণকন্যা। ঐ অলিন্দে ব’সে চোখের জলে ভাস্ছিলাম, হঠাৎ একটা কথা কানে এল—শূদ্র ক্ষুদ্র নয়। কে বললে গো, কে বললে শূদ্র ক্ষুদ্র নয়? এ কি দৈববাণী, না আমারই দলিত অন্তরে মর্ষভেদী ক্রন্দন? হায়, পরশ মাণিক হারিয়ে ফেলেছি, জীবনভোর চেষ্টা করলেও আর সন্ধান মিলবে না।

সাত্যকি। ব্রাহ্মণকন্যা তুমি, শূদ্রের জন্য তোমার চক্ষে জল কেন?

গায়ত্রী। ওগো, এ আর কফোটা চোখের জল? তার অশ্রুতে মরুভূমি বুঝি কর্দমাক্ত হ’য়ে গেল। সবই ছিল তার; কণ্ঠে সরস্বতী, বাহুতে মত্ত হস্তীর বল, অন্তরে ব্রহ্মণ্যদেব, ললাটে প্রতিভা, মুখে হাসি, বুকতরা ভালবাসা, তবু সে আমার স্পর্শ করতে পারলে না। সমাজ তারস্বরে বললে—ও শূদ্র!

সাত্যকি। শূদ্র ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যই বালিকা।

গায়ত্রী। না—না, তার দেহটা শূদ্রের, মনটা ছিল দেবতার।

চতুর্থ দৃশ্য ।]

লীলানন্দ

ওঃ, সে আজ কোথায়—কতদূরে? তখন যদি কেউ বলতো, শূদ্র ক্ষুদ্র নয়; হারিয়েছি—জন্মের মত হারিয়েছি।

[প্রস্থান।

বসুদেব। কি ভাবছ সাত্যকি? দেখছ, এ ধারণা আজ চারিদিক্ ছেয়ে ফেলেছে।

সাত্যকি। অন্ধুরে বিনষ্ট করবো, ভয় কি প্রভু! আর্যের মাথার উপর অনার্য্য এসে সিংহাসন পেতে বসবে—এ আমি সহ্য করবো না, যতক্ষণ হাতে এই তরবারি আছে।

বসুদেব। তাদের চালক কে?

সাত্যকি। জরা।

বসুদেব। জরা! বল কি সাত্যকি? সে তার জাতিকে বেদ শোনাচ্ছে?

সাত্যকি। শুধু তাই নয় আর্য্য! দ্বারকা আক্রমণের জন্ত সে সৈন্য সংগ্রহ করছে।

বসুদেব। তবেই তো—দ্বারকা আক্রমণ করবে!

সাত্যকি। তার জন্ত কোন চিন্তা নেই প্রভু! আমুক তারা, আমি একা ঐ পিপীলিকাগুলোকে এক মুহূর্তে পিষে মারবো। তারা জানে না, দ্বারকার একটা ধূলিকণা যে শক্তি রাখে, সমগ্র অনার্য্য জাতি মিলিত হ'লেও তার সমকক্ষ হবে না।

বসুদেব। তা বটে; কিন্তু সাত্যকি, আমার এতে উভয়তঃ ক্ষতি। রামকৃষ্ণ যেমন আমার পুত্র, সেও তো তেমনি সাত্যকি! আর্যের সমাজ তাকে নিলে না, কিন্তু আমার অন্তর তো তাকে ত্যাগ করে নি।

সাত্যকি। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে জরার তুলনা?

বসুদেব। না হোক, তবু পুত্র তো?

লীলাবসান

[দ্বিতীয় অঙ্ক ।

সাত্যকি । এ অনাচারী পুত্রের মায়া ত্যাগ করতে হবে প্রভু !
তারা বন্ধ—তারা পশু, তাদের সঙ্গে আর্যের কোন সংস্রব থাকতে নেই ।

বসুদেব । না—কাজটা তুমি ভাল কর নি সাত্যকি !

সাত্যকি । কোন্ কাজ ?

বসুদেব । এই তাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া ।

সাত্যকি । আমি তাকে ক্ষেপিয়েছি, না সে আমার ক্ষেপিয়েছে
আর্য্য ? শ্রীকৃষ্ণের প্রভুত্ব যে মানে না—তাঁর ছিন্ন শির দেখতে যে
এত লালায়িত, সে স্বয়ং মহেশ্বর হ'লেও আমার শত্রু । পুত্র ব'লে
আপনার যদি মমতা হয়, মুখ কিরিয়ে থাকবেন, কিন্তু আমার সঙ্কল্প
পর্যন্তের মত অটল ।

[প্রস্থান ।

বসুদেব । তাই তো, বেদপাঠে কিই বা দোষ ? তারাও মানুষ
তো ! না—কাজটা তেমন ভাল হয়নি ।

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য :

দ্বারকা—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ ।

শাস্ত্রের প্রবেশ ।

শাস্ত্র । এ আমায় কোন্ পথে নিয়ে চলেছ নিয়তি ? কোথায়
এ পথের শেষ, কতদূরে এ সাগরের তল ? জানি না—বুঝি না, আকণ্ঠ
ডুবেছি, আর উত্থানের কোন আশা নেই । পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ,
মাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী জাম্ববতীদেবী, আর আমি কে ? কোন্ নরকের
কুমি-কীট ! না—না, আমি উঠবো ; যেমন ক’রে হোক, আমি
আবার তেম্নি হবো । এ কি, এ কি জড়তা সর্ব্বাঙ্গে আমার ? ওরে
—কে আমার হস্ত পদ এমন ক’রে শিথিল ক’রে দিলে ?

গীতকণ্ঠে অলক্ষ্মীর প্রবেশ ।

অলক্ষ্মী ।—

গীত ।

তোরা আমারি পূজার বলি ।

আমারি তরণী আনিছে বহিয়া দ্বাপরের শেষে কলি ।

আমি নন্দনে পুতিগন্ধ, ওরে অন্ধ,

আমি খেয়ালি ভোলার মত্ত চরণে চপল নৃত্য-ছন্দ ;

বিকশিত শত পঙ্কজে আমি হলাহলমুখো অলি ।

নিত্যকালের আমি পুরাতন, রসনার ভুল, দুঃখ হতাশন,

(আমি) লক্ষ্মীর হৃদিরক্ত শুধিয়া ধ্বংস ছড়ায়ে চলি ।

[প্রস্থান ।

শাস্ত্র । কে ও নারী আকাশে মিশায় ?
 মেঘের অন্তর হ'তে ক্রুর আঁখি মেলি
 দ্বারকা-প্রাসাদশিরে
 অগ্নিকণা করে বরিষণ ?
 দাউ-দাউ জলে ছতাসন,
 বলসে শ্রামল ক্ষেত্র,
 বন্বন্ ঘোরে ত্রিভুবন,
 শান্তির বৈকুণ্ঠধাম মিশে যায়
 ধূলি সনে ভস্মরেখাকারে ;
 চক্র চক্রী একই আবর্তে পড়ি
 চিরতরে নীরব নিথর ।
 মহাশূত্রে, সাগরে, ভূধরে,
 একই কথা শুনি অবিরাম—
 “এ শ্মশান সাম্যের রচনা ।”
 ছিঃ-ছিঃ, হেন প্রাণে নাহি প্রয়োজন ।
 বেঁচে থাক্ কৃষ্ণের দ্বারকা ;
 হে মাধব ! পুত্র তব
 রক্তাঞ্জলি দিবে তব পায় ।

[আত্মহত্যার উদ্যোগ]

সহসা কলির প্রবেশ ।

কলি । কর কি বাবাজী ! ছিঃ, আত্মহত্যা মহাপাপ ।

শাস্ত্র । জ্ঞাতিহত্যা তার চেয়ে পাপ ।

জান না—জান না,

এ দেহের মাঝে কি রাক্ষস
রয়েছে লুকায়ৈ ।

কলি । এও কি একটা কথা হ'লো বাবাজী ! তোমার মত
ছেলে ক'টা আছে ? স্মৃতি কর—স্মৃতি কর ; জীবনটা হু' দিনের
বই তো নয় ! এ হু'টো দিন হেসে খেলে কাটিয়ে দাও । নাও—
পান কর । [সুরাপাত্র দিল ।]

শাস্ত্র । হে দানব !
তোমারি মাঝারে আমি
আপনারে দিয়াছি বিলায়ে ;
আমারে ফিরিয়ে দাও ।
কাঁদে মোর জন্মভূমি,
পুরবাসী কাঁদে,
লক্ষ্মীহীনা দ্বারাবতী
ঝরঝরে ফেলে অশ্রুজল ।

কলি । ভুল বাবাজী, তুমি ভুল দেখছ । পুরবাসী অশ্রু ফেলছে
তাদের ব'য়ে গেছে ! ঐ—ঐ দেখ, রাস্তা দিয়ে মেয়ে পুরুষ কেমন
টল্টে টল্টে আনন্দ করতে করতে চলেছে ! সংসারের কথা কেউ
ভাবছে ? কেউ না । তারা সার বুঝেছে, আপনি বাঁচলে বাপের
নাম । তোমাকেও বলি বাবাজী, “ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ।” র'সো,
আমি এদের পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

[প্রস্থান ।

শাস্ত্র । তাই তো, এ কি অধঃপতন দ্বারকার ? শুধু আমি নই,
দ্বারকার অর্ধেক অধিবাসী আজ সুরার স্রোতে গা ভাসিয়েছে ।
গহ্বরেব মুখ পাষণ চাপা ছিল, আমি হু' হাতে পাষণ সরিয়ে

লীলানন্দ

[দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দিয়েছি ; শতে শতে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বাঁপিয়ে পড়ছে
আজ ধ্বংসের কবলে । মহর্ষি শমীক ! তুমি জয়ী—তুমি জয়ী ।

গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ ।

নর্তকীগণ ।—

গীত ।

বঁধু, এই দরিয়ার জলে ।

রাজার রাগ্য তলিয়ে গেছে একটি অনুপলে ।

এই অধরের চুষনেতে এই নয়নের শর,

বেঁধেছে হায় শক্ত ডোরে মত্ত করিবর :—

এই বেগীতে কালের ফণা, চাচ্ছে নিতি বিষের কণা,

এই আগুনে মানুষ-পেঁকা পুড়েছে দলে দলে ।

[প্রস্থান ।

শাস্ত্র । ওঃ, লোহ-শৃঙ্খলে বেঁধেছে, একটু নড়তে দেবে না । আর—
আর, ওরে ধ্বংসের অগ্রদূত—সুধামুখী ~~গুরুনিষ্ঠা~~ রাগসী ~~স্বক~~
আমায় গ্রাস করবি আর । মুকুলকে এনে দিচ্ছি, তার বুক চিরে
রক্ত পান কর । লক্ষণার—না, আবার ও নাম কেন ? দে—দে—
সুরা দে, আকর্ষণ পান করি । আহা, সোনার দ্বারকায় শ্মশান জলেছে—
শ্মশান জলেছে । [সুরাপান ।]

জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । শ্মশান জালিয়েছ পুত্র ? বাঃ, এ যে খাণ্ডবদাহন !
কি দিয়ে জালালে গুণধর ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় একটা ক্ষুলিঙ্গও
তো ছিল না । ছিঃ-ছিঃ, আমার নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস হ'চ্ছে
না । শাস্ত্র ! শাস্ত্র !

শাস্ত্র। মুখ ফেরাচ্ছ না যে?

জান্নবতী। তা যদি পারতাম্! ভগবান! কেন দিয়েছ বুকভরা স্নেহ? হৃদয়টাকে মরুভূমি কর। ভুলিয়ে দাও আমার যে, এই কালসাপ আমারই রক্ত-মাংসে গঠিত—আমারই পীযুষপানে পরিবর্দ্ধিত। ছিঃ-ছিঃ, মুখে আমার বিশ্বের লজ্জা এসে জমছে। কোথায় মুখ ঢাকবো আমি? বিজয়-লক্ষ্মীর মত দ্বারকা আমার নিয়ে এসেছিল, তার এই বিষময় ফল!

শাস্ত্র। তুমি যে মা দ্বারকায় এসেছিলে রক্তস্রোতের উপর পা ফেলে—রাশীকৃত নরমুণ্ড দু'হাতে সরিয়ে; তারই এই বিষময় ফল।

জান্নবতী। ফেরো শাস্ত্র—ফেরো, এখনও সময় আছে।

শাস্ত্র। সময় আছে, কিন্তু শক্তি নেই। যে দিন গেছে, আর তা ফেরে না।

জান্নবতী। ফেরাতে হবে শাস্ত্র! নইলে দেশের মঙ্গলের জন্ত আমি পুত্রহত্যাও করবো।

শাস্ত্র। দেশের মঙ্গল? ঐ দেখ, দেশের মঙ্গলকেতু কেমন পং-পং ক'রে উড়ছে। দেখছ? দেখ, এ স্রোতের বাঁধ আমি ভেঙেছি; ভৈরব কল্লোলে প্রবাহ ছুটেছে, পাষাণের বাধা ও আর মান্বে না।

জান্নবতী। শাস্ত্র! শাস্ত্র! কি করলি তুই?

শাস্ত্র। কি করলাম আমি? মা! মনে বড় জ্বালা! মা হ'য়ে পুত্রের পাণ্ডুর মুখ দেখেছ, পুত্র হ'য়ে মায়ের দানবী-মূর্তি তো দেখনি! তা হ'লে বুঝতে, কি করেছি আমি! কার জন্ত ফিরবো মা? কোথায় ফিরবো মা? স্ত্রীর চোখে অগ্নিবৃষ্টি, মায়ের স্নেহের দ্বার রুদ্ধ। মা! দেহের ক্ষত শুকিয়ে যায়, মনের ক্ষত যে যায় না মা!

জান্নবতী। কি রত্নগর্ভা আমি! এ দেখবার আগে আমার মৃত্যু

হ'লো না কেন? শাস্ত! শাস্ত! ওরে, মা আমি—মিনতি করছি,
আমার মুখে কলঙ্কের ছাপ দিস্নে ।

শাস্ত । যাও মা—যাও ; কণ্ঠায় কণ্ঠায় বিষ ঢেলেছ, আর অমৃতের
ভাণ্ড নিয়ে এলে কি হবে জননী? রাখবার আর স্থান নেই—যাও ।
মনে ক'রো, শাস্ত ব'লে তোমার কেউ ছিল না—এ শুধু একটা স্বপ্ন!
[সুরাপান]

ব্যস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । জাহ্নবী! জাহ্নবী! একি? এখানেও এই পাপ?

জাহ্নবতী । মুখ ঢাক যত্নবর! এ আমার লজ্জা—তোমার লজ্জা ।
রাজ-রাজেশ্বর তুমি, সারথির দীন রুত্তি গ্রহণ ক'রে কি জয়মালা নিয়ে
এলে কেশব? সব নিষ্ফল—নিষ্ফল!

শ্রীকৃষ্ণ । প্রদীপের নীচেই অন্ধকার জমাট বেঁধেছে ।

জাহ্নবতী । পাংশুমুখে সজলনয়নে তাকিয়ে রইলে যে বাসুদেব!
একটা কিছু কর ।

শ্রীকৃষ্ণ । কি করবো জাহ্নবী?

জাহ্নবতী । সুদর্শন আন, না হয় তরবারি ধর । বুকে পাষণ বেঁধে
ফুল-কুসুম অভিমুখ্যকে বলি দিয়ে এলে, আর এই অনাচার সহ্যবে?
কেন? আমার জন্তু ভাবছো? একটা সন্তান কি বাসুদেব, তোমার
ধর্ম-রাজের ভিত গড়তে আমি অমন হাজার সন্তানের ছিন্ন মুণ্ড হাসি-
মুখে দেখবো ।

শ্রীকৃষ্ণ । তাই হবে যাদবজননী!

কুরুক্ষেত্রে হয়েছি সারথি,

রথী হ'য়ে প্রভাসের কূলে

যোজন ব্যাপিয়া জালিব সমরানল,
নিজহাতে বলি দেবো যাদব-সমাজ,
মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি-ফল
ধরণী অনন্ত কাল করিবে সন্তোগ ।

শাস্ত্র ।

তাই হোক যত্নকুলপতি,
তোমার মহান যজ্ঞে
আমি হবো প্রথম আহুতি ।
দ্বারকার পুরীমাঝে পশিয়াছে পাপ,
সেই বিষ আমি দিছি উগারিয়া
ঝলকে ঝলকে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

শাস্ত্র ! শাস্ত্র !

শাস্ত্র ।

ধর চক্র, ধর অসি যাদবপ্রধান !
ধর্মরাজ্যভিত্তিমূলে সন্তানেরে
দেহ বলিদান ; প্রতি রক্তবিন্দু তার
পদ্য হ'য়ে উঠিবে ফুটিয়া,
সৌরভে পুরিবে ধরা;
রক্ষা পাবে যাদব-সমাজ ।
শোন পিতা ! ব্রহ্মশাপ ধরিয়াছি শিরে,
বালখিল্য মহর্ষি শমিক
করিয়াছে শাপ উচ্চারণ—
শাস্ত্র হ'তে ধ্বংস হবে যাদবের কুল ।

উভয়ে ।

শাস্ত্র !

শাস্ত্র ।

তাই এ জীবন আর আমি
নাহি বাসি ভালো ।

নিঃস্ব আজ বিশ্বমাঝে আমি,
 ছুঃখ নাই এ জীবন দিতে বিসর্জন ।

শ্রীকৃষ্ণ । পিতা পুত্র অভিশপ্ত দুইজন,
 তিরস্কার পুরস্কার কে দিবে কাহারে ?
 আয়—আয়, করে কর ধরি
 উভয়ে চলিয়া যাই সৃষ্টির অন্তরে ।
 শান্ত হবে বসুন্ধরা, বাঁচিবে যাদবকুল,
 জাতিহত্যা-মহাপাপ স্পর্শিবে না আর ।

জান্ধবতী । মা আমি—দশ মাস সহিয়াছি ক্লেশ,
 আমি চাই পুত্র বলিদান,
 তুমি পারিবে না ?
 এ আবার কোন্ লীলা ভগবান্ ?

শ্রীকৃষ্ণ । ভগবান্—ভগবান্ !
 ধরণীর প্রাপ্ত হ’তে প্রাপ্তান্তরে
 ঐ এক বাণী গিয়াছে ছড়ায়ে ।
 সবে কয়, “কৃষ্ণ ভগবান্” ।
 এই অনাচার করিতে দমন
 আজীবন সহিয়াছি তাপ,
 গোবর্দ্ধন করেছি ধারণ,
 রথরশ্মি ধরেছি পার্থের,
 একে একে সপ্তদশ বীর
 লুকায়েছি পর্বতবন্দরে ;
 বাল্য গেছে গোচারণে,
 অনাহারে অনিদ্রায় কাটিল যৌবন,

পাপের ফালন না হ'লো ধরনীতলে,

তবু আমি ভগবান্ !

হায় রাণী ! ভগবান এত ভাগ্যহীন,

ভগবানে এত কি সহিতে হয় ?

জাম্ববতী । নারায়ণ ! নারায়ণ !

শ্রীকৃষ্ণ । সহিতে জীবন গেল !

শতবার সহিলাম আত্মীয়বিয়োগ,

হু'হাতে অঞ্জলি ঢালি

কত হায় ধরিলাম অভিশাপ শিরে ।

হায় রাণী ! কৃষ্ণ নামে একি অভিশাপ !

পুত্র শত্রু, জ্ঞাতি বিধ,—

না—আর সহিব না ।

রাণী ! রাণী ! নারায়ণ যদি আমি,

অবশ্য করিব সুবিচার ।

জাম্ববতী । কি বিচার করিবে মাদব ?

শ্রীকৃষ্ণ । বিষবৃক্ষ সমূলে করিব উৎপাটন ;

দশের মঙ্গল তরে, পিতা আমি,

কদাচারী আত্মজেরে করিলাম ত্যাগ ।

বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । কারে ত্যাগ করিলে মুরারী ?

কে সে ভাগ্যহীন ?

শাস্ত্র । আমি ; হৃদিপটে যার

আজও আঁকা ওই ছুটি মুখ ।

বলরাম । বাঃ ! হিমাচল বিক্র্যাগিরি
 দুই দিকে যার, সেই ক্ষুদ্র প্রস্রবণ
 সূর্য্যতাপে যাবে শুকাইয়া,
 ত্রিলোক গাহিবে তবু—
 “নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি !”
 মথুরায় হস্তিনায়
 ডালি দেছ লক্ষ পরিজন,
 হে কেশব ! তবু তব মিটিল না আশা ?
 এত ক্ষুধা তব দামোদর ?
 থাক—সুখে থাক রাজ-সিংহাসনে,
 স্নেহের ঢুলাল সহ আমি যাই বনে ।

শ্রীকৃষ্ণ । হলধর ! হলধর !

বলরা । চুপ ! চুপ !
 বহু শাস্তি দিয়াছ মুরারী !
 দারুভূত তুমি নারায়ণ,
 নির্মম নির্ভুর করে একে একে
 ডালি দিবে পুত্র পৌত্র সব,
 প্রাণে মোর সহিবে না তাহা ।
 আয়—আয় স্নেহের পুতুলী !

[শাস্তকে বাহুবেষ্টনে ধরিতে গেলেন ।]

শাস্ত । [চকিতে সরিয়া] না—না—না !
 পিতা মাতা ভিক্ষাপাত্র তুলে দেছে করে,
 তাই নিয়ে একা আমি প্রবাহে ভাসিব,
 সঙ্গী হবে অদৃষ্ট আমার !

কত ভাগ্য পিতৃব্য আমার,
 স্পর্শে মোর সাগর শুকায়,
 নারায়ণ অন্ধ হ'য়ে যায় ।
 নমি পায় তোমার জননী !
 একদিন মাতৃস্নেহ দিয়েছিলে মোরে,
 অন্তরমাঝারে তাই শুধু রহিল গোপন ।
 নারায়ণ ! দণ্ড তব
 মাথা পাতি করিছু গ্রহণ ।
 জীবনে যে অধিকারে করিলে বঞ্চিত,
 সেই অধিকার মৃত্যু দিয়ে
 রক্ত দিয়ে করিব গ্রহণ ।
 যাই তবে হে পিতৃব্য !
 প্রণাম—প্রণাম—সহস্র প্রণাম ।

[প্রস্থানোত্তোগ]

গীতকণ্ঠে মুকুলের প্রবেশ ।

মুকুল ।—

গীত ।

ফিরে চাও—ফিরে চাও ।

এই শোভন কানন অনলে দহিয়া ওগো তুমি কোথা যাও ?
 শুকাবে না কারো নয়নের জল ফুটিবে না মুখে ভাষা,
 পাষণ চিরিয়া বহিবে ধারায় শোণিতের কন্দনাশা :—
 স্বপনে আমার কে করেছে কানে, লেগেছে অনল কুম্ববিতানে,
 শিখার আখরে তব নাম লেখা মুছে দাও—মুছে দাও ।

[অতিক্রমণে শাস্ত্রের প্রশ্নান ।

জানবতী । ভয় কি ভাই ? আমরা আছি তোমার ।

[মুকুলকে পক্ষীশাবকের মত বুকে করিয়া গ্রহণ ।

বলরাম । যাক্, এই স্ত্রপাত ।

সাত্যকির প্রবেশ ।

সাত্যকি । অনার্যা-কটক নগরের দ্বারদেশে ।

দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । সন্ধি হোক পিতা ! তারা অর্ধেক রাজত্ব চায় ।

সাত্যকি । অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে সন্ধি—অনার্যের সঙ্গে ? তার চেয়ে যুদ্ধ সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয় ।

বসুদেবের প্রবেশ ।

বসুদেব । আবার যুদ্ধ ? আবার জাতিহত্যা ?

বলরাম । উপায় নেই পিতা ! নিষ্ঠুর কৃষ্ণ কাউকে জীবিত রাখবে না ; একে একে যত্নকুল নিঃশেষ করবে, তবে যদি ওর শাস্তি হয় । তিলে তিলে নিঃশেষিত হওয়ার চেয়ে একদিনে সবাই মিলে মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ি ; কেউ কারও জন্ত কাঁদবে না—কেউ কারও মুখের দিকে চাইবার অবসর পাবে না । কৃষ্ণ ! সৈন্ত সাজাও, আমি সৈন্তচালনা করবো । [গ্রহণ ।

সাত্যকি । প্রভু ! আদেশ দিন, সৈন্ত সাজাই ।

কৃষ্ণ । সৈন্ত সাজাও সাত্যকি ! ধ্বংসের রক্ত-পতাকা উড্ডীন কর । যজ্ঞানল জ্বলেছি, আহুতি দেওয়া হয় নাই ; ভিত্তি গড়েছি, প্রাসাদ ওঠে নাই ; বীজ ফেলেছি সাত্যকি, অঙ্কুরোদগম হোক । কি আনন্দের

পঞ্চম দৃশ্য ।]

লীলাবসান

দিন, কৃষ্ণের তরী কূলে এসে পৌঁচেছে। মা! মা! স্নজলা স্নফলা
শ্রামা ভারতভূমি আমার! শ্বেত চন্দনচর্চিত পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে প্রভাসের
তীরে এসে দাঁড়িয়েছ মা? দাঁড়াও; আমি জাল গুটিয়ে আনি,
সাগরের অতলপুরী থেকে লক্ষ্মী এনে তোমার হাতে তুলে দেবো।
তাই এ আয়োজন, যত্নবৎশ ধ্বং—না—না, কোন্ মাটিতে দাঁড়িয়ে
আমি? সৈন্ত সাজাও সাত্যকি, জয়ধ্বনি দাও।

সাত্যকি। জয় দ্বারাবতীর জয়—জয় রামকৃষ্ণের জয়!

[প্রস্থান।

দেবল। [সক্রোধে] এতখানি অভিজাত্য—এত স্বার্থপরতা রাম-
কৃষ্ণের বংশে! বা রে ধর্ম-সিংহাসন! এস দাদা, আমরা একবার
জয়ধ্বনি দিয়ে যাই—জয় অনার্যের জয়!

[বসুদেবসহ প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কেঁপে উঠছে কেন বসুন্ধরা? আহতি নাও—পূর্ণাহতি!
ক্ষুধা তো মেটে নাই তোমার রাগসী? করাল মুখব্যাধন ক'রে
এখনও আমার দিকে চেয়ে আছ? কি দেবো আর—কি আছে আর?
কুরুক্ষেত্রের আগুন অঞ্জলি পুরে তুলে এনে সোনার দ্বারকায় ঢেলে
দিয়েছি। জ্বলে উঠেছে, তৃপ্ত হ'—শান্ত হ' রাগসী! ওঃ, ভগবান
হওয়ার এত জ্বালা!

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—

গীত।

নাহি শেষ—নাহি শেষ, অনন্ত অপার।

ওগো পাষণ্ডের নারায়ণ, ভুলেছে কি ভোলা মন,

কি ছালা পেছনে তব বুকভাঙ্গা হাহাকার।

শ্রীকৃষ্ণ । কার ? কার ?

উদ্ধব ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

বৃন্দাবনে পথে-ঘাটে, কুঞ্জে-কুঞ্জে গোষ্ঠে-মাঠে,
নন্দ-যশোদাবুকে দু'নয়নে রাধিকার ।

শ্রীকৃষ্ণ । সময় কি হয়েছে উদ্ধব ?

উদ্ধব ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

বরষা বসন্ত কত, বহিয়া গিয়াছে শত,
পথপানে চেয়ে চেয়ে আঁখি হ'লো অন্ধ তার ।

শ্রীকৃষ্ণ । যাবো উদ্ধব, আর দুটি দিন । পূজা শেষ—পুষ্পাঞ্জলি
শেষ, এইবার এই সোনার প্রতিমা জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাই, শুধু
দুটি দিন ।

[সকলের প্রশ্নান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য :

পথ ।

কৌটিল্য ও দুর্গামণির প্রবেশ ।

কৌটিল্য । অনেক খোঁজাখুঁজি করলুম, কোথাও তার দেখা মিললো না । আর ভেবে কি করবে ? আমি নির্ঘাত বলছি, মেয়ে তোমার কূলে কালি দিয়ে দিব্যি মজা লুটছে ।

দুর্গামণি । আবার সেই এক কথা ? হাজার বার বারণ করি, তবু ! আমার মেয়েকে আমি চিনি না ? আর একবার বললে ঝোঁটিয়ে বিধি ঝেড়ে দেবো ব'লে দিচ্ছি ।

কৌটিল্য । আরে মাগী, তবে কি পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল ? ও যে যাই বলুক, আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, মেয়ে সেই চন্দন ব্যাটার সঙ্গে প-য়ে আকার দিয়েছে ।

দুর্গামণি । ফের ও কথা ?

কৌটিল্য । এই নাও, আমি কি একা বলছি ? পাড়ার পাঁচজনে যে টি-টি করছে ।

দুর্গামণি । করুক—আবাগীরা মুখে রক্ত উঠে মরুক । তুমি বলবার কে ?

কৌটিল্য । লোকে যে আমাকেই বাপ ব'লে খোঁচা মারে ।

দুর্গামণি । ওঃ—বাপ হয়েছে, ভারী বাপের মুরোদ !

কোটিল্য। তা না হয় মুরদওয়াল! একটা দেখে নিলেই—

হুর্গামণি। আবার কথা ?

কোটিল্য। যাক্, এখন যাবে কোথায় শুনি ?

হুর্গামণি। চুলোয়।

কোটিল্য। জায়গাটা তেমন সুবিধে হবে কি ? তার চেয়ে বাড়ীতেই চল না !

হুর্গামণি। কি নিয়ে থাকবো ? ছেলেটাকে তো তাড়িয়ে দিয়েছ, মেয়েটাও—

কোটিল্য। কুলে কালি দিয়ে—

হুর্গামণি। খবরদার মিসে, ও কথা বললে মুখে হুড়ো ছেলে দিয়ে চ'লে যাবো। ঘরে পরে এ কি জালা ! পাড়ার পাঁচ আবাগীরা বাড়ী ব'য়ে এসে টিটকারী দিয়ে যায়, ঘাটে পথে দেখা হ'লে মুচ্কে হাসে, দিনরাত এ জালা স'য়ে মানুষ থাকতে পারে ? এমন কাল পেটে ধরেছিলুম ! কত দিন গেছে, আজ পর্য্যন্ত ফিরে এলো না। চল, এখানে আর থাকবো না।

কোটিল্য। ওই যা, বাবাজী আস্ছেন যে ! গিন্নী ! শীগ্গির কাঁদতে ব'সো—শীগ্গির।

হুর্গামণি। কাঁদতে বসবো ?

কোটিল্য। হ্যাঁ, এখুনি। আঃ—ব'সো ! ব্যাটার ছেলে একটা লাঠি নিয়ে ছুটে আস্ছে। শীগ্গির গায়ত্রী গায়ত্রী ব'লে কাঁদ—ঠিক যেন মরেছে, নইলে হু'জনেরই মাথার খুলি ওড়াবে। কাঁদ—

হুর্গামণি। [কান্নার সুরে] ওগো, আমার কি হ'লো গো ? এমন সর্ব্বনাশ আমার কিসের জন্ত হ'লো গো ? গায়ত্রী—ওমা গায়ত্রী আমার ! ওরে আমার লক্ষ্মী-পতিমে ! কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্দ হ'লি মা ?

কোটল্য । [কপট শোকে প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] ও হো-হো,
গিনি! গিনি! কেঁদো না—কেঁদো না, বেঁচে থাকলে আবার হবে।
আ-হা-হা-হা—[দীর্ঘনিঃশ্বাস]

যষ্টিহস্তে দুর্লভের প্রবেশ ।

দুর্লভ । বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড-ভণ্ড করবো আজ ।

দুর্গামণি । ওমা আমার গায়ত্রী গো—

কোটল্য । ও-হো-হো! [সজোরে নিঃশ্বাসত্যাগ ।]

দুর্লভ । ক'নে কই? ক'নে দাও বলছি, নইলে মাথার খুলি
উড়িয়ে দেবো—হাঁ ।

দুর্গামণি । ওগো, আমার কি সর্বনাশ হ'লো গো! আমার লক্ষ্মী
পিতামে—

কোটল্য । ও-হো-হো!

দুর্লভ । কি রকম? হয়েছে কি?

কোটল্য । একেবারে সর্বনাশ ।

দুর্লভ । বলি, সর্বনাশটা কি রকম?

কোটল্য । ভয়ানক রকম ।

দুর্গামণি । ওরে আমার—

কোটল্য । ও-হো-হো! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ।]

দুর্লভ । আরে দেত্তোর! বলি হ'লো কি?

দুর্গামণি । সর্বনাশ ।

কোটল্য । ভয়ানক ।

দুর্লভ । খবদার বলছি, আমার বকিও না। ক'নে কোথায়?

দুর্গামণি । ম'রে—

লীলানন্দ

[তৃতীয় অঙ্ক ।

কৌটিল্য । গেছে ।

দুর্লভ । এঁয়া, ম'রে গেছে ? কি হ'য়ে ম'লো ?

কৌটিল্য । হঠাৎ ম'রে গেল ; কথা কইতে কইতে বিষম নাথিয়ে একেবারে যাঃ !

দুর্লভ । কথা গলায় ঠেকে ম'রে গেল ? যাক্ বাবা, বউ যখন গেছে, তখন আর স্বপ্ন-স্বপ্নী কোন্ হায় ? চালাও ডাঙা, চালাও—
[যষ্টি ঘুরাইতে লাগিল, দুর্গামণির পলায়ন ।]

সংসা বর্ষাহস্তে চন্দনের প্রবেশ ।

চন্দন । এ কি অত্যাচার ! [দুর্লভের যষ্টি কাড়িয়া লইল ।]

কৌটিল্য । দেখ তো বাবা সাঁওতালের পো, দেখ তো ! ব্যাটা বামুনের ঘরের গরু ! ব্যাটা আমার জামাই হয় কি না !

চন্দন । জামাতা—জামাতা !

এই স্বামী গায়ত্রীর ?

ভাগ্যবান তুমি হে বান্ধব,

কাচমূল্যে লভিয়াছ কাঞ্চন মাণিক ;

যতনে রাখিও চিরদিন,

এই শুধু অন্তরে কামনা !

দুর্লভ । [স্বগত] ব্যাটা কে গো ?

কৌটিল্য । কে গা বাপু তুমি ? তোমায় চেনা-চেনা ঠেকছে যেন !

চন্দন । আমি চন্দন ।

কৌটিল্য । এঁয়া—চন্দন ! ভোল ফিরিয়ে এসেছ ? বুকের পাটা তো খুব ! বাবাজী ! লাঠি চালাবে তো এইবার চালাও—পিষে ছাতু ক'রে দাও ।

চন্দন । সে কি ? এর অর্থ ?

কৌটিল্য । অর্থ ? আমার মেয়ে কোথায়—গায়ত্রী কোথায় ?

চন্দন । গায়ত্রী কোথায়, আমি তার কি জানি ব্রাহ্মণ ?

কৌটিল্য । তুমি জান না ? বিয়ের রাত্রে সে পালিয়ে গেল তোমার
জন্তু নয় ?

চন্দন । ওঃ !

তবে নাই—নাই—নাই সে আমার,

নিভিয়া গিয়াছে দীপ,

জলিবে না আর ।

কি করিলে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ !

কোন্ প্রাণে সোনার প্রতিমা

সলিলে দিয়াছ বিসর্জন ?

হর্লভ । খুন করবো—মাথার খুলি ওড়াবো । ব্যাটা ছোটলোক !
আমার স্ত্রীর জন্তু তুই কাঁদবার কে ?

কৌটিল্য । মার না ছাই ! ও ব্যাটাই তো যত নষ্টের গোড়া ।

হর্লভ । তবে এই ম'লি—[যষ্টি তুলিল ।]

চন্দন । খবরদার !

হর্লভ । [কল্পিতকণ্ঠে] তো—তো—তাকে আমি ভয় করি ?
ব্যাটা ছোটলোক !

চন্দন । চুপ্ !—দূর হও !

হর্লভ । আমি দে—দেখে নেবো, তোর মাথা যদি না নিই তো
আমি বা—বায়ুনের ছেলেই নই । [প্রস্থান ।

কৌটিল্য । [স্বগত] না বাবা, যঃ পলায়তি, স জীবতি ।

[প্রস্থানোত্তত]

লীলাবাসান

[তৃতীয় অঙ্ক ।

চন্দন । [পথরোধ করিয়া] কোথা যাও নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ ? তোমায় আমি ছাড়বো না । বুঝিয়ে যেতে হবে আমায়, কি করেছ তার ?

কৌটিল্য । তা—তা, বাবা চন্দন—

চন্দন । [হস্তধারণপূর্বক] বল, কি করেছ তার ? কোথায় ফেলেছ আমার সোনার প্রতিমা ? বল—শীঘ্র বল !

কৌটিল্য । সে যে পালিয়েছে বাবা !

চন্দন । মিথ্যা কথা ; তুমি তাকে হত্যা করেছ । হয় তো আমার জন্ত তার চোখে এক বিন্দু জল ঝরেছিল—হয় তো আমার কথা মনে ক’রে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল, তাই তাকে গলা টিপে মেরেছ । শূদ্র তাকে স্পর্শ করেছে, এই পাপ তার মৃত্যু দিয়ে ধোত করেছ ।

কৌটিল্য । না বাবা !

চন্দন । কি করবো তোমায় ব্রাহ্মণ ? এসেছিলাম মৃত্যুর গ্রাস থেকে তোমাদের রক্ষা করতে,—ইচ্ছা হ’চ্ছে, তোমায় খণ্ড খণ্ড ক’রে কেটে পথে ঘাটে ছড়িয়ে দিই ।

কৌটিল্য । বাবা ! পৈতে ছুঁয়ে বলছি, তাকে আমি হত্যা করি নি ।

চন্দন । তবু সে নেই ! কি করলে—কি করলে ব্রাহ্মণ ! না, যাও ; মমতার শেষ গ্রন্থিটাও ছিঁড়ে ফেলেছ, আর কারও মুখ চাইবো না । এক দিন সুখে নিদ্রা যাও, কাল প্রভাতে তোমার গৃহ—ঐ অভিজাত্যের নরক ধূলিসাৎ ক’রে ফেলবো ; আর দ্বারকা ত্যাগ করবার পূর্বে তার দেখা যদি না পাই, তবে এই বর্ষা তোমার বুকে আমূল বসিয়ে দেবো ।

[প্রস্থান ।

কৌটিল্য । [স্বগত] উচ্ছন্ন যাবে বেটা !

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

রৈবতক-গুহামুখ ।

জরার প্রবেশ ।

জরা । চন্দনের মুখে বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী একে একে সবই গুলুম । সবাই বলছে শ্রেষ্ঠ আৰ্য্য, নিকৃষ্ট এই অনার্য্যজাত । ব্রাহ্মণ চলেছে আগে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য তার দুই পার্শ্বে, আর শূদ্র রয়েছে তার পেছনে । কেউ বলছে না যে, শূদ্রও মানুষ ; তার জীবন-মরণ পরের জন্ত, নিজের বলতে তার কিছু নেই । ওঃ ! কতকাল ধ'রে চ'লে আসছে এ অত্যাচার, কেউ একটা প্রতিবাদও করছে না । এরই নাম ধর্ম্ম-রাজ্য ? শূদ্রকে আমি উন্নতির চরম শিখরে তুলবো ।

বসুদেবের প্রবেশ ।

বসুদেব । এই কি তার পথ জরা ?

জরা । কে—কে ? চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে ! এও কি সম্ভব ? আমার কাছে এমন সময়ে রাজ-অতিথি !

বসুদেব । রাজ-অতিথি হ'লেও তোমার কাছে আমি শুধু পিতা ।

জরা । মিথ্যা বোঝাচ্ছ আৰ্য্য ! আমার পিতা নেই ; আগ্নেয়গিরির তপ্ত নিঃশ্রাবের সঙ্গে আমি বিধাতার খেলালে বেরিয়ে এসেছি । নদী দিয়েছে জল, বনদেবী দিয়েছে ফল, রোগ শোকে শিয়রে ব'সে বিনিদ্ৰ রজনী কাটিয়েছে সর্বসম্ভাপহারিণী বিশ্বপ্রকৃতি ।

বসুদেব । জর।—!

জরা। একদিন ভুলে পিতা ব'লে ডেকেছিলুম ; ভেবেছিলুম যে, বিরাট বনস্পতির তলে হাজার পথিক এসে আশ্রয় পায়, আমার কি স্থান সেখানে হবে না? সে যে কত বড় মিথ্যা আশা, তা তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ। বেশ দেখছি আজ, ক্ষত্রিয় শূদ্রে কি ব্যবধান। এ ব্যবধান তোমরা ঘুচাতে দেবে না ; তুমি মহামানী রাম-কৃষ্ণের জনক।

বনুদেব। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার নামটাও যে যুক্ত রয়েছে জরা !

জরা। কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো আর্য্য? কত প্রভেদ এই ছ'য়ের মধ্যে। তোমার রাম-কৃষ্ণ এই সময়ে সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যাচ্ছে, শত শত দাস-দাসী তাদের কানে ঘুমপাড়ানীর গান গাইছে, আর আমি কোথায়? ঐ দেখ, আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভাই বন্ধুরা গুহার মধ্যে কঙ্কর-শয্যায় প'ড়ে আছে—সর্ব্বাঙ্গে তাদের কাঁটার মত কাঁকর ফুটছে, যেন এ পৃথিবী তাদের নয়।

গীতকণ্ঠে শূদ্র বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত ।

মোদের তরে নয় রে ধবা আমরা ধরার অতিথি ।
সবাই শুধু ঐ কথা কয় চরাচরের এই রীতি ।
বনতরুর স্রবাকলে, নীল সায়রের শীতল জলে,
তোমারই নাম শুধুই লেখা পাখীর মুখে এই গীতি ।
স্পর্শ মোদের গরলমাথা, বুকে বুঝি আগুন ঢাকা,
দূর থেকে তাই মুখ ফিরিয়ে ফাঁকি কথায় দেখাও প্রীতি

জরা। বুঝেছি সুদী,—তবে আর নীরবে সহ্য করিস্ নে। ওদের বুঝিয়ে দে যে, পৃথিবীটা শুধু ওদের নয় ; তোদেরও এতে সমান

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

লীলাবসান

অধিকার। যা—আজ রাত্রির মত নিদ্রা যা, কাল সূর্যাস্তের সঙ্গে কে কোথায় থাকবি, কে জানে?

[বালকগণের প্রস্থান।

বসুদেব। ওদের আর ক্ষেপিও না জরা! অনেক দিনের চেষ্টায় কৃষ্ণ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেছে, তুমি আর অশান্তির আগুন জালিও না।

জরা। তবে আমাদের প্রাপ্য অধিকার দাও।

বসুদেব। তাই দেবো জরা! যে ভাবে হোক, আমি তোমার দ্বারকার প্রাসাদে স্থান দেবো।

জরা। আমার দিতে হবে না, নিজের জ্ঞাত আমি এক কণা ভূমিও চাই না; আমার ঐ অনার্য্য ভাইদের রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে সমান আসন চাই।

বসুদেব। তা কেমন ক'রে হয় জরা?

জরা। না হয়, জোর ক'রে আদায় করবো।

বসুদেব। জরা! জরা! কথা শোন; আমি তোমার পিতা, আমার অনুরোধ, যুদ্ধে বিরত হও। জীবনে অনেক তাপ সয়েছি, কারাবাস, অনাহার, কশাঘাত অনেক সয়েছি, কিন্তু চোখের উপর এই জ্ঞাতিহত্যা যে দেখতে পারি না। জরা! যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

জরা। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, অনুরোধ রাখতে পারলুম না। আমার অপরাধী ক'রো না পিতা, আমি অক্ষম। জ্ঞাতিহত্যার আশঙ্কায় নিশীথ রাত্রে আমার কাছে ছুটে এসেছ তুমি,—মলিনমুখে আমার কাছে মিনতি জানাচ্ছ, আমি পাহাণ হ'য়ে তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি; আজীবন এই শেল আমার বুকে বিদ্ধ হ'য়ে থাকবে।

বসুদেব। অনুরোধ রাখবে না জরা?

লীলাবসান

[তৃতীয় অঙ্ক ।

জরা । পিতা ! একটা জাতির গুরুভার আমার মাথায় । এখানে কোন কর্তব্য টেকে না—কোন মমতার এখানে স্থান নেই । তবে একটা উপায় আছে ; যদি পার, দুই দিক রক্ষা পাবে ।

বসুদেব । কি ? কি ?

জরা । আমাকে হত্যা কর—নিঃশব্দে ; প্রভাতে ওঠে ওরা আমায় না দেখে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ফিরে যাবে ।

বসুদেব । জরা ! জরা ! কে বলে তোমায় শূদ্র ? তোমার হৃদয় দেবতার অধিষ্ঠান । হত্যা করবো তোমায় ? পৃথিবীর বৃক্ষ থেকে পারিজাত বৃক্ষ উপড়ে ফেলে দেবো ? না—যা হয় হোক, আমি তোমায় আশীর্বাদ ক'রে গেলাম ।

[প্রস্থান ।

জরা । পিতার আশীর্বাদ এমন মধুর !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য :

দ্বারকার রাজপ্রাসাদ ।

গীতকণ্ঠে উদ্ধব ও মুকুলের প্রবেশ ।

গীত ।

মুকুল ।— (আমি) গোকুলে যাবো নাচিব রাখাল সঙ্গে ।

উদ্ধব ।— (আমি) বৃন্দাবনের পথের ধূলি মাখিব তাপিত অঙ্গে ।

মুকুল ।— (আমি) শ্রীরাধার গলে অশ্রুতে গ'লে পরাবো তুলসীমালা,

উদ্ধব ।— (আমি) চরণের রেণু চরণে মিশিয়া জুড়াবো প্রাণের আলা ;

মুকুল ।— (আমি) যমুনার জলে করিব স্নান,

উদ্ধব ।— (আমি) সেই কালো জলে কালারে খুঁজিতে দিব আশ্রয়লিদান,

[প্রস্থান ।

~~মুকুল ।— (আমি) গোকুলে যাবো নাচিব রাখাল সঙ্গে ।~~

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । মুকুল ! এখানে কেন প্রিয়তম ? চোখে জল ! কাঁদছিলি বুঝি ?

মুকুল । না দাদু, একটা কথা ভাবছিলাম, তাই মন বড় কেমন করছিল ।

শ্রীকৃষ্ণ । কি ভাবছিলে প্রিয়তম ?

মুকুল । ভাবছিলাম—যার নামে যমুনাও উজ্জান ব'য়ে যায়, তার রাজ্যেও আবার যুদ্ধ ! হ্যাঁ দাদু, ওরা কেন যুদ্ধ করতে এলো ? ওরা কে ?

শ্রীকৃষ্ণ । একজন আমার ভাই—আর একজন তোমার পিতা ।

মুকুল । আমার পিতা ? কোথায় আমার পিতা ?

শ্রীকৃষ্ণ । সেও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ।

মুকুল । কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ । আমায় বধ করবে ।

মুকুল । তোমায় ? না দাছ, আমি বধ করতে দেবো না—তোমায় আমি জড়িয়ে থাকুবো ; মারে যদি আগে আমায় মারবে, তোমায় আগে মারতে দেবো না ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন দেবে না প্রণাধিক ?

মুকুল । আহা, তুমি গেলে বাঁশী বাজাবে কে ? তোমার বাঁশী যে বড় মিষ্টি, আমার অন্তরে বাইরে ওই বাঁশীর সুর দিনরাত বাজে ।

গীত ।

আমায় পাগল করেছে বনমালী ।

(তোমার) মুরলীর গানে, কবে আনমনে,

আপনারে দিছি ডালি ।

লতায় পাতায় ভলে বাজে শুধু এই সুর,

আমার হৃদয়ে নামে মধুময় সুরপুর,

দিশেহারা হ'য়ে আমি, খুঁজি হে জীবনস্বামী,

নিশীথে নয়ন দু'টী জ্বালি ।

শ্রীকৃষ্ণ । [স্বগত] এই তো—এই তো মোর

আপনার জন । সম্মুখে আমার

অনন্ত স্রুধার সিন্ধু,

আমি খুঁজি বিশ্বময় পানীরের তরে ।

কাল—কাল—মহাকাল !
 বাজাও বিধাণ তব,
 আনিয়াছি বৈষ্ণবের বলি ।
 রক্ত-বেদী সাজা লো ধরনী,
 কৃষ্ণের শোণিতশ্রোত
 পূতধারে ব'য়ে যার এই ধমনীতে ।
 বৈষ্ণবের এই রক্তে
 যাদবের অশ্রুধারা মিশি
 কুলধ্বংসী মহাবজ্র হইবে সৃজন,
 শাস্ত হও—শাস্ত হও ধরা !

মুকুল । ও কি দাছ, তোমার চোখে ও কি দাছ ?

শ্রীকৃষ্ণ । মৃত্যুর ঢেউ এসে লেগেছে, আমার বাঁচাতে পারলি না
 মুকুল ! তোর পিতা আমার নিতান্তই বধ করবে ।

মুকুল । কক্ষণো না ; আমি এখুনি গিয়ে বাবাকে ব'লে আসছি,
 আমার দাছকে মেরো না, বাঁশী বন্ধ হ'য়ে যাবে—যমুনা আর উজান
 বইবে না । তবু যদি না শোনে, তব অস্ত্র ধরবো ।

শ্রীকৃষ্ণ । ধর দেখি অস্ত্র—যাও তো যুদ্ধে প্রিয়তম আমার ! [অস্ত্র-
 দান] ভয় নেই বালক, মৃত্যু জীবের অনিবার্য্য পরিণাম । মরার মত
 মরতে পার যদি, ইতিহাস করবে স্মৃতির পূজা—বনের বিহঙ্গ গাইবে
 জয়-গান । যাও বন্ধু—যাও ; যত্নবৎশের ঘৃণের দীপশিখা—কৃষ্ণের হৃদয়
 কুঞ্জের সুগন্ধি গোলাপ-কলি, যাও—যাও, তোমায় উৎসর্গ করলাম ।

মুকুল । তবে যাই—[প্রস্থানোত্তোত]

শ্রীকৃষ্ণ । মুকুল । তবে দেখে নে পৃথিবীটা ; ওই আকাশ, ওই
 সূর্য্য, ওই সাগর ! মনে মনে ব'লে যা, সব দেখেছি—সব ভোগ

লীলানন্দ

[তৃতীয় অঙ্ক ।

করেছি ; আমি তৃপ্ত—আমি কৃতার্থ । হে বসুধা ! তুমি ভারমুক্ত হও ;
তব প্রিয়ার্থং জীবনং প্রিয়ং মে দদানি—দদানি ।

মুকুল । দদানি ।

শ্রীকৃষ্ণ । বল্‌বার কিছু নেই ?

মুকুল । না ।

শ্রীকৃষ্ণ । কি দেখ্‌ছ মুকুল ?

মুকুল । আলো—শুধু আলো !

শ্রীকৃষ্ণ । কাল ! কাল ! মহাকাল ! বলি নাও—বৈষ্ণবের বলি ।

[মুকুলের বুকে হাত দিয়া] ওঁ শিবায়, ওঁ শিবায়, ওঁ শিবায় !

বেগে জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । [সত্রাসে] ও কি, ও কি বাসুদেব ? তোমার চোখে
একটা ক্রুর অভিসন্ধি দেখ্‌ছি । আবার কার ধ্বংসের কল্পনা কর্‌ছ
বাসুদেব ? আমার বুকের মধ্যে এমন কর্‌ছে কেন ? যেন একটা
ভীষণ অমঙ্গল আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আস্‌ছে । কি করেছ ?
কি মন্ত্র আওড়েছ, বল ?

শ্রীকৃষ্ণ । মুকুল !

জাম্ববতী । ওকি, এমন বিলোল কটাক্ষে ওর পানে তাকাচ্ছ কেন ?
তোমার সম্মোহন দৃষ্টিতে এ শিশু যে সর্পকবলিত মণ্ডুকের মত অসাড়
হ'য়ে আস্‌ছে । ওর হাতে অস্ত্র কেন ? কোথায় পাঠাচ্ছ ওকে ?

শ্রীকৃষ্ণ । যুদ্ধে পাঠাচ্ছি মহিষী !

জাম্ববতী । যুদ্ধে পাঠাচ্ছ, না কালের কবলে পাঠাচ্ছ ? আমি
যেতে দেবো না ; আমার সবই তো গেছে, এই একটি মাত্র আশার
প্রদীপ নিভিয়ে দিও না—দিও না বাসুদেব !

শ্রীকৃষ্ণ । উৎসর্গ করেছি । [মুকুলকে ইঙ্গিত করিলেন ।]

[অলক্ষ্যে মুকুলের প্রস্থান ।

জাম্ববতী । কি করেছ ? উৎসর্গ ? কাকে—কাকে ? তোমার ও কিসের হাসি ? ও যে সেই, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যাবার দিন যা দেখে-ছিলাম । হায় পাষণ ! এত ফুল-চন্দন দিচ্ছি, তবু তুমি গল্বে না ? ওগো নিষ্ঠুর দেবতা ! তোমার স্বর্গ থেকে একবার মর্ত্যে নেমে এস ! দেখ, কত ব্যথা এ বৃকের মধ্যে ।

শ্রীকৃষ্ণ । কৃষ্ণের আপন যারা, তারাই তো ব্যথা সয় মহিষী !

জাম্ববতী । আর সহিতে পারি না গো, আমার সব যে যায় !

শ্রীকৃষ্ণ । রানী !

জাম্ববতী । দেবো না—আমার হারানিধির স্মৃতিটুকু আমি কাউকে দেবো না । কোথায় গেল ? সব শেষ । নিষ্ঠুর ! তোমার কি একটুও মায়া নেই ?

শ্রীকৃষ্ণ । মায়া ? রানী !

মায়ায় হয়েছে কবে দেশের কল্যাণ ?

মায়া যদি থাকিত আমার,

গোকুলের বক্ষোপরে কে হানিত

বাজ ? কুরুক্ষেত্র-রণানল

কে জ্বালাতো এ ভারতভূমে ?

মায়াঘোরে আচ্ছন্ন দ্বারকা,

তাই হৃদে বড় ব্যথা বাজে ।

এই মায়া পাপেরে করেছে ক্ষমা,

দুহৃদানে বাড়ায়েছে ভুজঙ্গের বিষ ;

তাই তো আসিতে হয়,

বারে বারে সহি তাই ত্রিতাপের জালা ।

“যদা যদাহি ধর্মশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।”

জাম্ববতী । বাসুদেব ! আমার সব নিলে ?

শ্রীকৃষ্ণ । দিতে পারে ক’জন সংসারে ?

কৃষ্ণের আপন যারা তারাই তো দেয়,

বিশ্ব নেয় অঞ্জলি পুরিয়া ।

জাম্ববতী । তোমার রাজপুরীতে যোদ্ধা কি ছিল না যত্নবর ?

শ্রীকৃষ্ণ । ছিল রাণী, কিন্তু শাস্ত্রের ঐ উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ।

জাম্ববতী । [সাস্চর্য্যে] শাস্ত্র ?

শ্রীকৃষ্ণ । হাঁ রাণী ! সেও বিপক্ষে যোগ দিয়েছে, তাই এ যোদ্ধা
পাঠিয়েছি ।

লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । বেশ করেছ বাসুদেব ! পৃথিবী তোমার নিন্দা করবে,
কিন্তু আমি করবো না । [জাম্ববতীর প্রতি] কেন ভয় পাচ্ছ মা ?
পুত্রের অধিকার নিয়েই এ যুদ্ধ ! জরী চায় পুত্রের অধিকার, তোমার
পুত্র চায় পুত্রের অধিকার, আমার পুত্রই বা বাদ যাবে কেন ? জয়
হবে, শত্রুর অস্ত্র ছিনিয়ে আনবে সে । বেশ করেছ বাসুদেব ! তোমার
চোখের ঐ ক্রুর দৃষ্টি আমি চিনি, খাণ্ডবের আগুন—খাণ্ডবের আগুন !

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] কি ভাগ্যবতী আমি ! পুত্র দেশ-
দ্রোহী—পুত্রবধূ উন্মাদিনী—একটা স্নেহের পুতুল, সেও আজ কালের
কবলে ।

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । কালের তোরণ-দ্বার খুলিয়া দিয়াছে ওই,
সম্মোহনে চলিছে যাদবগণ ।
এস কলি ! দ্বাপরের হ'লো
অবসান । বাজ্ রে বিষণ !
হে প্রভাস !
প্লাবনে ছুটিয়া এস ভৈরবে নাচিয়া,
তৃপ্তোহং—তৃপ্তোহং—তৃপ্তোহং ।

[প্রস্থান ।

গীতকণ্ঠে শুক ও সারীর প্রবেশ ।

গীত ।

সারী ।— ও প্রিয়তম ! ও প্রিয়তম ! কেন তোর চোখ দু'টা ছল্‌ছল ?
শুক ।— রক্তমাখা সোনার খাঁচায় অতিষ্ঠ প্রাণ পালাই চল ॥
সারী ।— আমার বাধিয়া রেখেছে ডানা,
মায়ায় নিগড়ে দ্বারকার ঘরে—
শুক ।— মিছে কথা তোর, না—না ;
সারী ।— (আমি) দ্বারকার দুঃখে কাঁদি গো,
(আমার) নয়ন গিয়াছে ধাঁধি গো,
শুক ।— তাই তো আমার বেদনায় শোকে বহিছে তপ্ত আঁখিজল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য :

রণস্থল ।

সাত্যকি ও বলরাম ।

বলরাম । আজ কতদিন যুদ্ধ চলছে সাত্যকি ? স্মরণ আছে তোমার ?

সাত্যকি । তা নেই ; তবে বহুদিন ।

বলরাম । ক্ষুদ্র অনার্য্যশক্তি এখনো তো নিঃশেষ হ'লো না সাত্যকি !

সাত্যকি । দীপ নিভে এসেছিল প্রভু, আবার জ'লে উঠেছে ।

বলরাম । কোন্ শক্তিতে ?

সাত্যকি । দৈবশক্তিতে ।

বলরাম । দৈব কি সাত্যকি ? মানুষের কৰ্ম্মফল দৈবের রূপ ধ'রে আসে । নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে না । কৰ্ম্ম কর—বাহুবলে বিশ্বাস কর । শত্রুসৈন্য আজ মুষ্টিমেয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আমি এদের রণ-পিপাসা মেটাই, আর তুমি ওদের খাণ্ডভাণ্ডার আক্রমণ কর । বুঝতে পেরেছি, ঐখানে ওদের জীবনীশক্তি ।

সাত্যকি । আর হ'লো না দেব ! যতই জ'লে উঠ তুমি, জয়ের আশা আর নেই ; বাণিজ্যের ভরা তরী কূলে এসে দাঁড়িয়েছিল, এইবার জলমগ্ন হবে ।

বলরাম । সাত্যকি ! তুমি কি বলছো ?

সাত্যকি । দেখতে পাচ্ছ না প্রভু, কুমার শাস্ত্র শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে ।

বলরাম । [সাস্চর্য্যে] শাস্ত্র !

সাত্যকি । রাবণবংশ ধ্বংস হ'লো বিভীষণের শত্রুতায়, যদুবংশ

কপূরের মত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে এই শাস্ত্রের জন্ত । সুরার স্রোতে দেশটাকে ভাসিয়েছে, এইবার রক্তের স্রোতে জাতিটাকে ভাসাবে ।

বলরাম । একবার আমার কাছে তাকে ডেকে আনতে পার সাত্যকি ? আমি জানি, আমার মুখের দিকে চাইলে তার হাত থেকে তরবারি খ'সে পড়বে ; যদি না পড়ে, আমি তার হাত ধ'রে বলবো—

সাত্যকি । যে যাদবশক্তি দুর্বল, তাকে ক্ষমা কর ; বলবে যে কৃষ্ণ অবিচার করেছে, আমি তা প্রত্যাহার করলাম । আমার জীবন থাকতে তা হবে না প্রভু ! শত্রুর সঙ্গে সম্ভাষণ হবে অস্ত্র দিয়ে—সজল চোখের করুণ দৃষ্টি দিয়ে নয় ।

বলরাম । শত্রু কে সাত্যকি ?

সাত্যকি । ওই শত্রু । জান না কি দেব ! আপন যদি পর হয়, তার চেয়ে শত্রু আর নেই ? ও অনার্যের চেয়েও পর ।

বলরাম । ও যদি পর, তবে আমার আপন কে সাত্যকি ? না, আমি একবার তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবো, দেখি—কেমন ক'রে সে অস্ত্রধারণ ক'রে থাকে ।

[প্রস্থান ।

সাত্যকি । যাও প্রভু—যাও ; তুমি তার সম্মুখে দাঁড়াবার পূর্বেই আমি তার ছিন্নমুণ্ড তোমায় উপহার দেবো ।

সহসা চন্দনের প্রবেশ ।

চন্দন । আগে আমার ছিন্নমুণ্ডটা নাও বীরবর, তারপর কুমারের দিকে হাত বাড়িও ।

সাত্যকি । এখনো সাধ মেটে নাই শূদ্র ?

চন্দন । না, মেটে নাই হীন ক্ষত্রিয় !

সাত্যকি । অম্পৃশ্য শূদ্র ! যা—বেদ পড়্গে যা ।

চন্দন । বেদ পড়া হয়েছে ক্ষত্রিয় ! হীন ক্ষত্রিয় যাকে স্পর্শ করতে পারে নি, শূদ্রের জিহ্বাগ্রে সে বেদ ।

সাত্যকি । পশুজন্ম কৃতার্থ হ'য়ে গেল ।

চন্দন । পশুজন্ম আমাদের না তোমাদের ? ঐ দেখ—পশুত্বের চরম লীলা দেখতে পাচ্ছ, রাজকুমার শাশ্ব অনার্য্যসেনার পুরোভাগে ?

সাত্যকি । অনার্য্যধর্ম্মের এত যদি মহাত্ম্য, ত্যাগ কর ঐ জাতি-দ্রোহীকে ।

চন্দন । ত্যাগ করবো না ক্ষত্রিয় ! তার জাতি যদি বাহু বাড়িয়ে আসে, ফিরিয়ে দেবো এই দণ্ডে ; প্রতিদানে চাই শূদ্রের পায়ে ক্ষত্রিয়ের পুষ্পাঞ্জলি ।

সাত্যকি । স্তব্ধ হও মূর্খ !

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

জরা ও বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । শাশ্বকে ফিরিয়ে দে জরা !

জরা । তোমার হাতে ? কেন রাম ? তুমি যদি তার পিতৃব্য, আমিও তো তাই ; কৃষ্ণ তোমারও যেমন ভাই, আমারও তেমনি ভাই ।

বলরাম । জন্মস্থত্রে ভাই হয় না রে জরা, কর্ম্ম দিয়ে ভাই হয় । ভাই ব'লেই চিনেছিঁস্ যদি, তবে তার রক্তপাত করতে কেন এলি ?

জরা । কেন এলুম ? জান্তে যদি রাম, কি দাহ এ অনার্য্যের মনে, তা হ'লে হাত থেকে তোমার অস্ত্র খ'সে পড়তো । কৃষ্ণ সকলের, কিন্তু আমার ভাই হ'য়েও কেউ নয়—কারণ আমি শূদ্র । শোন রাম—শোন ! আমার ভায়ের স্নেহ আমার ভোগে যদি না আসে, জগতকে

চতুর্থ দৃশ্য ।]

লীলানন্দসান

তা ভোগ করতে দেবো না। আমি থাকবো উপবাসী, আর আমার চোখের উপর তোমরা অমৃত পান করবে? জরা তা সহিবে না।

বলরাম। এ যে অদ্ভুত স্নেহ জরা!

জরা। দেখবি—দেখবি রাম, কৃষ্ণ আমার বৃকের মধ্যে আছে কি না? আর—যুদ্ধ কর; মরি যদি, বৃকটা চিরে দেখিস্।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।]

শাস্ত্রের প্রবেশ।

শাস্ত্র। নাচে ওই কাল-ভুজঙ্গিনী,
তাঁথে-তাঁথে নাচে প্রলয়-দেবতা,
সঙ্গে নাচে অট্টালে প্রমথনিকর।
টলে পৃথ্বী, কাঁপে ব্যোম,
নৃত্য করে জলধির জল।
বিপ্লব—সৃষ্টিমাঝে মহান বিপ্লব;
নূতন আসিছে ওই ধীর পাদক্ষেপে,
পুরাতন মাগিছে বিদায়।
এই ধ্বংস—এই সৃষ্টি; মাঝে তার
অনল-অক্ষরে লেখা আমারি এ নাম।

সমৈন্য সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। চতুর্দিক থেকে আক্রমণ কর, হত্যা কর দেশদ্রোহীকে।

[সমৈন্যগণ একযোগে শাস্ত্রকে আক্রমণ করিল।]

শাস্ত্র। সাত্যকি! পিশাচ!

এই কি রে বীর-ধর্ম?

লীলাবসান

[তৃতীয় অঙ্ক

সাত্যকি । হত্যা কর, জাতিদ্রোহীকে বধ করতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার
নাই । নরক হয়, আমার হবে ; হত্যা কর যত্নকুল-কলঙ্কে ।

শাস্ত্র । সাত্যকি ! তুমি না বীর ? ওঃ—

সাত্যকি । নিঃশ্বাসের অবকাশ দিও না ; হত্যা—নৃশংস হত্যা—

[নেপথ্যে সহসা বিরামস্থচক তুর্ধ্যধ্বনি, সৈন্তগণ যে যে ভাবে

ছিল, সেইভাবেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল ।]

সাত্যকি । আজকের যুদ্ধ শেষ ; একদিনের জন্ত বিশ্রাম না
পাষাণ্ড !

[শাস্ত্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান

শাস্ত্র । শমীক ! তুমি জয়ী—তুমি জয়ী ।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

গীতকণ্ঠে ধ্বংসসঙ্গিনীগণের প্রবেশ ।

ধ্বংসসঙ্গিনীগণ ।—

গীত ।

রক্ত-নদীর ঢেউ বায়ে যায় চুমুক্ দে সই, চুমুক্ দে ।

উগ্রে দে যা ব্যাধির বিষ স্বপ্নপুরীর স্মৃথ দে' ।

কালবোশেখী নাড়ছে ডানা ঝাপটা মারে শকুন বাজ,

পেঁচক ডাকে শেরাল হাঁকে বাজায় শিঙ্গা ধ্বংসরাজ,

দে দোল্ দোল্—দে দোল্ দোল্,

তোল উতোল সিংহরোল,

ধ্বংসরাজের ধ্বংস ছাড়া নইলে হবে বিমুখ সে ।

[সকলের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য :

পরিত-সান্নিদেশ ।

রক্তাক্তকলেবর অবসন্ন শাস্ত্রের প্রবেশ ।

শাস্ত্র । শেষ ! জাতিদ্রোহিতার শেষ—কুলকলঙ্কের শেষ—বুকফাটা
বেদনার শেষ ! রাঙ্গসী মা ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ; কোরবতহিতা !
তুমি শান্তিতে ঘুমোও । 'ওঃ, জালা—জালা ! [পতনোন্মুখ হইল ।]

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ ।

উদ্ধব ।—[শাস্ত্রকে ধরিয়।]

গীত ।

ফিরে আয়—ফিরে আয় ।

স্বপন-রচা স্মৃতিঘেরা আপন ঘরের আঙিনায় ।

শাস্ত্র । কেউ তো আমায় চায় না উদ্ধব !

উদ্ধব ।—

পূর্ব গীতাংশ :

ভরা জগতের বঞ্চিত ধন, মায়ের তুমি শ্রেষ্ঠ রতন,

পিয়াসে আর ঘুরিস্ নে রে মরুভূমির মরীচিকায় ।

শাস্ত্র । কেন ঘুরি, যদি জান্তে উদ্ধব !

উদ্ধব ।—

পূর্ব গীতাংশ :

মলিন আঁখির অশ্রুজলে, যাবে রে সেই পাষণ গ'লে,

ব'য়ে যাবে উজান ওরে খামের হৃদি-বমুনায় ॥

লীলাবসান

[তৃতীয় অঙ্ক ।

শাস্ত্র। উদ্ধব! উদ্ধব! তুমি কাদছ—আমার জন্ত? না—না,
অশ্রু মু'ছ ফেল, আমার জন্ত আমি কাউকে কাদতে দেবো না;
আমি যাদবের কুলকলঙ্ক—পিতামাতার পরিচয়ের মানি। ওঃ—উদ্ধব!
আমার এই বুকটা চিরে যদি দেখাতে পারতাম, দেখতে, এর মধ্যে
একটা কত বড় মানুষ ছিল, কেউ তাকে চাইলে না।

উদ্ধব। কুমার

শাস্ত্র। যাও—যাও, তোমার ঐ দরবিগলিত অশ্রু ধারায় ধারায়
শ্রীকৃষ্ণের পায়ে ঢাল, স্বর্গ হাতে পাবে। আমি তো কুলান্দার, আমার জন্ত
একটা নিঃশ্বাসও ফেলো না। আমি মরি, মৃত্যুই আমার একমাত্র গতি।

গীতকণ্ঠে হুন্দুভির প্রবেশ।

হুন্দুভি।—

গীত।

ওঠো জাগো বীর, ধর ধনু তীর,
চল অরিশির দলনে।
জাগে সিন্ধুজল, জাগে শতদল,
জাগে রবি ঐ গগণে।

উদ্ধব। আবার তুমি? নিয়তি—নিয়তি।

[প্রস্থান।

হুন্দুভি।—

পূর্ব গীতাংশ।

আমি বেঁধেছি যন্ত্র কোটে নাই ভাষা,
সেধেছি মন্ত্র মিটে নাই আশা,
আমার যন্ত্রে দাও দাও বোল,
আমি ডুবে যাই স্বপ্ন-স্বপনে।

শাস্ত্র। আমি যে মরতে চলেছি !

হৃন্দুভি।—

পূর্ব গীতাংশ ।

আমি হিমাচল হ'তে আনিব হে প্রিয়,

মৃতসঞ্জীবনী ওষধি অমিয়,

বিজলীর আভা ঢালিব তোমার অলস-মদির নয়নে ।

[প্রস্থান ।

শাস্ত্র। মৃত্যুর ঐ ঘনকৃষ্ণ যবনিকা কে যেন হৃ'হাতে আঁকড়ে ধ'রে আছে । কে—কে তুমি ? যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ? কেন পাষণ ? আমার বুকের রক্ত নিঃশেষে শুষে নিয়েছ, তবু আমায় বাঁচতেই হবে ? এ কি অভিনয় বাসুদেব ? তোমার মহাযজ্ঞে কি আহুতি দেবো আমি ? কি আছে আমার ? যদি কিছু থাকে, বল—বল, নিঃশেষে অঞ্জলি দিয়ে যাই ।

কলির প্রবেশ ।

কলি। অঞ্জলি দিতে হ'চ্ছে না চাঁদ, ইষ্টনাম জপ কর ; সাত্যকি এলো ব'লে ।

শাস্ত্র। সাত্যকি ? আবার দ্বারকার হস্তিনার অভিনয় ? আমি চোখে ঝাপসা দেখছি । বৈद्यরাজ ! আমার হাত ধ'রে ঐ রণক্ষেত্রের মাঝখানে নিয়ে যেতে পার ? আমি আর একবার তাকে দেখবো ।

কলি। আরে থাম বাবাজী ! প্রাণের মায়া থাকে তো পালাও ।

শাস্ত্র। পালাবো ?

কলি। পালাবে বই কি ? নইলে বাদবেরা তোমার কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলবে ।

শাস্ত্র । কোন্ যাদব ?

কলি । বাছ-বিচার নেই বাবাজী ! যে প্রথমে দেখবে, সেই তোমার শেষ করবে ।

শাস্ত্র । তবে আমারও এই পণ, আজ বহুবংশের যাকে প্রথম দেখবো, তাকেই এই তরবারি দিয়ে নৃশংস মৃত্যু দেবো । [তরবারি উন্মুক্ত করিয়া অগ্রসর ।]

সহসা মুকুলের প্রবেশ ।

মুকুল । বাবা !

শাস্ত্র । [কম্পমান হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল ।] একি—
একি ! স্বপ্ন না জাগরণ ?

কলি । জাগরণ ।

শাস্ত্র । কি করলাম—কি করলাম বৈষ্ণরাজ ? আমার মুখের ভাষা বক্রপায়ী রাক্ষসের মত আমাকেই যে গ্রাস করতে এসেছে । ওগো সর্বসাক্ষী বিধাতা, এ তোমার কি নিষ্ঠুর পরিহাস ? এ যে জীবন্তে মৃত্যু । কি করি আমি বৈষ্ণরাজ ?

কলি । পণরক্ষা ।

শাস্ত্র । পণরক্ষা ? এই অক্ষুট গোলাপকে নখাঘাতে ছিন্ন ক'রে পণরক্ষা ! এ আমার কে জান ?

কলি । যেই হোক, ক্ষত্রিয় পণরক্ষার জন্ত জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয় । আজ যদি তুমি ক্ষত্রিয়ের সে গৌরব ছ'পায়ে দ'লে যাও, বুঝবো দ্বারকার ক্ষত্রিয় শূদ্রেরও অধম । [প্রস্থান ।

শাস্ত্র । ব'লে দাও ঈশ্বর—আমার ব'লে দাও, মুখের কথাটাই কি এত বড়, অন্তরের ভাষাটা কি কিছুই নয় ?

মুকুল । বাবা !

শাস্ত্র । বৎস ! স্নেহের ছলন আমার ! এ আমার কি মহা সমস্যায় ফেল্‌লি তুই ? আমি সব বিসর্জন দিয়ে অনায়াসে চ'লে এসেছি, সঙ্গে কিছুই আনি নাই, শুধু এই বুকের মধ্যে তোর মুখখানা লুকিয়ে নিয়ে এসেছি ; তাও ছিনিয়ে নিবি ? বন্—বন্, ওরে দুর্জয় শত্রু, কি করেছি আমি তোদের ?

মুকুল । তুমি যে আমার দাছকে মারতে চলেছ !

শাস্ত্র । কাউকে মারবো না, আমি নিজেকে হত্যা ক'রে তোদের সব শত্রুতার কর্ত্তরোধ ক'রে যাবো । নে—অন্ত নে, আমার এই বক্ষে আনুল বিদ্ধ ক'রে তুই পালিয়ে যা ।

মুকুল । বাবা—বাবা ! [তরবারি ফেলিয়া বক্ষে ঝাপাইয়া পড়িল ।]

শাস্ত্র । আবার—আবার ! আঃ, একি শাস্তি ! আমার বঞ্চিত জীবনের লক্ষ বেদনার এক মুহূর্ত্তে সমাধি ! ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরের মাণিক, আমি তোকে কোথায় লুকিয়ে রাখি বন্ ? [পুনঃ পুনঃ চুপন ।] না—না, সর—সর, পড়ে যাবি । চিরভাগ্যহীন আমি, আমার আবার এক মুহূর্ত্তের সুখের আশ্বাদ কেন ? বেশ ছিলাম, কেন এলি তুই ? এ মৃত্যুর গহ্বরে কে পাঠালে তোকে মুকুল ?

মুকুল । দাছ—

শাস্ত্র । জানি, সে নিষ্ঠুর আমার এতটুকু সম্বল রাখবে না ; তার মহাযজ্ঞে আমার দিতে হবে পূর্ণাহুতি—তোর ছিন্ন শির । বুকেছি হে চক্রী ! ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে তোমার সুভদ্রা পুত্রকে সপ্ত মাতঙ্গের পায়ের তলায় পিষে মেরেছে, আমার নিজের হাতে এই নবনীত-কোমল দেহ স্কন্ধচ্যুত করতে হবে । তাই হোক, বাহুর শক্তি দিয়ে তোমার পূজা করতে পারি নাই, পূজা করবো প্রাণ দিয়ে—আত্মা দিয়ে । যুদ্ধ

করতে এসেছ মুকুল ? অঙ্গ নাও । এমন যুঁহু কেউ দেখে নাই ; পৃথিবী ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠবে—দেবতারা ভয়ে মুচ্ছিত হবে, তবু পণরক্ষা ।

মুকুল । কিসের পণ বাবা ?

শাস্ত্র । রাক্ষসের পণ । যে যাদব আজ প্রথম আমার সম্মুখে আসবে—

মুকুল । তাকে বধ করবে ? তবে তাই কর । ভুংখ ক'রো না বাবা ! অযোধ্যার রাম পিতার জন্ত বনে গিয়েছিল, আমি তোমার জন্ত এই তুচ্ছ প্রাণটাই দিলাম । [বুক পাতিয়া বসিল ।] বাবা ! বাবা ! মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন ?

শাস্ত্র । ওরে, আমি কি নিষ্ঠুর—আমি কি নিষ্ঠুর !

মুকুল । না বাবা ! আমি যে তোমার চোখে কতবার জল দেখেছি । যে যাই বলুক, আমি জানি—তুমি স্নেহের সাগর ।

শাস্ত্র । তবে পালা ; পণরক্ষার চেয়েও তোকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য ।

মুকুল । তোমার কর্তব্য যদি আমাকে রক্ষা করা, আমার কর্তব্য তোমার সত্যরক্ষায় প্রাণ দেওয়া । শুনেছি, পিতা-পুত্রের অধিকার নিয়েই এ যুদ্ধ । তোমারা সবাই গলা টিপে পিতার স্নেহ নিতে চাও, আমি চাই নিজের মাথা উপহার দিয়ে পিতার আশীর্বাদ ।

শাস্ত্র । তবে অঙ্গ ধর সন্তান ! দেখি কার কর্তব্য সফল হয় ।

মুকুল । আগে তোমায় প্রণাম ক'রে নিই । [প্রণাম] বাবা ! একটা ভিক্ষা দাও, আমার মৃত্যুতেই যেন তোমার এই বিদ্রোহের শেষ হয় । আমার ভুংখিনী মাকে যদি পার ভুলিয়ে রেখো, আর আমার দাভুকে— [বামহস্তে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল] এস ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

জরার প্রবেশ ।

জরা । বাঃ—বাঃ, অপূর্ব দৃশ্য ! আমি চাই পিতার কাছে পুত্রের অধিকার, শাস্ত্র চার পুত্রের অধিকার, তার ছেলে মুকুল—সেও এনেছে সেই দাবী । চালাও অস্ত্র, বহাও রক্তধার, ভাসিয়ে দাও ধরণী । কেঁদে নয়, ভিক্ষা চেয়ে নয়, অধিকার নেবার এই পথ । সাবাস্ ছেলে ! যে স্নেহ তোব ভোগে এলো না, তার গলা টিপে মার । অপূর্ব দৃশ্য !

চন্দনের প্রবেশ ।

চন্দন । অপূর্ব দৃশ্য ? নিষ্ঠুর ! পিতা-পুত্রের ঐ পৈশাচিক সজ্জ্বৰ্ষ চেয়ে চেয়ে দেখ্ছো আর আনন্দে নৃত্য কর্ছো ? তুমি মানুষ না রাক্ষস ?

জরা । মানুষ । বিশ্বাস কর্ছো না ? সত্য বল্ছি ; দেখ, আমার রক্ত ওদেরই মত রাক্ষস । [সহসা বাহুর এক স্থানে দংশন করিয়া রক্ত ঝাহির করিল ।]

চন্দন । ওঃ—তুমি কি সর্দার ?

জরা । চুপ ! দেখ, কি অপূর্ব সজ্জ্বৰ্ষ !

চন্দন । নিবারণ কর ; এ পৈশাচিক দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পার্ছি না । নিবারণ কর সর্দার—নিবারণ কর ।

জরা । না ।

চন্দন । না ? তুমি না পার, আমি বাচ্ছি ।

জরা । সাবধান যুবক ! একটা নিঃশ্বাস ফেলো না । এ যুদ্ধের মূল মন্ত্র এই, বাধা দিও না ।

চন্দন । বাধা দেবো না ? এই অগ্নায় যুদ্ধ—

জরা । অগ্নায় যুদ্ধ ? শূদ্রের ছেলে ভদ্রের মুখোস পরেছ ; ঐ

অসার শাস্ত্রগুলো নিংড়ে একটা বচন শিখে নিয়েছ, যার কোন অর্থ নেই। যুদ্ধ আবার ত্রায় হয়েছে কবে? অত্যায়ে উপর এর প্রতিষ্ঠা, অত্যায়েই এর পুষ্টি।

চন্দন। বাঃ সর্দার! অনধিকারীর কাছে শাস্ত্রের এই দুর্দশাই হয়। ঐ গৃহভেদী বিভীষণকে যে দিন আদর ক'রে অভ্যর্থনা করেছ, সেই দিনই জানি অত্যায়ে ভিত গ'ড়ে উঠলো। সর্দার! আমি আবার বলছি, শাস্ত্রকে ত্যাগ কর; বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিয়ে আমরা জয়ী হ'তে চাই না।

জরা। ওহে, এর নাম রাজনীতি। ত্রেতার রামচন্দ্র কি করেছিল?

চন্দন। ও দৃষ্টান্ত মাণ্য থাক সর্দার! আমি দাঁড়াতে চাই আমারই বিবেকের উপর, কারও দৃষ্টান্তের উপর নয়।

রক্তাক্তহস্তে শাস্ত্রের পুনঃ প্রবেশ।

শাস্ত্র। না, দৃষ্টান্তের উপর নয়; আমিও দাঁড়িয়েছি নিজের বিবেকের উপর। এ দৃষ্টান্ত পুরাণে ছিল না, ইতিহাসে ছিল না, কোন কবির কল্পনায় জাগে নি! ওঃ, এত রক্ত একটা শিশুর দেহে!

চন্দন। কি ক'রে এলে তুমি শাস্ত্র?

শাস্ত্র। পুনহত্যা।

জরা। এঃ, তুমি মরতে পারলে না মূর্থ? আমি যে কল্পনার শাস্ত্র গড়েছি, তাতে তোমারই যে মরবার কথা।

শাস্ত্র। তবু মরি নাই; সে আমার মরতে দিলে না, মৃত্যুর সমস্ত বিষ একাই পান করলে। ওঃ, সে কি মৃত্যু! কি করুণ—কি ভীষণ! ছিন্ন মুণ্ডটা তেমনি বিলোলদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো। ওরে, কোথা যাবো আমি, কি করবো? হা মুকুল! মুকুল আমার!

পঞ্চম দৃশ্য ।]

লীলাবসান

চন্দন । সর্দার ! আমি এ যুবককে হত্যা ক'রে এই অত্যাচার যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত করবো । [অসি নিক্ষেপন] বাধা দিও না, আমি সেনাপতি ; রণনীতির অবমাননা যেই করুক, আমি তাকে হত্যা করবো ।

শাস্ত্র । কর—কর, কর হত্যা । যে মৃত্যু আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তার কণ্ঠচ্ছেদ কর । হা মুকুল ! হা মুকুল ! না—না, একটা কাজ বাকি, তারপর—তারপর ।

[উন্মত্তের গায় প্রস্থান ।

চন্দন । আমি হত্যা করবো—[অনুসরণোত্তত]

জরা । তুমি হত্যা করবার কে ?

চন্দন । আমি সেনাপতি ।

জরা । তবু আমার হাতে গড়া ; ও অস্ত্রখানা আমিই তোমার দিয়েছিলুম ।

চন্দন । [অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া] ফিরিয়ে নাও ; আমি সৈন্যপত্য ত্যাগ করলাম, আমি যুদ্ধ করবো না ।

জরা । তবে ঐ অস্ত্র তোমারই বুকে বিঁধবো ।

চন্দন । একবার শক্তি পরীক্ষা হয় নি রাক্ষস ? আবার পরীক্ষা করতে চাও ? এস, বেঁধো—বেঁধো, দেখি কত ধার তোমার অস্ত্রে । [বক্ষ অনাবৃত করিয়া ধরিল ।]

জরা । ও কি ও ? বুকে ঐ ত্রিশূলচিহ্ন কিসের ? আমি যে একটা শিশুকে জানতুম, তার বুকে অমনি ত্রিশূল ছিল । তুমি কে ? কে তুমি যুবক ?

চন্দন । এতদিন ছিলাম তোমার সেনাপতি, আজ হ'তে তোমার শত্রু ।

[প্রস্থান ।

জরা। শত্রু! আঃ—সহসা একি হ'লো? একি উত্থান না
পতন? দাঁড়াতে পারছি না, হাত থেকে অসি খ'সে পড়ছে। চন্দন—
চন্দন—

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য :

দ্বারকা—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ ।

উৎকর্ণভাবে যেন একটা দূরাগত সঙ্গীত শুনিতে
শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । ওই সুর—ওই সুর !
মহাসিদ্ধ অতল ভেদিয়া
অনলে অনিলে ব্যোমে
নিখিলের রঞ্জে রঞ্জে
গভীর ওঙ্কারে বাজে আবাহনী গান ।
কার্য্য শেষ—দিবা অবসান,
কালের উদ্দাম শ্রোত
স্থির শান্ত এতদিন পরে ;
ওঠে তাই সঘনে কুকাদি ওই
বৈকুণ্ঠের শব্দ আর গোকুলের বেণু,
সমস্বরে আয় আয় ব'লে ।

গীতকণ্ঠে দেববালাগণের আবির্ভাব ।

দেববালাগণ ।—

গীত ।

মোরা পথপানে রয়েছে গো চাহিয়া ।
 সরস বসন্ত এল গেল কতবার,
 পিউ-পিউ ডেকে গেল পাপিয়া ।
 ধুলায় লুটায় আছে মঙ্গল শব্দ,
 কমলা কমল ল'য়ে কাঁদে,
 কমলনয়ন তুমি কি কমলমধু পিয়ে,
 বাঁধিয়াছ আপনারে ফাঁদে,
 ত্রিশ মুকুটমণি, এস এস গুণমণি,
 দ্বারে তব হেমরথ সাজিয়া ॥

[কুসুমাজলি দিয়া অন্তর্দান

শ্রীকৃষ্ণ । দীর্ঘ শতবর্ষ পরে
 ব্রজের বিদায়লীলা দ্বারকানগরে ।
 ভয় নাই—ভয় নাই,
 হে মোর মানসী কণ্ঠা !
 তোরে আমি নিয়ে যাবো সাথে,
 প্রভাসের প্লাবন বহায়ে
 ধুয়ে দেবো পঙ্করাশি তোর ;
 অনন্ত ভবিষ্যপট রহিবে জাগিয়া
 শুধু স্বপ্নময় কল্পনায় ঘেরা ।

সাত্যকির প্রবেশ ।

সাত্যকি । যত্নপতি ! যত্নপতি ! অনার্য্যসেনা নিঃশেষিত, সেনাপতি বন্দী ।

শ্রীকৃষ্ণ । অনার্য্য-সেনাপতি বন্দী ? আর জরা ?

সাত্যকি । নিরুদ্দেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । সন্ধান কর, তাকে আমার চাই ।

সাত্যকি । শুধু তোমার নয় প্রভু, আমারও চাই । যে হাতে সে তোমার জন্ত শর শাণিয়ে রেখেছে, তার সে হাতটা আমি সমুদে ছেদন করবো । আর ঐ অনার্য্য-সেনাপতি, যে তাদের বেদ উপনিষদ পড়িয়েছে—

প্রহরীসহ চন্দনের প্রবেশ ।

চন্দন । তার জিহ্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেল্বে, কেমন ?

সাত্যকি । যত্নপতি ! এই সেই বিদ্রোহীর গুরু ।

শ্রীকৃষ্ণ । তুমিই চন্দন ? শুনেছি তোমার অসীম শক্তি ; তবে তুমি আজ বন্দী ?

চন্দন । বন্দি স্বীকার করলাম, তাই বন্দী । যে শক্তি নিয়ে পশু হ'য়ে গিরি লঙ্ঘন করতে চেয়েছিলাম, সে শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, তাই এ হস্ত আর অস্ত্র ধরতে চায় না । বল, কি করবে আমার যত্নবর ?

সাত্যকি । আদেশ কর প্রভু ! এ রাজদ্রোহীকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দেবো না, এই দণ্ডে আমি এর ভবলীলা শেষ করবো । এ রাজনীতির মাথায় পদাঘাত করেছে, সমাজের গ্রন্থি ছিন্ন করেছে, তার

উপর যত্ববংশের শত শত বীর এর তরবারিতে প্রাণ দিয়েছে ; মৃত্যুই এর একমাত্র গতি ।

চন্দন । তাই যদি যত্বপতির অভিপ্রায় হয়, দাও আমার সেই শান্তি ।

শ্রীকৃষ্ণ । শান্তি ? শান্তি তোমার দেবো চন্দন ! অজ্ঞানতার তিমির গর্ভে যে মহার্ঘ্য মণি লুকিয়েছিল, তাকে তুমি বাইরে টেনে এনে লোক-চক্ষু ধাঁধিয়ে দিয়েছ ; যে ক্ষুধিত আকাজক্ষা পাষাণ-বেষ্টনীর মধ্যে নিজের ধ্বংসগহ্বর রচনা করছিল, তুমি তার স্রোতের অবরোধ খুলে দিয়েছ । তুমি রাজদ্রোহী—মহাপাপী, তোমার শান্তি এই আলিঙ্গন—এই মুক্তি ।

দুর্লভচাঁদের প্রবেশ ।

দুর্লভচাঁদ । যত্বপতি ! আগে আমার অভিযোগের বিচার কর, তারপর মুক্তি দিও ।

সাত্যকি । কে তুমি ?

দুর্লভচাঁদ । গরীব ব্রাহ্মণ, দেখতেই পাচ্ছ । এই শূদ্র আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়েছে ।

সহসা কোটিল্যের প্রবেশ ।

কোটিল্য । আমি তার সাক্ষী ; সে অভাগিনী আমারই কন্যা ।

সাত্যকি । [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] তবু তুমি এই যুবককে মুক্তি দিতে চাও প্রভু ? দ্বারকায় এই নিদারুণ অনাচার এরাই এনেছে । এরা একাধারে রাজদ্রোহী—সমাজদ্রোহী—মহাপাপী । বল—আদেশ দাও, ঘাতকের কর্তব্যটা আমিই শেষ করি ।

শ্রীকৃষ্ণ । চন্দন ! তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ—

চন্দন । মিথ্যা ।

কোটিল্য ও হর্লভ । মিথ্যা ?

সহসা দুর্গামণির প্রবেশ ।

দুর্গামণি । হ্যাঁ, মিথ্যা । যত্নপতি ! ওকে মুক্তি দাও । সে আমার মেয়ে ; আমি বলছি, এ নির্দোষ ।

কোটিল্য । ব্রাহ্মণী !

দুর্গামণি । অনেক সয়েছি তোমার অত্যাচার, আর সহিবো না । দিনের পর দিন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যে ভালবাসা দু'জনের মধ্যে জল-বাতাসের মত ব'য়ে যাচ্ছিল, তুমি তাকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছ । একজনকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ ; আর একজনকে ধ'রে-বেঁধে ঐ পশুর সঙ্গে বেঁধে দিতে গিয়েছিলে, সে তোমার মনস্কামনা আধখানা পূর্ণ ক'রে বুঝি বা প্রভাসের জলে ঝাঁপ দিয়েছে । আর কেন পাষণ ? অনেক পাপ করেছ, নিজের দোষ অপরের কাঁধে চাপিয়ে আর পাপের মাত্রা বাড়িও না ।

শ্রীকৃষ্ণ । এ কি সমস্তা সাত্যকি ?

সাত্যকি । ব্রাহ্মণ ! তুমি কেমন ক'রে জানলে যে এই যুবক তোমার কণ্ঠ্যকে—

কোটিল্য । হরণ করেছে ; স্বচক্ষে দেখলাম । বাধা দিয়েছিলাম ব'লে আমার বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়েছে ।

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি কেমন ক'রে জানলে নারী, যে এ যুবক নির্দোষ ?

দুর্গামণি । ঐ মুখখানি দেখে ; আমি যে ওর প্রত্যেক রেখাটা চিনি যত্নবর ! জন্মের পর থেকে আমিই যে ঐ মুখে ধারায় ধারায় দুধ ঢেলে দিয়েছি । পৃথিবী একদিকে, আর আমি একদিকে ; সবাই

প্রমাণ হাতে নিয়েও যদি ওকে দোষী বলে, তবু আমি বলবো, এ আমার অকলঙ্ক চাঁদ ।

চন্দন । এই তো মা—এই তো মা আমার । পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ, আমি ভ্রমের বশে অভিমানে ধু-ধুকরা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে চলেছি ; একবারও ভাবি নাই, স্নেহময়ী মা আমার সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে । কানে আমার মরণের আহ্বান বেজে উঠেছে, তবু হুঃখ নাই ; এই স্মৃতিই আমার পাথর । এস মা ! কাছে এস আমার—আমায় ঘিরে দাঁড়াও ; মৃত্যুর পূর্বে আমার ভিক্ষাপাত্র তোমার আশীর্ব্বাদে ভ'রে দাও ।

সাত্যকি । অভিনয় রাখ যুবক ! তোমার কি বলবার আছে, বল ।

চন্দন । কিছু নেই ; এই সুখস্বপ্ন না ভাঙতে আমার মৃত্যু হোক ।

কোটিল্য । দেখছ কি ঘটপতি ! যুবক প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার করছে ; এর মৃত্যুদণ্ড দাও । নিজের হাতে মানুষ করেছি, প্রাণে খুবই বাজবে ; তার আর কি করবো ? এ গ্রাম বিচার—কি বল বাবাজী ?

হর্লভ । হাঁ—হাঁ, গ্রাম-বিচার চাই !

সাত্যকি । অনার্য্য যুবক ! সেই ব্রাহ্মণকণ্ঠা কোথায় ?

শ্রীকৃষ্ণ । সাত্যকি ! তুমি সারাজীবন সমুদ্রমহনই করেছ, অমৃত তুলতে পার নাই । গ্রাম-বিচার করবো ব্রাহ্মণ ? গ্রাম-বিচার যদি করি, তোমাদের স্থান হবে নরকে, আর ঐ শূদ্রের স্থান হবে স্বর্গের সিংহাসনে ।

সাত্যকি । আপনি ভুল বুঝেছেন প্রভু ! যুবকের স্থির গম্ভীর মুখখানা দেখে মনে করেছেন এ নির্দোষ ; কিন্তু আমি চিরকাল ব'লে এসেছি—আজও বলবো, এদের অসম্ভব কিছু নেই ; এরা শূদ্র ।

সহসা গায়ত্রীর প্রবেশ ।

গায়ত্রী । শূদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র নয় ।

দুর্গামণি ও চন্দন । [সান্ধর্ষ্যে] গায়ত্রী ?

গায়ত্রী । আমি মরি নাই ।

কোটিল্য । কোথায় ছিলে ?

গায়ত্রী । এই রাজপ্রসাদে ; যে সমস্তার সূত্র আমার জীবনে জড়িয়ে দিয়েছ, তাকে ছিন্ন না ক'রে আমি মরতে পারি নাই ।

দুর্লভ । আর মরে না, চল ।

গায়ত্রী । কোথায় যাবো ব্রাহ্মণ ?

দুর্লভ । স্বামীর ঘরে ।

গায়ত্রী । কে স্বামী ? যত্নবর ! ন্যায়-বিচার করতে বসেছ ? আগে আমার বিচার কর । এক সরলা বালিকা শৈশব হ'তে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত একজনকে স্বামী ভেবে পূজা করেছে, পিতা মাতা তাতে ইক্ষন দিয়েছে, তারপর একদিন তারাই তাকে আর একজনের হাতে স'পে দিতে চেয়েছিল । অর্ধেক বরমাল্য তার গলায় উঠলো, আর অর্ধেক দেওয়া হ'লো না ; অন্তর-দেবতার মৌন-আহ্বানে সে উর্দ্ধ্বাসে ছুটে এলো । বল, তার স্বামী কে ?

দুর্লভ । বল, ধর্ম্মরাজ্য নামে না কাজে ? আমি দেখতে চাই ।

শ্রীকৃষ্ণ । তোমাদের কন্যা, তোমাদের মুখেই এ সমস্তার সমাধান হোক । বল ব্রাহ্মণ ! বল নারী ! এর স্বামী কে ?

কোটিল্য । এই ব্রাহ্মণ ।

দুর্গামণি । এই শূদ্র ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যকি !

সাত্যকি । লৌকিক বিবাহই বিবাহ ।

শ্রীকৃষ্ণ । তাও যে অসম্পূর্ণ সাত্যকি ! যাক্ ; অনার্য্য যুবক ! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ; বল, তোমার কি যুক্তি ?

চন্দন । আমার কোন যুক্তি নাই—আমার কোন দাবী নেই । লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে । আমাকে উপলক্ষ্য ক’রেই একটা সংসার এমনি ক’রে ছারখার হ’তে বসেছে । উত্তর কি দেবো যদুবর ! [শাস্ত্র এখানে মুক্ ; এর একটা মাত্র উত্তর] একদিকে যার সমাজের অনুশাসন, বিপরীত দিকে ধর্ম্মের আকর্ষণ, যার দেহ একজনের, মন আর একজনের, সেই দুর্ভাগা নারীর স্বামী শুধু যম—শুধু যম ।

শ্রীকৃষ্ণ । বিচার করবো ব্রাহ্মণগণ ! বালিকা ! এ সমস্তার সমাধান অন্যে করতে পারে না, পার একমাত্র তুমি । সাত্যকি ! এই দুই যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ কর, এদের প্রহরা দেবে এই ব্রাহ্মণ, আর পানাহার দেবে এই বালিকা নিজে ।

দুর্গামণি । আর আমি ? আমি কি করবো নিষ্ঠুর কেশব ?

শ্রীকৃষ্ণ । তুমি থাকবে আমার গৃহে—আমার জননীর সঙ্গে একাসনে ; বক্ষে নিয়ে স্নেহ—কণ্ঠে নিয়ে সুধা—হাতে ধ’রে আশীর্ব্বাদের কুসুম-চন্দন ।

দুর্গামণি । সুন্দর বিচার ।

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । প্রহরী ! এদের নিয়ে যাও । [দুর্লভ, চন্দন ও গায়ত্রীকে লইয়া প্রহরী প্রস্থানোত্তত হইল ।] হ্যাঁ—আর একটা কথা ; ব্রাহ্মণ ! তুমি যে ঘৃণিত সমস্তার সৃষ্টি করেছ, তার সমাধান তোমাকেই করতে হবে । সাত দিনের মধ্যে যদি তোমার কন্যার স্বামী নিক্রপিত না হয়, অষ্টম দিনে তোমার প্রাণদণ্ড ।

লীলানন্দ

[তৃতীয় অঙ্ক ।

কোটিল্য । কি—কি ? আমার ঘর গেল, মর্যাদা গেল, কুৎসিত
কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেল, তার উপর আমারই প্রাণদণ্ড ? এই তোমার
বিচার ? নিষ্ঠুর ঘাতক ! ব্রাহ্মণদেষী পাষণ্ড ! তোমার বংশ ধ্বংস
হোক—ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক !

[প্রহরী সহ কোটিল্য, দুর্লভ, চন্দন ও গায়ত্রীর প্রস্থান ।

বেগে দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । পিতৃব্য ! পিতৃব্য !

শ্রীকৃষ্ণ । [দেবলকে বক্ষে ধরিয়া] কি—কি দেবল ?

দেবল । তোমার মুকুল—আমাদের মুকুল নেই !

বেগে জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । কি করলে—কি করলে নিষ্ঠুর ! আমার সব নিলে ?
হা মুকুল—হা মুকুল—[হুঃখে লুটাইয়া পড়িলেন ।]

স্বর্ণপাত্রে মুকুলের ছিন্ন াশর লইয়া উচ্ছৃঙ্খলবেশে
ধীরে ধীরে শাস্ত্রের প্রবেশ ; তাহার অশ্রু ধারায়
ধারায় স্বর্ণপাত্রে পড়িতেছিল ।

শ্রীকৃষ্ণ । ও কি ?

শাস্ত্র । সন্তানের অঞ্জলি ; যার জন্য তোমার চোখে ঘুম নেই,
মুখে আহার নেই ! গ্রহণ কর—প্রাণের চেয়েও যে প্রিয়, তোমার
যজ্ঞে তাই আমি আহুতি দিলাম । [শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পাত্র স্থাপন ।]

সাত্যকি । একি পৈশাচিক অত্যাচার !

ষষ্ঠ দৃশ্য ।]

লীলাবসান

শ্রীকৃষ্ণ । শাস্ত্র !

শাস্ত্র । আমি মারি নাই পিতা ! মেরেছ তুমি । এ ছিন্ন মুকুলে আমার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন তোমার । তুমি আমার ত্যাগ করতে চেয়েছিলে, আমি তোমায় ত্যাগ করি নাই । তোমার মৌন-আহ্বানে আত্মবলি দিয়ে অনন্ত ভবিষ্যের পটে পুত্রের দাবী এঁকে রেখে, নিতে এসেছি আজ চিরবিদায়—চিরবিদায় ।

[প্রস্থান ।

সাত্যকি । [উত্তেজিতভাবে উত্তত অসিহস্তে শাস্ত্রের অনুসরণে উত্তত হইল ।]

শ্রীকৃষ্ণ । সাত্যকি !

সাত্যকি । মানি না তোমার আদেশ ; তোমার মুখের দিকে চেয়ে অনেক সহ করেছি, কিন্তু এ পৈশাচিকতা আমার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে । আমি আর একটা ছিন্ন শির তোমায় উপহার দেবো ; যদি না পরি, রুথাই আমি ক্ষত্রিয়সন্তান ।

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । ফেরাও কেশব—ফেরাও ! সবই তো গেছে আমার, আমায় আর পুত্রহীনা ক'রো না ।

দেবল । ভয় নেই মা—ভয় নেই ! আমার সঙ্গে চল, একবার ঐ হতভাগ্যকে পুত্র ব'লে সন্তোষন করবে চল, নইলে এ প্রজ্বলিত শ্মশান আর নিভবে না ।

জাম্ববতী । মুকুল ! মুকুল ! আমার মুকুল !

[দেবল সহ প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । উন্মীলিত আঁখি দু'টা হ'তে

অশ্রুধার কেন ব'য়ে যায় ?

হাস ভাই, হাস রে মুকুল !
 ধৃত্য তুমি, সার্থক জীবন ।
 ধর্মরাজ্য-বেদীমূলে
 তোমার শোণিতবিন্দু
 যুগ যুগ ধরি আঁখি মেলি
 রহিবে চাহিয়া । হে বৈষ্ণব !
 মানব-জীবন-যুদ্ধে জয়ী তুমি,
 মহত্ত্বের দ্বারে তব
 নতশির শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ।

লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা ।

কৈ—কৈ ? কোথা মোর
 নয়নের তারা ?
 [স্বর্ণপাত্র হস্তে লইয়া]
 শোণিত-সায়রমাবে
 মরি-মরি,
 ভাসে মোর সোনার কমল,
 দু'টী ধারা দুই গণ্ডে পড়েছে বহিয়া ;
 নিঃস্ব আজ, সর্বস্বান্ত আমি ।
 শমীকের অভিশাপ
 এইভাবে তুমি বুঝি
 করিবে সফল বাহুদেব ?
 দাও তবে, তুমি দাও
 এক বিন্দু নয়নের জল ;

ষষ্ঠ দৃশ্য ।]

লীলাবসান

কারো তরে কাঁদ নাই কভু,

হে পাষণ!

আমার এ সন্তানের শিরে,

ভিক্ষা দাও এক বিন্দু জল ।

[শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া স্বর্ণপাত্রে পড়িল ।]

সার্থক জীবন দান,

পাষণে বহিছে জলধার ।

[স্বর্ণপাত্রহস্তে লক্ষ্মণা, তৎপশ্যৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য :

লক্ষ্মণার প্রকোষ্ঠদ্বার ।
গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ ।

সখীগণ ।—

গীত ।

অপরূপ নাজে, অপরূপ কাজে,
আগুনলিতে অঙ্গনদ্বার ।
অঙ্গনা শত শত, অনন্তমনা রত,
অসংখ্য হাতে তরবার ।
অন্তরে ভয় বাজে, মঞ্জীর পায় পায়,
অবলা পেলব করে খর্পর ঝলসায়,
হাঁক দিলে বেণী খোলে,
মমতায় মন দোলে,
অসহ সরম-রাগে অন্তর তোলপাড় ।

দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । তোমরা কুরু-কুমারী না? .তোমরা বুঝি আখ্যার অবরুদ্ধ
দ্বার প্রহরা দিচ্ছ? আজ কত দিন তোমরা এ ভাবে দ্বার আগলে
রয়েছ?

১ম সখী । সাত দিন ।

দেবল । সাত দিন ? অনাহারে অনিদ্রায় ছ-ছ'টো নারী ঐ রুদ্ধ কক্ষে প'ড়ে আছে ? কি করছে তারা বলতে পার ?

১ম সখী । মারণ-যজ্ঞ ।

দেবল । কার মারণ-যজ্ঞ ?

১ম সখী । যদুবংশের ।

দেবল । যদুবংশের মারণ-যজ্ঞ ! তার অনুষ্ঠান করছে এক যদু-কুলবধু, সেই প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছে বুঝি সেই অলক্ষ্মীটা ? ভুল করেছি । দ্বার খোল, আমি দেখবো এই মারণ-যজ্ঞ !

১ম সখী । আদেশ নেই ।

দেবল । আদেশ ? কে কাকে আদেশ করে ! হস্তিনার নরক-পুরী থেকে এক পিশাচী নারী যাদবের সোনার দেশে তার বিষ-মাখানো স্পর্শ বুলিয়ে যাবে, আর আমি যদুবংশধর তাই নীরবে দেখবো ? খোল দ্বার, নইলে দেখছো এই তরবারি ! [তরবারি নিক্ষেপন, সখী-গণের সতয়ে পলায়ন ।] আৰ্য্যা—আৰ্য্যা—

মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মীর মত লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । কে ডাকছে ?

দেবল । কে তুমি নারী ? তুমি কি যদুকুলবধু লক্ষ্মণা, না স্বয়ং অলক্ষ্মী ?

লক্ষ্মণা । অলক্ষ্মী ঐ গৃহের মধ্যে ।

দেবল । তবে তুমি কে ? মানুষ এত কুৎসিত হয় !

লক্ষ্মণা । হয় ; একটা আকস্মিক বজ্রাঘাতে যার অসংখ্য পরিজন ভস্ম হ'য়ে যায়, যার কুসুম-কোমল পুত্র পিতার শোণিত-পিপাসা

লীলাবসান

[চতুর্থ অঙ্ক ।

চরিতার্থ করতে অকালে নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তার পক্ষে এ তো নূতন নয়। বিষ্ময়ে চেয়ে আছ কি দেবর? আমি পিশাচী হ'লেও মা ছিলাম।

দেবল। আৰ্য্যা!

লক্ষ্মণা। এক দিন ঐ মাতৃত্বকে আশ্রয় ক'রেই আমি হয় তো এই পিশাচীর খোদস ত্যাগ করতে পারতাম। আমার সে মাতৃত্বের মন্দির চূর্ণ হয়েছে, তবু তো খাড়া হ'য়ে রয়েছি। কি পরিবর্তন দেখ্ছো দেবর! এখনও চুলে পাক ধরে নাই, এই দেহের মাংস লোল হ'য়ে মাটিতে খ'সে পড়ে নাই; তবু আমি মা—আমি মা!

দেবল। তুমিও উন্মাদ হ'লে আৰ্য্যা? আজ সাত দিন তুমি এই রুদ্ধ কক্ষে অনাহারে অনিদ্রায় কি করছিনে? আমি না ডাকলে বোধ হয় আরও সাত দিন ঐভাবেই কাটাতে?

লক্ষ্মণা। কেন ডাকলে নির্বোধ? আমার যজ্ঞ পূর্ণপ্রায়, পূর্ণাহুতি দিতে যাচ্ছিলাম।

দেবল। কিসের পূর্ণাহুতি?

লক্ষ্মণা। অশ্রুশিশু বৈষ্ণবের রক্ত। শোন নাই শমীক মূনির অভিষাপ? বৈষ্ণবের রক্ত আর যাদবের অশ্রুজলে যতবংশের ধংসের মহামুখল তৈরী হবে; যতপতি হোমের আগুন জালিয়েছে, স্বামী দিয়েছে ইন্ধন, আমি দেবো পূর্ণাহুতি। [প্রস্থানোত্তোগ]

দেবল। আৰ্য্যা—আৰ্য্যা!

লক্ষ্মণা। বাধা দিও না আমার, ফল হবে না; আমি সাগরতরঙ্গের মত উদ্যমবেগে ছুটেছি, আমার গতিরোধ করতে এলে আমি শুধু তুণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবো।

দেবল। ভেসে যাই আমিই যাবো, তবু গোটা বংশটাকে আমি

প্রথম দৃশ্য ।]

লীলানন্দান

তোমার ক্ষুধানলে আহুতি দিতে দেবো না। তোমার ঐ অলক্ষ্মীপূজার পুষ্পপাত্র আমি পদাঘাতে ছাড়িয়ে দেবো, আর ঐ অলক্ষ্মীটাকে এই মুহূর্তে চুলের মুটি ধ'রে পাষাণে আছড়ে মারবো। [কক্ষে প্রবেশোদ্যোগ]

লক্ষ্মণা। [ছুরিকা উত্তোলন করিয়া পথরোধ ।] সাবধান ! কক্ষে প্রবেশ ক'রো না, তা হ'লে আগে আমি তোমাকেই হত্যা করবো।

দেবল। কালনাগিনী ! রাম-কৃষ্ণ তোমায় কেন বিজয়-গৌরবে হস্তিনার নরকগহ্বর থেকে দ্বারকার এই পুণ্যময় স্বর্গে নিয়ে এসেছিলেন ? সেদিন হস্তিনার উপকণ্ঠে তোমার মুচ্ছিত দেহটা কেন আমি তরবারি দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে আসি নি ? পিশাচী ! আয়—রক্ত নিবি আয় ; তার আগে শপথ কর যে, এই রক্তেই তোর পিপাসার শান্তি হবে ?

লক্ষ্মণা। কত পিপাসা, জান ? প্রভাসের জল নিঃশেষে পান করলেও এ মরুভূমি সরস হবে না—এত তৃষ্ণা ! যত্নবংশটাকে আমি গণ্ডুষে শোষণ করবো।

দেবল। তা হ'লে তুমি কোথায় থাকবে রাক্ষসী ?

লক্ষ্মণা। এখন কোথায় আছি ? পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার উপর আকাশ নেই—মহাশূন্য ! আগে তোমাদের খাবো, তারপর ছিন্নমস্তা হ'য়ে নিজের রক্ত নিড়েই পান করবো। যাও—যাও, আমি পূর্ণাহুতি দেবো।

দেবল। কি করবো আমি ? চোখের উপর এই পৈশাচিকতা দেখবো ? তার চেয়ে পিতাকে সংবাদ দিই। ঈশ্বর ! রক্ষা কর—যত্নবংশকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান ।

লক্ষ্মণা। ঈশ্বর আবার আছেন ? কৃষ্ণার্জুনের ভয়ে সেও লুকিয়েছে। নেই—নেই, ঈশ্বর ব'লে কেউ নেই।

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ ।

উদ্ধব ।—

গীত ।

সে আছে তোর রক্ত ঘরের আঙ্গিনায় ।

আপনার চেয়ে যে তোর আপন, কর্শে শক্তি যুগের স্বপন,

সদা কাছে কাছে ফেরে পাছে পাছে অপরূপ ভঙ্গিমায় ॥

যাস্ নে রে ভুলে যাস্ নে,

নিজহাতে বিষ খাস্ নে,

ভেঙ্গে যাবে তোর সোনার সৌধ প্রলয়ের ঝটিকায় ।

[প্রস্থান ।

লক্ষ্মণা । আছে ? থাকে, রক্ষা করুক যতবংশ ; আমি পূর্ণাহতি

দিতে চল্লাম । [প্রস্থানোচ্চারণ]

প্রস্থান

সহসা গীতকণ্ঠে শুকের প্রবেশ ।

শুক ।—

গীত ।

ওগো, আস্তে চল, হাঁচট খাবে বডড কঁাকর পথজোড়া ।

লেগে যাবে দাঁতকপাটি, বাপের বেটী,

বিষ হারিয়ে হবে ঢোড়া ।

কোন্ গরবে মরছে কেটে, ফেলছে ভেঙ্গে হাতের বীণা,

কোন্ মাতালের রঙিন নেশায় নৃত্য কর ধিন্-ত-ধিনা ?

আশার মুখে ছাই তুলে দে, ভাঙ্গা বীণা নে তুলে নে,

আঁচল পেতে নিস্ নে রে বর খাংতে হ'য়ে কপালপোড়া ॥

লক্ষ্মণা । আবার ? তবে আজ তোমার মৃত্যু ! প্রতিহারিণী !

প্রতিহারিণীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । এই অর্কাটীনটাকে এখনি হত্যা কর—এখনি, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয় ।

[শুককে বন্ধন করিয়া লইয়া প্রতিহারিণী সহ লক্ষ্মণার প্রস্থান ।

দেবল ও বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । বল কি দেবল ? রাজ-কুলবধু লক্ষ্মণা কর্ছে যত্ববংশের মারণ-যজ্ঞ ? এত বড় রাজপ্রাসাদটার মধ্যে কেউ সে সংবাদ রাখে না ? তুমি ভুল বুঝেছ দেবল ! এ হ'তে পারে না । সে যে আমার শোভাময়ী লক্ষ্মী-প্রতিমা ।

দেবল । হায় পিতা ! তোমার সে লক্ষ্মী-প্রতিমা আর নেই, তার স্থানে এ এক মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী ! তার সে রুম্ম মূর্ত্তি দেখলে তুমিও শিউরে উঠবে । পিতা ! পিতা ! অসার কল্পনার সময় পরে আছে । দ্বার ভাঙ্গ—রক্ষা কর যত্কুল ।

বলরাম । তবে আর, ভেঙ্গে ফেলি ঐ লৌহদ্বার । [অগ্রসর]

লৌহ-মুঘলহস্তে লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । পূর্ণাহতি ! হাঃ—হাঃ—হাঃ !

দেবল । পূর্ণাহতি ! পিশাচী ! তুমি আহতি দিয়েছ বৈষ্ণবের রক্তাঞ্জলি, আমি আহতি দেবো তোমাকে । [আক্রমণোত্তোগ]

বলরাম । [বাধা দিয়া] দেবল !

দেবল । ছাড়—ছাড় পিতা ! দেখছো কি ? যত্ববংশের আশার শেষ ! যে দিন কুরুক্ষেত্র-শ্মশান থেকে এ নারী নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে

এসেছিল, সেই দিনই আমি এ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলাম, কেউ শোনে নাই। ওঃ—পিতা, কি করলে তোমরা?

লক্ষ্মণা। পূর্ণাহুতি! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

বলরাম। তোমার হাতে ও কি কন্যা?

লক্ষ্মণা। মারণ-যজ্ঞের বিষ-ফল—যত্নবংশের মুষল; এই মুষলে যত্নবংশ ধ্বংস হবে।

বলরাম। লক্ষ্মণা—লক্ষ্মণা!

দেবল। এখনও যজ্ঞকুণ্ড নেভে নি পিতা! এ রাক্ষসীকে আহুতি দাও।

বলরাম। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না কন্যা! এর অর্থ কি? কি চাও তুমি?

লক্ষ্মণা। তোমার বংশের ধ্বংস। ধর—ধর, সর্পের বিষ, আগুনের দাহিকাশক্তি, মহামারীর বিভীষিকা, সব এক আধারে পুরে এনেছি। ধর—ধর! না—না—তুমি নও; এ বংশটার মধ্যে শুধু তুমিই কোরবের বন্ধু ছিলে। আগে সেই নিষ্ঠুরকে চাই, যার বাঁশী শুধু অসির আবরণ।

বলরাম। লক্ষ্মণা! লক্ষ্মণা! এ কি পৈশাচিকতা তোমার! যাদের জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন একমুত্রে গ্রথিত, তুমি আজ তাদেরই মৃত্যু দেখতে চাও? না—না, এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না। তোমায় যে আমি চিনি, তুমি যে আমার গৃহের শোভাময়ী কমলা।

লক্ষ্মণা। সে কমলা আর নেই।

বলরাম। আছে; এক মুহূর্তের জন্য ছাইচাপা পড়েছে, আমি ছ'হাতে সেই ভস্মরাশি সরিয়ে ঐ বিকচ কমলকে মুক্ত করবো—স্নেহের মোহনস্পর্শ দিয়ে ঐ রুক্ষ মলিন মুখে আবার আমি চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলবো। এস কন্যা, আমার প্রণামিক প্রিয় দুর্ব্যোধনের শেষ

সম্পন্ন তুমি—আমার আদরের ছায়া তুমি, কান্নার মহাসমুদ্র থেকে উঠে এসে আমার সম্মুখে সহস্রদলে বিকশিত হ’য়ে দাঁড়াও ।

লক্ষ্মণা । না গো না, এ কান্নার শেষ নেই ।

দেবল । পিতা—

বলরাম । কাঁদ দেবল, এই অভাগা নারীর জন্য তুমিও একটু কাঁদ । কুগ্রহের এত বড় বলি আর দেখেছ? সবাইকে ডাক, এর চারিদিকে দাঁড়াও, একে চামর ছলিয়ে ব্যজন কর ।

দেবল । ব্যজন করবো পিতা ?

বলরাম । তোমরা কেউ পারবে না, তোমরা মানুষের বাইরের আবরণটাই দেখ, অন্তরটা দেখতে চাও না । আমার রুক্ষিণী মাকে সংবাদ দাও । আমার শুক-সারী কই, নিয়ে এস ।

লক্ষ্মণা । সারী আছে, শুক নেই ; এতক্ষণে তার জীবন শেষ ।

বলরাম । [সরোষে] লক্ষ্মণা !

লক্ষ্মণা । কি শান্তি দেবে দাও, আমি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি । ঐ দেখ তোমার বিরহিনী সারী ।

গীতকণ্ঠে সারীর প্রবেশ ।

সারী ।—

গীত ।

সোনালি তারের হারায়েছে সুর প’ড়ে আছে শুধু বীণা গো ।

কায়া চ’লে গেছে, ছায়া শুধু আমি, জেগে আছি অতি দীন গো ।

ফুরিয়েছে মোর বাঁচবার হেতু, ভেঙ্গেছে পারের কনকের সেতু,

~~সিঁদুর-আঁধার-দুর্কি-তার-জীবন-আলোক-দিন-গে~~

আমারেও তব চরণে দলিয়া কর কর ধূলিলীনা গো ॥

[লক্ষ্মণার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মৃত্যু ।]

বলরাম । সারী ! সারী ! নিঃশেষ ! কি করলে তুমি কন্যা ?

লক্ষ্মণা । এঁরা—ম'রে গেল !

দেবল । ম'রে গেল ; রোগে নয় শোকে । একটা বনের পাখী, সে তার দয়িতের শোক এক পল সহিতে পারলে না, আর তুমি তোমার স্বামীকে জীবন্তে মৃত্যু দিয়েছ । কি বলবো তোমার রাক্ষসী !

লক্ষ্মণা । আমায় হত্যা কর ; পথভ্রষ্ট হয়েছি—মহাপাপ করেছি ।
ওঃ—এ কি দৃশ্য ! এমন সম্পৎ স্বামী !

বলরাম । কন্যা !

লক্ষ্মণা । বাবা ! আমার কি হবে ? আমি কি করেছি ! নিজের হাতে স্বামীকে উন্মাদ সাজিয়েছি । সে আমার কাছে সজল-নয়নে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছি । মহাপাপ—মহাপাপ করেছি !

বলরাম । বুঝেছ কন্যা ? তবে যাক্ শুক-সারী, ধ্বংস হোক্ যদুবংশ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সবার বিনিময়ে তোমাকে আমি ফিরিয়ে পেয়েছি ।

[সারীর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান ।

লক্ষ্মণা । আমি কি করবো, বলতে পার দেবর ?

দেবল । প্রভাসের জলে ঝাঁপ দাও ।

লক্ষ্মণা । তাই যাবো ; মরবার আগে একবার দেখাতে পার দেবর ?
[দেবলের হাত ধরিলেন ।] শুধু একবার ; পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইবো ।
দেখাবে না ?

দেবল । তোমায় বিশ্বাস নেই ।

[লক্ষ্মণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া

ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

লীলানবসান

দেবগ । তোমায় নিয়ে কি করবো মুখল ? যাই—যত্নপতিকে দান
করি তার পুত্রবধুর এই কুলধ্বংসী বজ্র ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

কারাকঙ্কের অলিন্দ ।

প্রহরায় নিযুক্ত কৌটিল্য ।

কৌটিল্য । জল্লাদের খড়া মাথার উপর তুলছে । রক্তমাখা শাণিত
খড়া—ঐ—ঐ পড়ছে ! রক্ষা কর, আমি মরতে পারবো না—আমায়
বাঁচতে দাও ! না—না, কই সে জল্লাদ ? কেউ কোথাও নেই, অসাড়ে
ঘুমুচ্ছে সব ; আমি আছি প্রহরায় । ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ কি না, তাই তার
এই সম্মান ! ঐ যে দু'টো বন্দী, ঘরের মধ্যে ঠিক বাঁধা আছে ;
একটা অসাড়ে ঘুমুচ্ছে, আর একটা তার পাশে ব'সে বাঘের মত
তার দিকে চেয়ে আছে । আবার—আবার ! ঐ জল্লাদ আসছে—ঐ
খড়া ! পালাই—পালাই !

আহার্যপাত্রহস্তে গায়ত্রীর প্রবেশ ।

গায়ত্রী । বাবা !

কৌটিল্য । তুমি কি জল্লাদ ? খড়া নিয়ে আমায় কাটতে এসেছ ?

গায়ত্রী । না বাবা ! আমি জল্লাদ নই, আমি তোমার মেয়ে
গায়ত্রী ।

কৌটিল্য । এই মেয়েটাই যত অনর্থের মূল ।

গায়ত্রী । সত্যই বাবা ! আমিই যত অনর্থের মূল । আমার জন্য দু'জন পুরুষ বন্দী, আমার জন্য তোমার এই হীন বৃত্তি, আমার জন্য তোমার বাড়ী-ঘর ছারখার হয়েছে । কি করবো বাবা ? আমি মরতে চলেছিলাম, যম যে আমার নিলে না ।

কৌটিল্য । লোকে সন্তানের কামনা কেন করে ! কাল সাপের চেয়েও এদের দংশন বিষাক্ত ।

গায়ত্রী । দোর খোল বাবা ! আমি আহাৰ্য্য নিয়ে এসেছি ।

কৌটিল্য । ফেলে দে ! আমি দোর খুলবো না ।

গায়ত্রী । [কাঁদিয়া ফেলিল ।]

কৌটিল্য । ওঃ, অমনি চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা ব'য়ে গেল ! বুড়ো বাপ আজ সাত দিন ঘুমোয় নি, চোখের উপর মরণের বিভীষিকা দেখছে আর অস্ত্র ঘাড়ে ক'রে পাহারা দিচ্ছে, তার জন্য একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নেই—তাকে বাঁচাবার জন্য একটু ভাবনা নেই, যত চোখের জল ঐ অস্পৃশ্য শূদ্রটার জন্য ।

গায়ত্রী । যত পার আমার তিরস্কার কর, কিন্তু তার নিন্দা ক'রো না ; তাকে তুমি চেন না, সে স্বর্গের দেবতা ।

কৌটিল্য । স্বর্গের দেবতা ! যা—যা ; মরুক তোর স্বর্গের দেবতা, আমি দোর খুলবো না ।

গায়ত্রী । বাবা ! বাবা ! নিষ্ঠুর হ'য়ে না ? আজ সাত দিন সে অনাহারী । ক্ষুণ্ণ তার অন্তর জ'লে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে ; আমারই মঙ্গলের জন্য সে মরণ পণ ক'রে প'ড়ে আছে ।

কৌটিল্য । আর তার পাশে যে আর একটা যুবক ব'সে আছে, সে বুঝি তোর কেউ নয় ?

গায়ত্রী । না, কেউ নয় ; সে তোমার পরম বান্ধব হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে সে একটা পথের পথিক ।

কৌটিল্য । দূর হ'—দূর হ' ! নইলে আমি তো মরেইছি, তাকেও আমি আজ এইখানেই শেষ করবো ।

গায়ত্রী । তার আগে ইচ্ছা হ'চ্ছে, তোমার হাতের ঐ তরবারি নিয়ে আমি তোমারই বুকে বসিয়ে দিই । তোমার উপর এত রাগ হ'চ্ছে যে, তোমার দেহ শতখণ্ড করলেও তার শাস্তি হয় না । এক একবার দুঃখ হয়, আবার তখনই মনে হয় এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি ।

কৌটিল্য । যা—যা, মুখ দেখাস্ নে পাপিনী ! আমার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে তোর লজ্জা হ'চ্ছে না ?

গায়ত্রী । কিসের লজ্জা বাবা ? কি করেছি আমি ?

কৌটিল্য । কি করেছিস্ ? এ কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে তোর মরার উচিত ছিল । আমি যে বাপ, মুখে আন্তে পারছি না । রাজপথে দাঁড়িয়ে শুনে আয়, সবাই বলছে—আমার মেয়ে কুলটা ।

গায়ত্রী । কি বললে—আমি কুলটা ? তোমাদের ভয়ে একদিন অনিচ্ছায় যার গলায় বরমাল্য দিয়েছি, যাকে আশৈশব সায়ংসন্ধ্যা বরমাল্য দিয়ে বরণ ক'রে এসেছি, তাকেই উপাশ্র দেবতা ব'লে গ্রহণ করেছি, তাই আমি কুলটা ? তবে তাই হোক ; জগত যখন জেনেছে, তখন তোমারও মুখের উপর জানিয়ে যাই, আমি এখনি ঐ শূদ্রকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাবো । আমি শাস্ত্র মানি না—বিচার মানি না ; সবার মাথার উপর পা তুলে দিয়ে আমি ঐ বিদ্রোহীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, কারও সাধ্য থাকে বাধা দিক্ ।

[প্রস্থান ।

কোটল্যা । গায়ত্রী—গায়ত্রী ! নাও, এই এক কাণ্ড ! আমি এখন কি করি ? নিজে পালিয়ে যাবো—না মেয়েটাকে বাঁচাবো ? আবার ঐ জল্লাদের খড়্গা, এবার ছ'জনের কাঁধের উপর । গায়ত্রী ! গায়ত্রী ! ওরে, ফিরে আস ! খড়্গা পড়লো মাথার উপর !

জরার প্রবেশ ।

জরা । এই কারাগারে কে আছে ?

কোটল্যা । এঁ্যা, তুমি কি জল্লাদ ? আমাদের কাটতে এসেছ ?

জরা । হঁ্যা ; কারাগারে কে আছে ? বল, নইলে এখনি গলা টিপে—

কোটল্যা । না—না, মারতে হয় আমাকে মার, কিন্তু আমার ঐ মেয়েটাকে মেরো না ! সে বড় ছুখী, তাকে বাঁচতে দাও ; সে কোন দোষ করে নি, আমি তাকে—না—না, আমি নই, ঐ শূদ্র—

জরা । কে শূদ্র ?

কোটল্যা । আমি জানি না ; আমি কি বলছি, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না । আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হ'য়ে গেছে । ভগবান্ ! রক্ষা কর, ভগবান্ ! রক্ষা কর ।

জরা । তুমি রক্ষী ? কারাগারের চাবি কৈ ? দাও, আমি দেখবো ।

কোটল্যা । কি দেখবে জল্লাদ ? দেখবার কিছু নেই । এতক্ষণে একটা বন্দী—দূর-দূর, আমি কি বলছি ! ভগবান্ ! রক্ষা কর ঐ অভাগা মেয়েটাকে—ভগবান্—

জরা । গোপ্তায় যাক তোমার ভগবান ! চাবি কোথায় ?

কোটল্যা । নিয়ে গেছে ; ঐ অভাগা মেয়েটা—না—না, তার কোন দোষ নেই, ঐ শূদ্রটা তাকে মস্তে ভুলিয়েছে ।

জরা । কোন্ শূদ্র ? চন্দন ?

কোটিল্য । হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঐ নাম ।

জরা । ঠিক হয়েছে ; তাকেই আমি চাই ।

কোটিল্য । কেন ? তুমি তবে জন্মদ নও ?

জরা । না ।

কোটিল্য । তবে কে তুমি ? কেন এসেছ তুমি ?

জরা । আমি এসেছি কারাগার ভেঙ্গে ঐ শূদ্রকে মুক্ত করতে ।

কোটিল্য । তার মুক্তি হ'য়ে গেছে ; এতক্ষণে তারা প্রাসাদের বাইরে । যাক, আর বাধা দিচ্ছি না । বাঁধন দিয়ে হাতীকে বাঁধা যায়, কিন্তু এ শ্রোতকে আটকে রাখা যায় না । তুমি কি তাদের কাছে যাবে ? যদি যাও, ব'লো—তাদের সঙ্গে রইল আমার আশীর্বাদ । আর সেই শূদ্রের ছেলেকে ব'লো—সে আমার কাছে তার পিতার পরিস্র জ্ঞানতে চেয়েছিল, আমি বলি নি ; যদি দেখা হয়, তাকে ব'লো—তার পিতা অনার্য্যরাজ জরা ।

বেগে উন্মাদপ্রায় বন্দী চন্দনের প্রবেশ ।

চন্দন । কে ? কে আমার পিতা ?

জরা । আমি—অনার্য্যরাজ জরা—[ক্ষিপ্ৰহস্তে চন্দনের বন্ধন মুক্ত করিল ।]

চন্দন । না—না—না, জন্মের মুহূর্তে যে আমার মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলে দিয়েছে, শৈশবে যার অঙ্কে স্থান পাই নি, সে আমার পিতা নয়—সে আমার পিতা নয় । [উন্মত্তবৎ প্রস্থান ।

জরা । উন্মাদ হয়েছে—উন্মাদ হয়েছে ।

[প্রস্থান ।

বন্দী দুর্লভটাদের প্রবেশ ।

দুর্লভ । মুখ ব্রাহ্মণ ! বন্দী পালালো যে !

কৌটিল্য । খুব করেছে, তোমার কি ? মাথা যার, আমার যাবে ।

দুর্লভ । আর আমার ক'নে ? সেও যে গেল !

কৌটিল্য । গেলই তো ; যাবারই কথা ।

দুর্লভ । তুমি আবার সুর বদলাচ্ছ কেন বাবা ? আজ যে সাত দিন হ'য়ে গেল, আজকের মধ্যেই যে তোমার মেয়ের স্বামী নিরূপণ হওয়ায় কথা ।

কৌটিল্য । ঐ তো হ'য়ে গেল ।

[প্রস্থান ।

দুর্লভ । হ'য়ে গেল ? এ্যা—তাই তো ! এ চালটা তো বাবা আমি বুঝতে পারি নি । আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য :

দ্বারকা—পথ ।

শাস্ত্র ।

শাস্ত্র ।

অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার !
ইতিহাস শোনে নাই,
জাগে নাই মানুষের হৃদয়ের পটে
পিতৃহন্তে পুত্রবলিদান ।
অনন্ত ভবিষ্য তরে
এ নির্ধুর হত্যার স্মরণে
শিহরিয়া উঠিবে সংসার ।
কি করিলে হরি ?
কলঙ্কের ঘোর পঙ্কে মজালে
আমায় ? হে চক্রী !
আবার ঘোরাও চক্র ;
আমারে গ্রহণ কর,
নিঃস্ব আমি—নিঃস্ব আমি
বিশাল সংসারে ।

সাত্যকির প্রবেশ ।

সাত্যকি ।

তবে আর কি ফল জীবনে ?
অস্ত্র ধর রে দুর্মতি !
ভবলীলা যুচাইব তোর ।

শাস্ত্র : সাত্যকি !
 সাত্যকি । রাখ সম্ভাষণ, অস্ত্র নাও—
 শাস্ত্র । অস্ত্র ? হায় !
 সে যে মোর হস্ত হ'তে
 চিরতরে পড়েছে থসিয়া ।
 এ দুর্বল করযুগে তৃণভার
 বুঝি আর পারি না বহিতে !
 যেই দিন কাল অস্ত্রমুখে
 সোনার মুকুল মোর—
 সাত্যকি—সাত্যকি ! ঐ দেখ,
 সেই—সেই সজল-কাজল আঁখি দু'টা
 এখনো আমার পানে রয়েছে চাহিয়া ।
 শোন ওই নীরব মিনতি—
 রণে আর নাহি প্রয়োজন ।
 সাত্যকি । সাধু ! সাধু !
 ভাষা নাই ধনুবাদ করিতে জ্ঞাপন ।
 ওরে, ও রাক্ষস !
 এত মধু প্রাণে যদি তোর,
 কোন্ প্রাণে আপন শোণিতে গড়া
 কুল পারিজাত—
 শাস্ত্র । সাত্যকি ! সাত্যকি !
 কোণায় লুকাবো মুখ ?
 চারিদিক হ'তে
 ছুটে আসে স্মৃতীক্ষ শারক ।

ওরে—ওরে কালো অন্ধকার,
 আমারে গ্রাসিবি আয় ।
 হা মুকুল—হা মুকুল !
 সাত্যকি । এত আঁখিজল
 কোন্‌খানে ছিল রে গোপন ?
 মজায়েছ যাদবের কুল,
 কলঙ্কের ঘোর পঙ্ক
 লেপিয়াছ আমাদের মুখে ।
 নিষ্ঠুর জল্লাদ—
 শাস্ত্র । জানি—জানি রে সাত্যকি,
 ধরাধামে রবে মোর ওই পরিচয় ।
 কেহ জানিল না,
 কার চক্রে ঘূর্ণ্যমান বিশ্ব-চরাচর ;
 কোন্‌ থরস্রোতে
 তৃণসম আমি হায় চলেছি ভাসিয়া ।
 ওই বাজে চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি,
 উঠিয়াছে কালের ঝটিকা ;
 কেহ সহিবে না রে সাত্যকি !
 মহর্ষির অভিশাপ গর্জিছে পশ্চাতে ।
 সাত্যকি । সেই অভিশাপ মূর্ত্তিমান
 কুপাণফলকে মোর ।
 শাস্ত্র । ও ভয়ে কাঁপে না হৃদি আর ;
 সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা,
 মৃত্যু মোর স্নিগ্ধ প্রস্রবণ ।

লীলাবসান

[চতুর্থ অঙ্ক ।

সাত্যকি । ভাল—ভাল,
শির পাতি করহ ধারণ ।

[অসি উত্তোলন ।]

লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । সাবধান !
সাত্যকি । কে তুমি মূর্তিমতী অলক্ষ্মী-প্রতিমা ?
শাস্ত্র । চেন না সাত্যকি ?
এই নারী এক দিন রূপের ছটায়
আলোকিত করেছিল দ্বারকা-প্রাসাদ,
মদগর্বে আপনা ভুলিয়া
এই নারী পতিপ্রেমে করেছিল পদাঘাত,
তাই তো শুকায়ে গেল গৈরিক নির্ঝর,
তাই রে ঝরিল মোর ফুটন্ত গোলাপ ।
কি কুৎসিত ! কি ভীষণ !
সাত্যকি ! নরক দেখেছ তুমি ?
এই দেখ প্রত্যক্ষ নরক ।

লক্ষ্মণা । ক্ষমা কর,
আর জালা দিও না আমার ।

শাস্ত্র । নারী ! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ,
কে আমি সম্মুখে তব ;
পুলহস্তা—

লক্ষ্মণা । পুল্ল মোর একার তো নয় ;
তুমি পিতা—

শাস্ত্র । যেই মৃত্যু দিয়াছ তাহারে,
সে যে তার স্বর্গের সোপান ।
সত্যকি !

এ নারী কি উন্মাদিনী ?
অথবা এ নিশার স্বপন !
আমি কোথা ?

স্বর্গে না রসাতলে ?
এ কঠিন পাষণ্ড ভেদি
প্রস্রবণ কে বহায়ে দিল ?
লক্ষ্মণা—

লক্ষ্মণা । প্রভু ! অজ্ঞানে করেছি পাপ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি,
কত তাপ দিয়েছি তোমায়,
নরকেও স্থান নাই মোর ;
তবু ভিক্ষা চাই,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর !

শাস্ত্র । প্রলয়-ঝটিকা যার নাচিছে সন্মুখে,
তার চোখে কেন এই বিজলীর আলো ?
সত্যকি ! নীরব যে তুমি ?
মরিবার এই তো সময় বন্ধু !
এই স্পর্শ এই প্রীতি বক্ষে আঁকি
মরণের এই তো মাহেন্দ্র যোগ ।

লক্ষ্মণা । ত্যজ অভিমান ; দেখ—দেখ,
কত তাপ এ বক্ষে আমার ।

যত দুঃখ তোমাতে দিয়েছি স্বামী,
চতুর্গুণ তার সহিয়াছি আমি ।
শোকে দুঃখে জ্ঞানহারী হ'য়ে
তোমাতে করেছি হেলা,
অনুতাপে বুক ফেটে যায় ;
ক্ষম—ক্ষম—ক্ষম অপরাধ ।

শাস্ত্র ।

লক্ষ্মণা—[অশ্রুপাত]

সাত্যকি ।

ডেকে নাও জনমের মত,
পল মাত্র অবসর,
তার পরে কালযুম
আঁখিপাতে আসিবে নামিয়া ।
শোন্—শোন্ নরকের কীট !
পণবদ্ধ আমি,
মৃত্যু-বার্তা নিয়ে তোর
ফিরিব প্রাসাদে ।
একদণ্ড রহিলাম অন্তরালে,
জনমের শোধ
ক'রে নাও প্রিয়া-সম্ভাষণ ।

[প্রস্থান ।

লক্ষ্মণা ।

ওগো, ভরে প্রাণ কাঁপে থর-থর,
কি হবে উপায় ?

শাস্ত্র ।

কিসের উপায় প্রিয়া ?
মৃত্যু মোর অনিবার্য্যগতি ;
আমাতে বিদায় দাও !

লক্ষ্মণা । না—না,
ওগো সর্বহারা অভাগীরে
ঠেলিও না পায় !

শাস্ত্র । লক্ষ্মণা ! লক্ষ্মণা !
জীবনের রসাস্বাদ তুমিই তো
এক দিন করেছ হরণ ;
অসার জীবনভার করিতে বহন,
বাঁচিবার সাধ নাই আর ।
ফিরে যাও গৃহে ;
কহিও পিতারে মোর,
যত্নকুল নিষ্কণ্টক এত দিনে—
মরিয়াছে কুলের পাংশুল ।
বিদায়—বিদায় !

লক্ষ্মণা । বিদায় পাবে না স্বামী !
ছায়া সম আমি রবো সাথে ।

শাস্ত্র । আমি যে চলেছি প্রিয়া
মরণের লোকে ।

লক্ষ্মণা । আমি যাবো পুরোভাগে
দীপশিখা ধরি ।
ওই দেখ—প্রভাসের জলে
সেই নীল আঁখি দু'টী
ছ'জনারে করে নিমন্ত্রণ ।
একা ব'সে কাঁদে মোর
আনন্দ-হুলাল ! চল—চল,

ওই বাজে রোদনের ধ্বনি ।

মুকুল ! সোনার মুকুল !

ফিরে আয়—ফিরে আয় !

গীতকণ্ঠে ছায়া-মুকুলের আবির্ভাব ।

ছায়া-মুকুল ।—

গীত ।

মাগো, ফিরিতে পারি না ঘর ।

কাছে যেতে চাই পাষাণের বেড়া করিয়া রেখেছে পর ॥

একা ব'সে কাঁদি আঁখি চল্‌ছল্‌,

'মা' নাম স্মরিতে চোখে আসে জল,

পারি না ডাকিতে, কি যেন বাধায় কণ্ঠে রুদ্ধিছে স্বর ।

~~কঙ্করে বাধে চলিতে চরণ,~~

~~অতীতে ঘেরিয়া কেঁদে উঠে মন,~~

~~এ যে অনন্ত মন আঁখিয়ার নিভে গেছে দিনকর ॥~~

[সহসা ছায়া-মুকুলের অন্তর্দ্বান, সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্তের ত্রায়

শাস্ত ও লক্ষণার প্রস্থান ।]

চতুর্থ দৃশ্য :

প্রভাসতীর।

চন্দন ও গায়ত্রী ।

চন্দন । কেন আমার অনুসরণ করছো গায়ত্রী ? তা হবার নয় ; যে সুযোগ অনাহুত অতিথির মত একদিন এসেছিল, তাকে তুমি নিজেই হারিয়ে ফেলেছ ; আর কেন গায়ত্রী ? ফিরে যাও ।

গায়ত্রী । কোথায় যাবো চন্দন ?

চন্দন । যেখানে একদিন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলে, সেইখানে । আমি যে আজ পরপুরুষ গায়ত্রী ! তোমার স্মৃতি বুকের মধ্যে চেপে রেখে পূজা করতে পারি, কিন্তু তোমার হাত ধ'রে জগতের চোখের সামনে তো দাঁড়াতে পারি না ।

গায়ত্রী । এত দুর্বল তুমি ! হায় পুরুষ, আমি কিন্তু তোমার জ্ঞাত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েও হাসতে পারি ।

চন্দন । কলঙ্কের বোঝা তুমি মাথায় নিতে পার, কিন্তু আমি তো মাথায় চাপিয়ে দিতে পারবো না ।

গায়ত্রী । চন্দন—

চন্দন । যাও সখী—যাও ! আধখানা বরমাল্য দিয়েছ, বাকিটাও তারই গলায় পরিয়ে দাও । আমার শাস্ত্রজ্ঞান বলছে, সেই তোমার স্বামী ।

গায়ত্রী । চন্দন—চন্দন ! পায়ে ধরি তোমার, এ নিষ্ঠুর আদেশ আর যেই করুক, তুমি অন্ততঃ ক'রো না । [পদতলে পতন ।]

চন্দন । ঈশ্বর ! এক মুহূর্ত্ত আমার শত্রু ক'রে রাখ । ওরে, এও
কি সম- গায়ত্রী ! ওঠো, আমার অপরাধী ক'রো না ।

গায়ত্রী । [উঠিয়া] নিষ্ঠুর ! তোমার জন্ত আমি সমাজ ছেড়েছি,
পিতা-মাতাকে ছেড়েছি, ভরা জগতের নিন্দা কুৎসা অঙ্গের ভূষণ ক'রে
নিয়েছি, তবু তোমার দয়া হবে না ? এতখানি তপস্বী দেবতার জন্ত
করলে সেও ধরা দিত ।

চন্দন । দেবতা যে দেবতা, আমি সামান্ত মানুষ যে গায়ত্রী !
আমার কলঙ্ক আমি হাসিমুখে সহিতে পারি, কিন্তু তোমার মুখে
কলিমা লেপন করতে প্রাণ যে চায় না গায়ত্রী ! আমার ভুলে যাও ;
মনে কর একটা বনের পাখীকে দু'দিনের জন্ত প্রেমের গান শিখিয়ে-
ছিলে, অসতর্ক অবসরে সে পিঞ্জর থেকে উড়ে গেছে । শাস্ত্রের বিধান
মাথায় তুলে নাও ; যাদের হারিয়েছ, আবার তারা এসে তোমায় ঘিরে
দাঁড়াবে । ভয় কি গায়ত্রী ? সাবিত্রী স্বামীর মৃতদেহে প্রাণ দিয়ে-
ছিলেন, আশীর্বাদ—না—না প্রার্থনা করি, তোমার স্পর্শে ওই শূণ্য কুন্ত
অমৃতে ভ'রে উঠুক ।

গায়ত্রী । না—না চন্দন ! ওই নরকের ছবি বুকে ক'রে আমি
জীবন কাটাতে পারবো না ।

চন্দন । যদি না পার, তবে এক পস্থা আছে চির-কৌমার্য্য ।

গায়ত্রী । তা হবার নয়—হবার নয় । শ্রীকৃষ্ণের আদেশ তো
শুনেছ চন্দন ? আজকের মধ্যে আমার স্বামী নিরুপণ না হ'লে
আমার পিতার প্রাণদণ্ড । অনেক দুঃখ দিয়েছি তাদের, আর দুঃখ
দিতে চাই না । এতক্ষণে হয় তো তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে ।
চন্দন ! চন্দন ! নিষ্ঠুর হ'য়ো না । একদিন না বুঝে তোমায় প্রত্যা-
খ্যান করেছিলাম, সেই অপরাধে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে হয়

চতুর্থ দৃশ্য ।]

লীলাবসান

নিও, কিন্তু যে তোমায় এককাল লালন-পালন করেছে, তাকে এ দণ্ড দিও না।

চন্দন। গায়ত্রী! গায়ত্রী! আমার প্রলোভন দেখিও না, আমি কর্তব্য ভুলে যাবো। চল, আমি সেই বধ্যভূমিতে গিয়ে নিজের হাতে তোমায় সেই ব্রাহ্মণ যুবকের হাতে—

গায়ত্রী। না—না, আমি তোমার,—ওগো, আমি জীবনে-মরণে তোমার।

চন্দন। সত্য তুমি আমার?

গায়ত্রী। ঋব সত্য।

চন্দন। তা যদি হয়, আমার সম্পৎ আমি ব্রাহ্মণ যুবককে দান করলাম।

গায়ত্রী। সে নেবে না

চন্দন। নেবে না?

গায়ত্রী। না; তোমায় যখন মুক্ত ক'রে আনি, তখন সে বলেছিল, কলঙ্কিনী! আবার যদি আমার কাছে ফিরে আসতে হয়, আমি তোকে পদাঘাতে দূর ক'রে দেবো। যদি তোর সতীত্বের সাক্ষী স্বরূপ সেই শূদ্রের মাথাটা আন্তে পারিস্, তবেই আমার ঘরে স্থান পাবি। চন্দন! চন্দন! আমার অবস্থা বুঝতে পারছ? সমুদ্রের মাঝখানে আমি, কোনদিকেই আমার কূল নেই।

চন্দন। [স্বগত] শক্তি দাও ভগবান—শক্তি দাও। আমার এই তুচ্ছ জীবন চিরদিন কুয়াসায় ঢেকে থাকবে, এই অস্পৃশ্য দেহ জগতের কোন উপকারে আসবে না; তাই তুমি আজ মৃত্যুরূপে ছয়াবে এসে দাঁড়িয়েছ দয়াময়? তবে এস, আমি হাসিমুখে তোমায় আলিঙ্গন করবো।

লীলাবসান

[চতুর্থ অঙ্ক ।

গায়ত্রী । নিরুত্তর রইলে যে চন্দন ?

চন্দন । উত্তর তো খুঁজে পাচ্ছি না গায়ত্রী ! আমার একটু অবসর দাও । নির্ভয় ! আমি তোমায় এ পক্ষে নামিয়েছি, আমিই তীরে তুলবো । তোমার পিতাকে আমি রক্ষা করবো ; তার পূর্বে আমার দেওয়া ওই রাখী আজ খুলে নিতে চাই । প্রশ্ন ক'রো না গায়ত্রী ! আজ এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে ।

[চন্দন রাখী খুলিতে লাগিল, তাহার হাত কাঁপিল,
দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইল ।]

গায়ত্রী । চন্দন ! তুমি কি নিষ্ঠুর !

চন্দন । নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর ! গায়ত্রী ! আমার বৃকের পাঁজর খুলে যদি দেখাতে পারতাম, দেখতে—আমি কি নিষ্ঠুর ! [রাখী খুলিয়া] যাও, ঐ প্রভাসের জলে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এস ; আমি এখানে তোমার জন্ত প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখছি ।

[গায়ত্রী চন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া কি বুঝিয়া লইল,
তারপর রাখী-সূত্র লইয়া চলিয়া গেল ।]

চন্দন । যাও দয়িতা, এ জীবনের মত শেষ । পরজন্মে যেন তোমাকে পাই, ঈশ্বরের পায়ে এই আমার প্রার্থনা । আমার ছিন্ন শির পেলে তুমি যদি কূলে পৌঁছাতে পার, তবে তাই হোক প্রিয়তমে !
তবু তুমি সুখী হও ।

জরার প্রবেশ ।

জরা । চন্দন ! চন্দন !

চন্দন । এসেছ, ভালই হয়েছে ; একটা কথা তোমায় বলবার ছিল । অনার্য্যরাজ ! আমার মা কোথায় ?

জরা । ঐখানে ।

চন্দন । স্বর্গে না নরকে ?

জরা । স্বর্গে—নরক তার অনেক দূরে

চন্দন । যথেষ্ট ; আর একটা কথা বলতে পার ? আমার মা ব্রাহ্মণকণ্ঠা আর তুমি ~~শু~~ ; তবে আমি কি ?

জরা । তুমি অভিনব ; শূদ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যোগসূত্রের মত দেবতার আশীর্বাদ বহন ক'রে তুমি এসেছ, জাতিধর্মের সঙ্কীর্ণতা তোমার জন্ত নয় যুবক ! তুমি বিধাতার একটা মানস-সৃষ্টি ।

চন্দন । তাই পৃথিবীতে আমার স্থান হ'লো না ।

জরা । যারা নিয়মের বহির্ভূত, শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম, সমাজ তাদের নেয় না চন্দন ! তাদের জন্ত আছে প্রকৃতির শ্রামল বক্ষ । আমিও তো আজ অনিয়মের মশাল জালিয়ে ছুটেছি । এস—আমার পার্শ্বে দাঁড়াও, আমার বক্ষে এস সন্তান !

চন্দন । না ; পথশ্রমে ক্লান্ত হই যদি, বরং ঐ গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াবো, তবু তোমার পার্শ্বে নয় । তোমার পুত্রস্নেহ এই দীর্ঘ দ্বাবিংশতি বর্ষ ধ'রে যেখানে গোপন ক'রে রেখেছিলে, আজও সেইখানে গোপন থাক ।

জরা । নদীর প্লাবন যখন কূল ছাপিয়ে ব'য়ে যায়, তাকে কি অবরোধ দিয়ে ঘিরে রাখা যায় রে সন্তান ?

চন্দন । শূদ্ররাজ !

জরা । আবার শূদ্ররাজ ; একবারও কি পিতা ব'লে ডাকবে না চন্দন ?

চন্দন । প্রতিদানে কি পাবো শূদ্ররাজ ?

জরা । যা চাও, অদেয় কিছু নাই ।

চন্দন। পিতা! পিতা!

জরা। বল, কি চাই তোমার? পৃথিবীর আধিপত্য না ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব? অতুল ঐশ্বর্য্য চাই না শ্বেতহস্তীর মাথার মুকুতা চাই? বল, তোমার জ্ঞা আমি আজ পৃথিবী লুণ্ঠন করতে প্রস্তুত।

চন্দন। পৃথিবী লুণ্ঠন করতে হবে না পিতা! আমার একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা। এক বালিকা এখনি আমার সন্ধানে আসবে; আমার মাথাটা স্কন্ধচ্যুত ক'রে তার জ্ঞা অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখ। সে এলে তাকে দিয়ে ব'লো, চন্দন তোমার সুখের জ্ঞা নিজের মাথা দিয়ে গেছে—তুমি সুখী হও।

জরা। এ কি ভয়ানক প্রার্থনা তোমার চন্দন? না—না, আমি পারবো না; তোমার সম্ভাষণ ফিরিয়ে নাও। জীবনে আর তোমার মুখ না দেখতে পাই সেও ভাল, তবু নিজের হাতে পুত্রকে হত্যা করতে পারবো না।

চন্দন। তুমিই না এক দিন শাসকে পুত্রহত্যায় উত্তেজিত করেছিলে? এবার বুঝি নিজের গায়ে বেজেছে!

জরা। চন্দন! চন্দন! ওরে, আমার একটা অন্ধকার গুহা দেখিয়ে দে, আমি পালাই।

চন্দন। তোমার প্রতিশ্রুতি?

জরা। নির্দোষ যুবক! তুমি উন্মাদ হয়েছ, নইলে পরের জন্য নিজের মাথা কেউ দিতে চায়?

চন্দন। কি বুঝবে তুমি নিষ্ঠুর, এ আত্মত্যাগে কত সুখ! তুমি এক অভাগিনীকে জাতিচ্যুত ক'রে তার সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ছিন্নকস্থার মত তাকে ত্যাগ করেছিলে; তোমার কাছে এ একটা উন্মাদের খেলা হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। আজ আমি সবার চেয়ে সুখী।

জরা । এখনও বলছি, নিবৃত্ত হও যুবক ! এ আত্মহত্যা হই নামাস্তর !
চন্দন । হোক ; আমি আত্মহত্যা করবো । চল—চল, এখনই
সে এসে পড়বে ! ঐ গুরু পত্রের মর্ম্মরধনি বাজছে ; চল ঐ কুঞ্জের
অন্তরালে ।

জরা । তবে এস ; ~~কি~~ তুমিই তো গেছে আমার—তুমিই বা থাকবে
কেন ? শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি লেগেছে, কেউ থাকবে না আমি জানি ।
চন্দন ! চন্দন !

চন্দন । পিতা ! চল । গায়ত্রী ! গায়ত্রী ! তোমার জন্ত আত্মহত্যা
দিলাম, তোমার জীবন কৃতার্থ হোক !

[জরা সহ চন্দনের প্রস্থান ।

দুর্লভের প্রবেশ ।

দুর্লভ । পাতি-পাতি ক'রে খুঁজলাম, কোথাও তাদের সন্ধান
মিললো না । কোথায় গেল ? এই যে এখানে পায়ের দাগ দেখছি ।
তবে কি তারা এইখানেই রয়েছে ? একবার ডেকে দেখি ! গায়ত্রী !
গায়ত্রী !

বেগে গায়ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ।

গায়ত্রী । চন্দন ! চন্দ—[সহসা দুর্লভকে দেখিয়া দুই পদ পিছাইয়া
আসিল ।] .

দুর্লভ । বড় নিরাশ হয়েছ, না ? কলঙ্কিনী !

গায়ত্রী । চুপ্, সংযত হ'য়ে কথা কও ।

দুর্লভ । এখনও দর্প ভাঙে নি ? বুঝেছি, চন্দনের মাথাটা তোমার
হাতে দিতে হবে ।

চন্দনের ছিন্নমুণ্ড লইয়া জরার পুনঃ প্রবেশ ।

জরা । কার হাতে—কার হাতে চন্দনের মাথা চাই ? [গায়ত্রীকে]
তোমার ? এই নাও, শীতল হও । [মুণ্ড ভূতলে রক্ষা করিল ।]

গায়ত্রী । এ কি ? দম্ভ্য ! তুমি কার মাথা নিয়ে এলে ?

জরা । চন্দনের ।

গায়ত্রী । ওঃ ! চন্দন—চন্দন ! [মুচ্ছিতা হইল ।]

জরা । তুমি কে ?

দুর্লভ । আমি—আমি—আমি হ'ছি গিয়ে—

জরা । ধবরদার !

দুর্লভ । [সভয়ে গায়ত্রীর নিকট সরিয়া গিয়া] গায়ত্রী ! গায়ত্রী !
ওঠো—পালাই চল । যা শত্রু পরে পরে । [গায়ত্রীর মুচ্ছাভঙ্গের চেষ্টা
করিতে লাগিল ।]

গায়ত্রী । [মুচ্ছাভঙ্গে] স্পর্শ ক'রো না অথর্ব ক্লীব ! মাথা
চেয়েছিলে, মাথা নাও রাক্ষস কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খাও । হা
চন্দন ! হা অভিমানী ! আমার ক্ষণিকের অপরাধের এমন চরম দণ্ড
দিয়ে গেলে, আমার ফেরবার অবসর দিলে না । ওগো, ব'লে দাও,
আমি কি করবো ? আমার যে সব গেল—সব গেল ! হা চন্দন—হা
প্রিয়তম ! [মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল ।]

জরা । প্রিয়তম ? কে প্রিয়তম নারী ? চন্দন ? তবে তার মাথাটা
কেন চেয়েছিলে পিশাচী ?

গায়ত্রী । ওগো, আমি চাই নি—চেয়েছিল এই রাক্ষস ।

জরা । তবে তোর মাথাটাও আমার চাই । [বজ্রমুষ্টিতে দুর্লভের
হস্তধারণ ।]

চতুর্থ দৃশ্য ।]

লীলাবতী

হুলভ । এঁয়া—দোহাই বাবা, ও গায়ত্রী ! আরে টানে যে !

গায়ত্রী । হত্যা কর—মুষিকের মত হত্যা কর ! দম্মা-মায়্যা নেই,
হত্যা—প্রতিশোধ !

হুলভ । ও বাবা, দোহাই গায়ত্রী ! কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা
কর !

জরা । এই যে—করছি ।

[হুলভকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান ।

গায়ত্রী । প্রিয়তম ! বড় দুঃখ পেয়ে মরেছ নয় ? তাই তো ছ'টা
চক্ষু ব'য়ে দুইটা অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে । আর দুঃখ দেবো না
প্রাণাধিক ! আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসছি । [নেপথ্যে হুলভের
মৃত্যুকালীন আৰ্ত্তনাদ ।] ঐ শেষ ! এ জীবনের সঙ্গে যে ছ'জন স্ত্রের
মত জড়িয়েছিল, তারা ছ'জনেই নিঃশেষ । তবে আর কেন, আমারও
জীবনের যবনিকা এইখানে নেমে আসুক । নির্ধুর দ্বারাবতী ! আমার
জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলি ! তুই মর, প্রভাসের প্লাবন এসে তোকে
ডুবিয়ে তলিয়ে দিয়ে যাক । [বক্ষে ছুরিকাঘাত] চন্দন ! চন্দন !
আমিও আসছি ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য :

রাজাস্তঃপুর ।

জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । কার দোষ ? আমার ? সবাই বলে বলুক, কিন্তু তুমি অন্তর্য্যাগী নারায়ণ ; তুমি তো জান, একটা মহান্ জাতির মঙ্গলের জন্ত আমার স্নেহের নীড় থেকে স্নেহের ছললকে নির্বাসিত করেছি । চোখে জল এসেছে, অলক্ষ্যে মুছে ফেলেছি । হায়, তাতেও তো ছুর্ভাগ্যের শেষ হ'লো না । আমার মুকুল গেল—আমার লক্ষ্মণাও যাবার পথে । এমন ছুর্ভাগিনী আর দেখেছ ?

উভেজিত দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । দেখেছি, কিন্তু এমন রাক্ষসী মা আর দেখি নাই ।

জাম্ববতী । রাক্ষসী কেন হয়েছে দেবল ? শুধু তোমাদের জন্ত । তোমার মত অমন শত সন্তানের মুখ চেয়ে আমি আমার এক সন্তানকে ডালি দিয়েছি ।

দেবল । মিথ্যা কথা ।

জাম্ববতী । দেবল ! দেবল ! গোটা রাজ্যটা আমার আজ খুংকার দিচ্ছে, তুইও দিবি ? দে—সবাই দে, তবু একটা সান্ত্বনা আছে আমার, আমি শাস্ত্রকে নির্বাসন দিয়ে যত্নকুল রক্ষা করেছি ।

দেবল । যত্নকুলকে রক্ষা করেছে ? এ মিথ্যা আশ্বাস তোমায় কে দিলে মহারানী ? তুমি শুধু নিজের রাক্ষসীবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছ,

বংশকে রক্ষা করতে পার নাই। এই দেখ আমার হাতে কুলধ্বংসী মুষল।

জাম্ববতী। কি? কি ও?

দেবল। তোমার পুত্রবধূর মারণ-যজ্ঞের অমৃত-ফল। হাত বাড়িও না; তোমার হাতে এ ভীষণ অস্ত্র আমি দেবো না। এর এমন গুণ, এ অস্ত্র যার হাতে ওঠে, তার মাথায় খুন চেপে যায়। বিনা বিচারে এক হতভাগ্যকে নির্দাসিত করেছ, হয় তো আবার কার কি ক'রে বসবে।

জাম্ববতী। দেবল! তুমি করছো কি? এ কুলধ্বংসী মুষল এখনি প্রভাসের জলে ফেলে দিয়ে এস।

দেবল। যাচ্ছি; তার আগে একে রক্তে স্নান করিয়ে নিতে হবে। কার রক্তে জান? যার হাতে এর সৃষ্টি।

জাম্ববতী। এঁ্যা—লক্ষণা! না—না দেবল, সে যে আমার কণ্ঠ।

দেবল। এত মমতা সে দিন কোথায় ছিল মহারানী, যে দিন তোমার শাসকে পথের ভিক্ষুকের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে? তোমার আবার মেহ! তুমি ভল্লুকের রক্ত-মাংসে গঠিত।

জাম্ববতী। দেবল! দেবল! না—ব'লে যা; যার যত মুখে আসে, বল। সত্যই ভল্লুকের রক্ত-মাংসে গঠিত আমি, দ্বারকার রাজপ্রাসাদে সেই ভল্লুকের প্রবৃত্তি নিয়েই এসেছি। নইলে এত বড় প্রাসাদের মধ্যে কে কার তুল্যকে জাতির মঙ্গলের জন্ত ডালি দিয়েছে? একই স্বার্থ সকলের, তবু সবাই আপন-আপন পক্ষপৃটে পুত্র পৌত্রকে গোপন ক'রে মমতার প্রলেপ দিচ্ছে। আমি নির্কোষ, সবার জন্ত নিজের সর্বস্ব আহুতি দিলাম। তবু তো কিছু হ'লো না, শুধু ব্যঙ্গ—শুধু কলঙ্কের পসরা। পুত্র দিলাম, পৌত্র দিলাম, নিজেকে নিংড়ে জল

ক'রে দিলাম, তবু তো শীতল হ'লি না রাক্ষসী ! বৃথা গো—সব বৃথা !

বসুদেবের প্রবেশ ।

বসুদেব । কি মা ! চোখের জল কি আর ফুরুবে না তোমার ?

জাম্ববতী । তবু তো শীতল হ'লো না । এত যে চোখের জল গঙ্গাপ্রবাহের মত বইয়ে দিলাম, তবু তো মরুভূমি সরস হ'য়ে উঠলো না ? বাবা ! আমি কি করলাম—আমার যে সব গেল !

বসুদেব । স্থির হও মা !

জাম্ববতী । কত স্থির হবো বাবা ? আমি যে মা ! যার জন্ত মাতৃত্বকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছি, সেই যদুবংশের মাথার উপর উত্তত রয়েছে ঐ দেখ কুলধবংসী মুষল । বৃথা—সব বৃথা !

[প্রস্থান ।

বসুদেব । সত্যই তো, তোমার হাতে ও কি দেবল ?

দেবল । মুষল ।

বসুদেব । দেখ—দেখ, ওই শাণিত লৌহদণ্ডের মধ্যে একটা ভীষণ মূর্তি কটমট্ ক'রে চেয়ে আছে না ? কে ও ? কংস না দুর্যোধন ? চিনেছি—কংসের কবন্ধ, দুর্যোধনের মাথা । প্রতিশোধ নিতে এসেছ ? দে তো দেবল আমার কাছে ; বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র লৌহ-ভীম চূর্ণ করেছিল, আমি একবার দেখি, এই ভাঙ্গা পাঁজরে চেপে এই মুষলটাকে মড়-মড়্ ক'রে ভাঙতে পারি কি না ? দে—দে !

দেবল । পারবে না বৃদ্ধ !

বসুদেব । না পারি, ওরে বুকে আঁকড়ে ধ'রে সাগরগর্ভে নেমে যাবো ।

দেবল । নিয়তি মুখে ক'রে ডাঙ্গায় তুলে দেবে ।

বসুদেব । তবে আমার মাথায় আগে মার । ওরে, আমার এত সাধের সাজানো সংসার—আমার পুত্র-পৌত্রে ভরা আনন্দধাম, আজ তার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে ।

দেবল । যাও বৃদ্ধ, নিজের প্রাণরক্ষা কর গে ; আমিও যাচ্ছি আমার কর্তব্য সাধন করতে ।

বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । নির্বোধ বালক ! তুমি এখনও সেই কুলগ্নী মুষল নিয়ে দাঁড়িয়ে ! ঘর্ষণ কর—ঘর্ষণ কর ।

দেবল । ঘর্ষণে এর ক্ষয় হবে না ; এ পিপাসু রাগস রক্ত চায় ।

বলরাম । কার ?

দেবল । রাজ-কুলবধু লক্ষণার ; আমি তারই আয়োজনে যাচ্ছি ।

বলরাম । ক্ষান্ত হও 'নির্বোধ !

দেবল । ক্ষমা করবেন পিতা ! কাজ শেষ ক'রে এসে দণ্ড নেবো ।

[প্রস্থান ।

বসুদেব । খাসা ব'লে গেল ; একটা ছুধের ছেলে, সে আজ আমাকে ডিঙ্গিয়ে যায়—রাম-কৃষ্ণের আদেশ গ্রাহ্য করে না । উদাসনেত্রে চেয়ে আছ রাম ? কথা বলছো না যে ? বলবার কিছু নেই, না ? হাঁ রে, কলি কি এলো ?

বলরাম । বোধ হয় এসেছে পিতা, নইলে এত অনাচার এই যত্নবংশে ! জান পিতা ! আমাদেরই পুত্র-পৌত্র সব প্রকাণ্ড দিবা-লোকে সুরাপান ক'রে নৃত্য করছে, আমি তাদের শাসন করতে গেলাম, তারা আমার বাজ করলে ।

বসুদেব । তুই সহ্য করলি ?

বলরাম । হাত উঠলো না পিতা ! মনে বড় ধিক্কার হ'লো ;

ভাবলাম—এই সব কুলাঙ্গার আমাদেরই সন্তান !

প্রজাগণের প্রবেশ ।

১ম প্রজা । হ্যাঁ, এই সব কুলাঙ্গার আমাদেরই সন্তান ; বিচার কর ।

বলরাম । কিসের বিচার প্রজাগণ ?

১ম প্রজা । কিসের বিচার ? অপমানের, নির্যাতনের, লুণ্ঠনের, হত্যার, আর সবার উপরে নারীধর্ষণের ।

বলরাম । অভিযুক্ত কে ?

১ম প্রজা । মদোন্মত্ত যত্নবালকগণ ।

বলরাম । আমার হল কৈ ? আমার গদা কৈ ? [প্রস্থানোত্তোগ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । দাদা !

বলরাম । কেন সাজ্জলি ভাই সারথি ? কেন বাধিয়েছিলি কুরুক্ষেত্র-রণ ? পাপের মূলোচ্ছেদ হয় নি কৃষ্ণ ! পাপ এসে বাসা বেঁধেছে এই দ্বারকায়, রাম-কৃষ্ণের সুরক্ষিত দুর্গে । হায়, আজীবনের সাধনার এই ফল !

~~প্রজাগণ ।~~ বিচার কর ।

শ্রীকৃষ্ণ । শুনেছি সব ~~প্রজাগণ~~ ! গৃহে যাও, বিচার করবো ; এমন বিচার—এমন ভীষণ, যা কেউ দেখে নাই—কল্পনা করে নাই ।

[প্রজাগণের প্রস্থান ।

বসুদেব । এ হ'লো কি কৃষ্ণ ? পুত্র পিতাকে মানে না, ভাই ভাইকে চেনে না, আর রাজপুরীর মধ্যে অহরহঃ এই সুরার শ্রোত, ওঃ—এও আমার দেখতে হ'লো !

শ্রীকৃষ্ণ । প্রবৃত্তির মত মাতঙ্গ উন্মত্ত-আবেগে ছুটেছে, এত গতি-^১রোধ না করলে সমস্ত পৃথিবী এই লালসার শ্রোতে ভেসে যাবে । এই উদাম প্রবৃত্তির শ্রোত নিরোধ করবার জন্ত, রাজ্যময় এই অমঙ্গল দূর করতে একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান আমার কল্পনায় এসেছে ; অনুমতি করুন, প্রভাসের তীরে যজ্ঞের আয়োজন করি ।

বসুদেব । উত্তম কথা । রাম—

বলরাম । প্রভাসের তীরে যজ্ঞ ? কৃষ্ণ ! দেখি তোর চোখ দু'টা ! হ্যাঁ রে, তুই কাঁদছিস না হাসছিস ? হাসি পাচ্ছে, না ? ওঃ—

বসুদেব । নিশ্বাস ফেল্ছো যে রাম ?

বলরাম । না পিতা, নিশ্বাস ফেলি নি ; আমিও একটা সঙ্কল্প ক'রে নিলাম । প্রভাসের তীরে যজ্ঞ হোক, আমি সম্মতি দিচ্ছি ; কিন্তু আমি আজ বিদায় চাই ।

বসুদেব । সে কি—সে কি রাম ?

বলরাম । স্বচক্ষে তো দেখলেন পিতা ! রাম আজ শুধু নাম-সর্বস্ব, কেউ আর তাকে চায় না । রামের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, শুধু নামের বোঝা নিয়ে সে আর দ্বারকা থাক্বে না । বিদায় দাও কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ । তোমায় বিদায় দিয়ে কাকে নিয়ে থাক্বে দাদা ?

বলরাম । তোমায় ছেড়ে আমি যা নিয়ে থাক্বে, সেই মন্ত্র তোমাকেও দিয়ে যাচ্ছি । আমি এগিয়ে যাই, তুই আমা—হ্যাঁ, অনুমতি দিন পিতা !

লীলানন্দ

[চতুর্থ অঙ্ক ।

বসুদেব । ভাঙ্গন ধরেছে, আমি জানি । শাস্ত্র গেল, মুকুল গেল,
রণে অসংখ্য পুরবাসী প্রাণ দিলে, আজ আবার তুমিও চলেছ রাম ?
কি দারুণ ব্যথা এই বুদ্ধের বুকের মধ্যে কৃষ্ণ । নেভাতে পারলে
না তোমরা ! মধুময় যৌবন কারাগারে গেল, একে একে সাত-সাতটা
পুলকে চোখের সামনে আছড়ে মারতে দেখলাম, আবার তার
পুনরাবৃত্তি ! হবার নয়—বসুদেব স্মৃতি হ'তে পারে না, কংস তার
পেছু নিয়েছে ।

[প্রস্থান ।

বলরাম । কৃষ্ণ ! আমি তবে যাই—

শ্রীকৃষ্ণ ।

যাও, ছায়া আমি পশ্চাতে

রহিছু সঙ্গোপনে ।

ব'লে যাও বিশ্বজনে,

আবার আসিব ফিরে,

ধরিয়া ধর্মের ধ্বজা

বিলাইব নামামৃত পুনঃ ।

আশ্র—আশ্র ভেঙ্গে আশ্র

ভাগ্যহীন দ্বারকা-নগরী,

দ্বারকা আঁধার করি

রাম যান্ন বনে ।

যাও—যাও,

হে অসীম ! হে বিরাট !

যাদবের মঙ্গল-প্রদীপ !

নিভে যাও, পারে না সহিতে

ধরা আলোকসম্পাত ;

গভীর তমসা আসি
ঢেকে দিক্ দ্বারকানগরী ।

বলরাম । ভাই !

কৃষ্ণ । দাদা—[প্রণাম]

গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ ।

পুরনারীগণ ।—

গীত ।

কার তরে গো, কার তরে ?

গৃহ ছাড়ি যাচ্ছ তুমি কোন্ গিরিকন্দরে ?

কোথায় এমন দুর্বা শায়ল কোথায় এমন কুন্দনোপ,

কোথায় জলে ধূপের ধোয়ায় ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-দীপ ?

কোন্ দেশে গো কোন্‌খানে,

কোন্ দেবতার সন্ধান ?

পূজার ডালি আছে তোমার সব দেবতার অন্তরে ।

বলরাম । হে ঈশ্বর !

সোণার দ্বারকাপুরী রহিল পশ্চাতে ;

তুমি দেখো—তুমি দেখো ।

[প্রস্থান ।

~~পুরনারীগণ~~ । হা রাম—হা রাম !

কৃষ্ণ । চুপ—চুপ ! নিঃশব্দে চলেছে যোগী,
ভাজিও না ধ্যান !

চল সবে চল বাই প্রভাসের কূলে,

মহাবক্ত করিব সাধন ।

লীলানন্দ

[চতুর্থ অঙ্ক ।

ঐ শোন,
কলস্বনে ডাকিছে প্রভাস,
গম্ভীর ওঙ্কার স্বর
বিধুনিত সাগরে অস্বরে—
“বেলা যায়—বেলা যায় ।”
হে প্রভাস!
সাজাও সৈকত-শয্যা
পরিশ্রান্ত দ্বারকানগরী
চলিয়াছে লভিতে শয়ন ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য :

প্রভাসের তীর—গিরিপার্শ্ব ।

ভীত ও ত্র্যস্ত কোটিল্যের প্রবেশ ।

কোটিল্য । জল্লাদের খড়্গা পেছনে ছুটে আসছে, একটু আশ্রয়—
একটু আশ্রয় ! ঐ গুরু পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি ! তারা আসছে—আমার
রক্তে স্নান করবে ব’লে যমের কিস্করগুণ্ডো ধয়ে আসছে । না—না,
কেউ তো নেই ! ওই বুড়ো অশ্বখ গাছটা আমার দিকে মাথা নেড়ে
বলছে, “আমি ব’লে দেবো ।” কোথা যাই—কোথা মুখ লুকিয়ে থাকি ?
ঐ একটা গুহা, দেখি ওর মধ্যে লুকিয়ে থাকি ।.....ও কি ভীষণ
দৃশ্য ! গুহার মধ্যে একটা মুণ্ডুকাটা মানুষ, তার পাশে একটা মেয়ে
অসাড়ে ঘুমিয়ে আছে । ও কে ? ও কে ?

জরার প্রবেশ ।

জরা । ওর নাম গায়ত্রী

কোটিল্য । কি বললে ? গায়ত্রী ? বেঁচে আছে তো ?

জরা । না মুখ ! দেখছো না, বুকে একটা ধারালো ছুরি বিদ্ধ
হ’য়ে রয়েছে ।

কোটিল্য । ওঃ ! গায়ত্রী—গায়ত্রী !

জরা । চুপ—চঁচিয়ো না, ওদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে—হুঃখের জালায়

লীলাবসান

[পঞ্চম অঙ্ক ।

ডুক্রে কেঁদে উঠবে। আহা, অভাগারা বড় জালায় জলেছে। সংসারে পদে পদে বঞ্চিত হ'য়ে এই নিভৃত গুহার মধ্যে অনন্ত বিশ্রাম নিয়েছে। ওরা নিষ্পাপ, তবু সংসার ওদের চাইলে না, তাই মৃত্যুর এই মহিমময় রাজ্যে একটু আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। দেখ, কি সুন্দর দৃশ্য! গঙ্গা যমুনার এমন পবিত্র সঙ্গম আর কেউ দেখে নি। নতজানু হও—প্রণাম কর।

কৌটিল্য। হা গায়ত্রী! হা চন্দন!

জরা। কে তুমি? তোমার মুখে চন্দনের নাম? ও—তুমিই সেই রক্ষী!

কৌটিল্য। আর একটা পরিচয় আছে, আমি ঐ গায়ত্রীর পিতা।

জরা। [বিস্ময়ে, আনন্দে ও জিহ্বাংসায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।]
পিতা? পিতা? তোমার নাম কৌটিল্য না? তোমারই আভিজাত্যের যুপকাঠে চন্দনের মাথাটা গেল, না? তোমাকে যে আমার প্রয়োজন। [কৌটিল্যের প্রতি ক্ষুধিতদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।]

কৌটিল্য। এখানেও খড়া; পালাই—পালাই! [প্রস্থানোত্তোগ]

জরা। [বাধা দিয়া] পথ নেই। কি করবো তোমায় নিয়ে? মাথাটা ছিঁড়ে নেবো, না তোমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো? ব্যোম কালী! না—দেখি, শূদ্রের রক্তে আর বামুনের রক্তে কতটা তফাৎ। যদি তোমার রক্ত বেশী লাল হয়, এখুনি ছেড়ে দেবো, নইলে—নইলে ব্যোম কালী!

কৌটিল্য। না জরা! শূদ্রের রক্ত বামুনের রক্তের মতই লাল, শূদ্রের প্রাণে আমারই মত অনুভূতি।

জরা। [রুদ্ধকণ্ঠে] তবে কেন ওই অভাগাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে ব্রাহ্মণ?

প্রথম দৃশ্য ।]

লীলানন্দসান

কৌটিল্য । তাড়িয়ে দিয়েছিলাম একদিন, সেইটাই কি এত বড় ?
আর বছরের পর বছর যে প্রতিপালন করেছি, তার মূল্য কিছু নয় ?

জরা । এইখানে আমার পরাজয় ব্রাহ্মণ ! তুমি তবু ওর ক্ষুধিত
মুখে আহাৰ্য্য দিয়েছ, আমি যে কিছুই দিই নাই । এস, আজ ছ'জনে
মিলে ওই অভাগাদের জন্ত ধারায় ধারায় অশ্রু ঢেলে দিই ।

কৌটিল্য । না—না, এখন সে সময় নয়, চাই এর চরম প্রতিশোধ ।
এ শুধু সেই শ্রীকৃষ্ণের অত্যাচার ; তারই বিচারে সে বন্দী, তারই
ভয়ে পলাতক, এ মৃত্যু সেই অত্যাচার বিচারেরই চরম ফল ।

জরা । হুঁ !

কৌটিল্য । পার তো এর প্রতিশোধ নাও ; জীবিত পুত্রের মুখে
খাওয়া দিতে পার নি, মৃত পুত্রের আত্মার তর্পণ কর ।

জরা । [চিহ্নিত তীরের ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল ; ব্রাহ্মণের মত
তাহার চক্ষু দুইটা জ্বলিতে লাগিল ।] এই শর তার গায়ে বিধ্ববে না ?

কৌটিল্য । যদি না বেঁধে, যাদবের কুলদ্বী মুখলের এক কণা
যোগ্য করে নিও, ব্রহ্মরক্ষ ভেদ হ'য়ে যাবে ।

জরা । ব্যোম কালী ! ব্যোম কালী !

[সোল্লাসে প্রস্থান ।

কৌটিল্য । [স্বগত] কৃষ্ণ ! আমার প্রাণদণ্ড দেবে ? তার আগে
তোমার মৃগপাত হোক । (প্রস্থান)

জনৈক দূতের প্রবেশ ।

দূত । এ ঠাকুর ! তুমি এখানে—বাঃ !

কৌটিল্য । এসেছ বাবা ? গরীব বামুনকে ভুলতে পার নি ?
এ মাথাটার কি এতই দাম যে শ্রীকৃষ্ণের তা না হ'লেই চলবে না ?

(১৮১)

লীলাবসান

[পঞ্চম অঙ্ক ।

তবে নিরে এস তোমাদের জন্মদকে; যম যখন চারিদিক থেকে থাবা পেতে ব'সে আছে, তখন আর বাহবার চেষ্টা বৃথা!

দূত। আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন ঠাকুর? মস্ত দাঁও আছে। যত্নপতি এই প্রভাসের তীরে যজ্ঞ করবেন, তুমি হ'চ্ছে তার পুরোহিত।

কোটিল্য। পুরোহিত? আমি? যার আজ প্রাণদণ্ডের কথা? বিক্রপ—না সত্য?

দূত। সত্যি ঠাকুর, সত্যি।

কোটিল্য। আমি পুরোহিত্য করবো না।

দূত। [সাস্চর্য্যে] করবে না?

কোটিল্য। না; বলগে তোমার শ্রীকৃষ্ণকে, যত্নকুলের মঙ্গলের জন্য যে যজ্ঞ, সে যজ্ঞের পুরোহিত্য আমি প্রাণান্তেও—না, চল—যাচ্ছি। যজ্ঞে আছতি দেবো, যত্নবংশের মঙ্গলের জন্ত নয়—ধন্যবংশের জন্য। গায়ত্রী! থাক্ মা ঐখানে; রোদে পুড়িস্নে, বৃষ্টিতে ভিজিস্নে, মাটিতে লীন হ'য়ে যাস্নে মা! অনন্তকাল ধ'রে এইখান দিয়ে যত পথিক যাবে, সবাইকে জিজ্ঞাসা করিস্, তোর স্বামী কে—দুর্লভ না চন্দন?

[উভয়ের প্রস্থান ।

সাত্যকির প্রবেশ ।

সাত্যকি। উত্তাল তরঙ্গময় রাগরসলিলে

ঐ—ঐ ডুবে গেল তারা;

ওঃ—কি ভীষণ!

আমারে করিতে উপহাস,

অটুতানে হাসে সিন্ধুজল।

শাস্ত্র—শাস্ত্র! লক্ষণা!

দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । কে ডাকে লক্ষ্মণা ব'লে ?

কোথায় লক্ষ্মণা ?

সাত্যকি । ঐ সিন্ধুজলে ।

দেবল । সিন্ধুজলে ?

সাত্যকি । হ্যাঁ—হ্যাঁ ; দেখ—দেখ,
তটভূমে অঙ্কিত রহিয়া গেছে
সে দুটী কোমল চরণ ।
কৌরবের শেষ চিহ্ন
নিঃশেষিত আজ ।

দেবল । যাক্, দূরীভূত স্বইচ্ছায়
অলক্ষ্মী-প্রতিমা ।

সাত্যকি । অলক্ষ্মী-প্রতিমা ?
হোক্, তবু তার তরে
তুই বিন্দু ফেল আঁখিজল ;
এত বড় ভাগ্যহীনা
দ্বারকায় নাহি ছিল আর ।

দেবল । আছে আর একজন, তার নাম শাম্ব ; এই নারীই তাকে
উদ্ধাদ করেছে ।

সাত্যকি । তার প্রায়শ্চিত্তও সে ক'রে গেছে দেবল ! আমি সেই
পুল্লঘাতী রাজোদ্ভোহী যত্নবংশের কলঙ্ক শাম্বের শিরশ্ছেদ কর্তে এসে-
ছিলাম । স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য রাজকুলবধূর সে কাতর মিনতি তুমি
শোন নাই ; তাতে পাষণ গ'লে যায়, কিন্তু আমি বিচলিত হই নি ।

লীলাবসান

[পঞ্চম অঙ্ক ।

দেবল । তারপর ?

সাত্যকি । আমি একটু অন্তরালে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, তারা নেই । সন্ধান করতে করতে দেখলাম, তারা এই সাগরের তীরে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সমুদ্রের বক্ষ হ'তে একটা সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠে তাদের আহ্বান করছে । উত্তত অসি নিয়ে ধেয়ে গেলাম, তারা সাগরে ঝাঁপ দিলে ।

দেবল । মিথ্যা কথা ! তুমি সেই হতভাগ্যকে হত্যা করেছ । তবে এই মুষল তোমারই শির চূর্ণ করুক ।

সাত্যকি । কুমার !

দেবল । ইষ্টনাম নাও জল্লাদ ! তুমি শাস্ত্রকে হত্যা করেছ ।

সাত্যকি । যদি ক'রে থাকি, আমি তার জন্য একটুও অনুতপ্ত নই । যে নিষ্ঠুর নিজের পুত্রকে হত্যা ক'রে—

দেবল । তার পুত্রকে সে হত্যা করেছে, তাতে তোমার কি মূর্থ ?

সাত্যকি । কুমার ! সংযত হ'য়ে কথা কও ।

দেবল । সংযত হ'য়ে কথা কইবো জল্লাদ ? এই হ'চ্ছি—[মুষল প্রহারোদ্যোগ ।]

সাত্যকি । দেবল ! [তরবারি দ্বারা বাধা প্রদান ।]

যাদবগণের প্রবেশ ।

১ম যাদব । আরে—আরে—একি ? আঃ, থামুন না মশায় !

দেবল । হত্যা কর যাদবগণ ! এই ঘাতক কুমার শাস্ত্রকে হত্যা করেছে ।

কতিপয় যাদব । মার—মার—[সাত্যকিকে প্রহারোদ্যোগ ।]

অন্যান্য যাদবগণ । [বাধা দিয়া] খবরদার !

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

লীলাবসান

দেবল । হত্যা কর—হত্যা—

সাত্যকি । যাদবগণ !

কতিপয় যাদব । মার—মার—[পুনঃ সাত্যকিকে আক্রমণোত্তোগ]

অত্যাচার যাদবগণ । তবে তোরাই মর !

[উভয় পক্ষে সংঘর্ষ, “মার—মার” করিতে করিতে সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

প্রভাসতীর—যজ্ঞশালা ।

প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডের সম্মুখে পট্টবস্ত্রপরিহিত কোটিল্য ও
চতুষ্পার্শ্বে গীতপরায়ণ ঋত্বিকগণ ।

ঋত্বিকগণ ।—

গীত ।

নমো নমো নমঃ সর্বভূক্ ।

সাম্যের জ্যোতি দিনকর, ভস্মের তলে লীন কর,

জঞ্জাল তাপ তমোহর, আন শান্ত সত্য যুগ ।

দক্ষ কর এ তীর্থের মাটি পঙ্কজ তোল পক্ষে,

তপ্ত দীর্ণ ক্লাস্ত ধরায় ধুলো ঝেড়ে নাও অন্ধে :—

পাতকপূর্ণ ধরনী,

তোমার চরণ-আশ্রয়ে দেব মাগিছে পারের তরণী,

অল উজ্জল, কর নির্মল ধরা, দূর কর শোক দুঃখ ।

লীলাবসান

[পঞ্চম অঙ্ক ।

কোটিল্য । চুপ চুপ, ও মন্ত্র নয় ; এ নূতন যজ্ঞ, অদ্ভুত এর পুরোহিত,
অভিনব হবে এর মন্ত্র । ভারে ভারে সমিধ্ আন, কুম্ভ কুম্ভ ঘৃতাছতি দাও ;
আহ্বান কর সর্বভূক্ অগ্নিকে এই অনাচারী যাদবকুল ভস্মসাৎ করতে ।

ঋত্বিকগণ । শ্রীবিষ্ণু ! শ্রীবিষ্ণু !

কোটিল্য । স্তব্ধ হও । “শ্রীবিষ্ণু !” কি প্রয়োজন শ্রীবিষ্ণুর এ
যজ্ঞে ? কোন দেবতাকে আমি আহ্বান করবো না । যে সব লোভী
দেবতারা নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় স্বর্গের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে,
তাদের উদ্দেশে এই ভস্মরাশি মুঠো মুঠো ক’রে আকাশে উড়িয়ে দাও ।

ঋত্বিকগণ । শিব ! শিব !

কোটিল্য । আঃ—আবার শিব ! না—না, এ শিবহীন যজ্ঞ ।
প্রতিনীকে ডাক—অলঙ্কীকে ডাক—কালকে নিমন্ত্রণ দাও । হাঃ-
হাঃ-হাঃ ! ওঁ স্বাহা—[পুনঃ পুনঃ ঘৃতাছতি প্রদান ।]

বসুদেবের প্রবেশ ।

বসুদেব । ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ !

কোটিল্য । তিষ্ঠ ! [ঘৃতাছতি দান ।]

এস—এস কালান্তক মৃত্যু মহীয়ান্ !

গগন বিদীর্ণ করি,

দোলায়ে সাগরজল,

প্রভঞ্জন ভূমিকম্প মহামারী সাগে ;

এস এস বজ্রপাতে

অনারুষ্টি অনলবর্ষণে

আচম্বিতে ধ্বংসের লীলায়.

এই দর্পী যদুকুল-অরণ্যের মাঝে ।

বসুদেব । কর্ছো কি ব্রাহ্মণ ? এ কি পোরোহিত্য তোমার ?
কৌটিল্য । যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না ; গ্রহরীর পোরোহিত্য
এই । ওঁ স্বাহা—ওঁ স্বাহা ! [স্বতাহতি দান ।]

জল—জল হে সর্বভূক
লেলিহান প্রদীপ্ত শিখায়,
করালীর রক্তাঞ্চল হোক আন্দোলিত ।
মুহমূর্ছঃ উঠুক বাজিরা
মৃত্যুর দুন্দুভি-তান,
ক্ষুলিঙ্গে ক্ষুলিঙ্গে তব
সৃষ্টি কর ধ্বংসের সঙ্গিনীগণ ।

গীতকণ্ঠে পর্যায়ক্রমে ধ্বংসসঙ্গিনীগণ, দুন্দুভি ও
অলক্ষ্মীর প্রবেশ ।

গীত ।

ধ্বংস ।— বিষ-দাঁতে আজ এনেছি গো মরণ-কামড়-যন্ত্রণা ।
কলির সাথে ষড় করেছি, কালের সাথে মন্ত্রণা ।
দুন্দুভি ।— পিছে পিছে নিশান ধরে বিধাণ বাজাই আমি,
অলক্ষ্মী ।— অলক্ষিতে অলক্ষ্মী এ তোদের অনুগামী,
সকলে ।— দে রে দে রে পূর্ণাহতি, ঘুচিয়ে শায়ার অনুভূতি,
সার্থক হোক শিবহীন যাগ ধ্বংসের কাম-তন্ত্রণা ।

[সকলের প্রস্থান

বসুদেব । এরা করা ?
কৌটিল্য । এরা মৃত্যুর অগ্রদূত ।
বসুদেব । এ কি আচরণ তোমার ব্রাহ্মণ ? যে তার মহাযজ্ঞে সাদরে

লীলাবসান

[পঞ্চম অঙ্ক ।

তোমার পোরোহিত্যে বরণ করেছে, তুমি তারই ধ্বংসের সঙ্কল্প করছো ? ঋত্বিকগণ ! কাষ্ঠ-পুতলিকার মত ব'সে ব'সে দেখছো কি ? যাও—যাও, কৃষ্ণকে সংবাদ দাও ।

কোটিল্য । তিষ্ঠ ঋত্বিকগণ ! আমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করি । হবি নাও ব্রাহ্মণগণ ! পূর্ণাহতি দিই এস । ওঁ—

বসুদেব । অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর দুস্মুখ ব্রাহ্মণ ! কে আছিস্, ওরে কৃষ্ণকে সংবাদ দে ।

জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । সর্বনাশ হ'লো বাবা ! অন্তর্বিপ্লবে যত্ববংশ বুঝি ছার-খার হ'য়ে যায় ! সাত্যকি আর দেবলে তুমুল সংঘর্ষ বেধেছে ; যাদব-গণ কেউ সাত্যকির সঙ্গে, কেউ দেবলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে । ভীষণ অন্তর্বিপ্লব ! বাবা ! ছুটে যাও—রক্ষা কর যত্নকুল ; যে জন্তু আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়েছি, আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রো না ।

বসুদেব । এক দিকে জলপ্লাবন, আর এক দিকে দাবানল ; আমি কি করবো মা ? আমি কি করতে পারি ? অশক্ত দুর্বল শক্তিহীন এ স্থবির সিংহ । মরুক—সবাইকে মরতে দাও । লক্ষ্মীর ঘরে অলক্ষ্মী প্রবেশ করেছে । মরতে হবে না ? দ্বারকা ! সুন্দর দ্বারকা ! আমার দেহের অস্থি—ধমনীর রক্ত ! ওঃ, এ সময় রাম যদি থাকতো !

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । রাম নাই ।

বসুদেব ও জাম্ববতী । রাম নাই ?

শ্রীকৃষ্ণ । সুখ-দুঃখের পরপারে ।

বসুদেব । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! আমার রাম নাই ? শোকে সাস্থনা,
ব্যাধিতে মহৌষধ, বিপদে মন্ত্রী রাম নাই ? তবে কেউ নাই দ্বারকায় ;
দ্বারকা শ্মশান ! আমাকে তবে ঐ হোমকুণ্ডে আহুতি দাও । হা রাম !
হা রাম !

শ্রীকৃষ্ণ । একি পিতা, এত অধীর আপনি ? কার জন্ত ?
দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীমন্তত্র ন মুহতি ॥

বসুদেব । তুমি কি কৃষ্ণ—তুমি কি ? রাম নাই—দ্বারকার বুক
থেকে রাম নাম মুছে গেল ! বাইরে গিয়ে দেখ, সূর্য্য নিভে গেছে,
বাতাস বইছে না, পশু-পাখী শোকে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, তবু তোমার
মুখে হাসি ! হায় রাম ! আমার রাম !

শ্রীকৃষ্ণ । পিতা ! ক্ষান্ত হও ; আমি যে আছি তোমার ।

বসুদেব । রামহীন কৃষ্ণনাম রত্নচ্যুত কুমুম ।

জাম্ববতী । যত্নপতি ! যত্নপতি ! যত্নবংশ যে ছারখার হ'য়ে গেল ;
বাইরে গিয়ে দেখে এস, আত্মকলহে প্রভাসের তীরে রক্তের ঢেউ খেলে
যাচ্ছে । রক্ষা কর—রক্ষা কর পাষণ ! [শ্রীকৃষ্ণের পদতলে আছড়াইয়া
পড়িলেন ।]

শ্রীকৃষ্ণ । পিতা ! আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করতে পারছি না, আমি
চললাম । বুঝতে পারছি যত্নকুলের পরিণাম । যদি ঐ প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষের
মধ্যে আমি চূর্ণ হ'য়ে যাই, তা হ'লে রইলে তুমি, আর যত্নবংশের অসংখ্য
অসহায়্য নারী । শত্রুর ক্ষুধিত দৃষ্টি এদের উপর পতিত হবে ; মনে
রেখো, এদের রক্ষা করতে পারে একমাত্র অর্জুন । আসি পিতা !

[প্রণামান্তর প্রস্থান ।

কৌটিল্য । যজ্ঞফল কাকে সমর্পণ করবো যত্নবর ?

সহসা জরার প্রবেশ ।

জরা । যমকে ।

বসুদেব । দিন পেয়েছ জরা ! আজ আর রাম নাই ।

জরা । কৃষ্ণও থাকবে না ।

জাম্ববতী । কি বললে দস্যু ?

জরা । আমি বলি নি মা, বলছে আমার ভিতরের এই নির্যাতিত
অনার্য্য-সমাজ ।

কোটিল্য । তবে এস তুমি যম, যজ্ঞফল তোমাকেই অর্পণ করি ।
ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা । গ্রহণ কর মহাকাল এই যজ্ঞফল ।
হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রস্থান ।

জরা । ব্যোম্ কালী ! ব্যোম্ কালী ! যাও পিতা, আর একটা
পুত্রশোক সহবার জন্ম প্রস্তুত হও ।

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । বাবা !

বসুদেব । কি মা ? কথা বলছিন্ না যে ? আর একটা প্লাবন
আসছে ? আসুক—আসুক প্লাবন, তুই আমার কাছে আয় । সর্ব্বংসহা
বসুন্ধরার মত তুই অনেক সয়েছিন্ ; তোর দিকে চাইলে নিজের হুঃখ
ভুলে যাই । চ—চ, প্রাসাদের চুড়ায় উঠে দাঁড়াইগে । তুই আমায়
স্পর্শ ক'রে থাক ; আমি নির্ঝাঁক হ'য়ে দেখি, যজ্ঞবংশটা কেমন ক'রে
ধ্বংস হ'য়ে যায় ।

[প্রস্থান ।

জাম্ববতী । নারায়ণ ! এ নিষ্ঠুর লীলার অবসান কর ।

রক্তাক্ত-কলেবরে মুষলহস্তে দেবলের প্রবেশ ।

দেবল । মা ! পিতৃব্য কোথায় ?

জাম্ববতী । এ কি মূর্ত্তি তোমার দেবল ?

দেবল । সংহার-মূর্ত্তি ; আজ এর প্রয়োজন হয়েছিল । বল, পিতৃব্য কোথায় ?

জাম্ববতী । মল্লভূমিতে ।

দেবল । পিতা ?

জাম্ববতী । নাই ; ওরে ঘাতক ! তোর হত্যালীলা দেখবার জন্ম তোর পিতা আর বেঁচে নাই ।

দেবল । এঁ—পিতা নাই ? [হাত হইতে মুষল পড়িয়া গেল ।]
এ কি ! পৃথিবী টল্ছে না কি ? মা ! মা ! আমায় ধর ।

জাম্ববতী । [পতনোন্মুখ দেবলকে ধরিয়া ফেলিলেন ।]

দেবল । আমি কে ? আমি কোথায় ? আমিই কি সেই জন্মাদ, যার মুষলের আঘাতে প্রভাসের তীরে আজ রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে ?

জাম্ববতী । আত্মকলহ থেমেছে দেবল ?

দেবল । থেমেছে মা, কারণ কলহ করবার আর কেউ নেই ।

জাম্ববতী । দেবল ! দেবল !

দেবল । আমি নই, আমায় দায়ী ক'রো না মা ! দায়ী এই কুলধ্বংসী মুষল ; এ যার হাতে উঠবে, তাকেই রক্তপানে উত্তেজিত করবে । স্পর্শ ক'রো না এ বিষকুস্ত,—পলাই চল । ওঃ, কি করেছি—
কি করেছি ! ক্ষণিকের উত্তেজনায় আত্ম-কলহের বিষ ছড়িয়েছি ! সবাই মরেছে, কেউ নেই—কেউ নেই ! সেই পাপেই আমি আজ পিতৃহীন ।

বসুদেবের পুনঃ প্রবেশ ।

বসুদেব । কি সুন্দর ! কি সুন্দর !
 ছুটে আয়—
 ওরে, হেন দৃশ্য দেখে নাই কেহ ।
 যাদবের রক্তধারে রক্তময়
 হ'য়ে গেছে প্রভাসের জল ।
 মল্লভূমি নাট্যশালা, কুসুম-উদ্যান
 যাদবের তাজা রক্তে
 হয়েছে রঞ্জিত ।
 শবের উপরে শব
 মুণ্ডহীন ছিন্নহস্তপদ
 মাংসপিণ্ড সম ঐ নীরব নীথর !
 নাই—নাই—কেহ নাই ;
 রাম গেছে পলাইয়া,
 সঙ্গে তার নিয়ে গেল
 দ্বারকার অস্থি মজ্জা মাংস মেদ সম
 অগণিত যাদব সন্তান ।
 ওঃ, বুক যায়—বুক যায় !

[পতনোন্মুখ হইলেন ।]

জাম্ববতী । [বসুদেবকে ধরিয়া] বাবা ! বাবা ! তুমিও যাচ্ছ ?
 যাও ; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর একদিনও যেন তোমায় বাঁচতে
 না হয় । দেবল ! যা করেছে, করেছে ; যদি মঙ্গল চাও, ঐ কুলধ্বংসী
 সুবল ঘর্ষণ ক'রে ক্ষয় ক'রে ফেল । সবাই তো গেছে, এতখানি পাপের

তৃতীয় দৃশ্য ।]

লীলানন্দসান

জালায় তুমিও পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে । বাকী আছে একমাত্র প্রহ্মার
পুত্র বজ্র । সে এখনো তার মাতুলালয়ে, তাকে রক্ষা কর । দ্রুতগামী
রথে তাকে হস্তিনায় পাঠিয়ে দাও, নইলে বংশে বাতি দিতে আর কেউ
থাকবে না । বাবা ! চল, বিশ্রাম করবে—অনন্ত বিশ্রাম ।

[উভয়ের প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ যুধল লইয়া দেবলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য :

প্রভাসতীর ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

নীরব ! নীরব !

সুবিমল বহুকুল

এইখানে নিঃশেষে ঘুমায়ে ।

এই তীর্থ, এই বধ্যভূমি

জগতের মহাবিড়ালয় ;

যোজনবিস্তৃত এই কুরুক্ষেত্র হায়ে

সর্বহার্য করেছে কেশবে ।

অভিশাপ পূর্ণ তব কোরবজননী !

দেখে যাও, আত্ম-দ্বন্দ্ব জলিয়াছে

কি মহাশ্মশান !

পিতা পুত্র, ভ্রাতায় ভ্রাতায়,

পতি পত্নী, সুহৃদে সুহৃদে
 এমন ভয়াল রণ দেখে নাই কেহ ।
 শব—শব, চারিদিকে শবের পর্বত ।
 কোথা যাই ?
 কোন্‌খানে লুকাবে কেশব ?
 লক্ষ লক্ষ যাদবের উন্মীলিত আঁখি
 আমারে করিছে নিরীক্ষণ ।
 করুণ-মিনতি ভরা
 কি বিলোল দৃষ্টি উহাদের !
 ঘুমো—ঘুমো রে সন্তানগণ !
 শ্রীকৃষ্ণের ধর্মঘঞ্জে
 তোরা তার স্নেহের আছতি ।
 বসুন্ধরা ! সর্বহারা আমি ।
 সবে কর কৃষ্ণ ভগবান,
 তাই তো সহিঁ ব্যাথা,
 বক্ষের পঞ্জর খুলি
 হোমাগ্নিতে দিনু পূর্ণাছতি ;
 তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও ধরা !
 গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ ।

উদ্ধব ।—

গীত ।

ওগো—ওগো লীলাময় !

এ নিহঁর লীলা কর অবসান, এ যে প্রাণে নাহি সয় ।

(এ যে) নিঃশ্বাসে ভরা সাহারার মর,
 অনলের শিরে কাল বিষ-তরু,
 (এ যে) ব্যথার সিন্ধু জ্বালায় আগুন ছুঁথের হিমালয় ।
 শত নয়নের শুকায়নি জল,
 শ্রাবণ-ধারায় ঝরে অবিরল,
 আবার কাহার হৃদয় ভাস্কিতে দুঃসহ অভিনয় ?

শ্রীকৃষ্ণ । উদ্ভব ! এতদিনে হয়েছে সময় ;
 শীতল হয়েছে ধরা,
 থেমে গেছে অস্ত্রের বাজার,
 ছিঁড়ে গেছে মান্নার বন্ধন ।
 ওই দেখ্ পুত্র পৌত্র বন্ধুর আকারে
 সোনার শৃঙ্খলে মোরে বেঁধেছিল যারা,
 তারা ওই নিষ্পন্দ নীরব ।
 বিচ্ছেদের শত বর্ষ ফুরিয়েছে আজ,
 নিয়ে আয় মোহন মুরলী,
 সাজিয়ে দে পীতাম্বর-সাজে ;
 ডাকিছে শ্রীরাধা মোরে,
 চল যাই বৃন্দাবনে ।

জরার প্রবেশ ।

জরা । বৃন্দাবনে নয় রে কেশব !
 করিয়াছ বহু অত্যাচার,
 পারে না বহিতে তোরে ধরা ;
 বসুমতী সবার জননী,

সেই জননীর অন্তরমথিত সুখা
 আৰ্য্য তুমি কণ্ঠায় কণ্ঠায়
 নিতি করিয়াছ পান,
 অভাগা অনাৰ্য্য মোরা
 রহিলাম চির-উপবাসী ।
 চূর্ণ হোক ধর্ম-সিংহাসন,
 তার সনে চূর্ণ হও
 তুমি—তুমি কৃষ্ণ নারায়ণ !

[শরত্যাগ]

শ্রীকৃষ্ণ । উঃ ! জরা—ভাই !

[উদ্ধবের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্ধশায়িত হইলেন ।]

উদ্ধব । কি কর্ণি দম্ভ্য, কি কর্ণি ?

শ্রীকৃষ্ণ । প্রিয়তম ! মোছ আঁখিজল ;

শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান,
 ভগবানে অনেক সহিতে হয় ।

উঃ ! জরা—জরা ! ভাই !

ভগবান বড় ভাগ্যহীন,
 ভাই তার স'রে থাকে দূরে ।

উর্দ্ধ্বাসে জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । যদুপতি ! যদুপতি ! এ কি ?

পূর্ণিমার শশধর

কেন—কেন ধূলির শয্যা ?

প্রভু ! প্রিয়তম !

কোন্ অভিমানে রাজ-রাজেশ্বর তুমি

কাকালের মত লুটাইছ ধূলিমাঝে ?

এ কি ? কমল-চরণ হ'তে

ব'য়ে যায় রক্তের গোমুখী ।

ওরে, কুসুম-কোমল পদে

কোন্ দস্যু হানিয়াছে শর ?

জরা ।

আমি ।

জাম্ববতী ।

তুমি ? দুর্বল মানব !

কোন্ অস্ত্রে চক্রধারী-অঙ্গ তুমি

করিয়াছ ভেদ ?

জরা ।

এই শরে, যাদবের কুলধ্বংসী

যুধলের এক কণা সংযোজিত

করেছি এ শাশ্বিত ফলকে ।

জাম্ববতী ।

ওঃ—যত্নপতি ! যত্নপতি !

শ্রীকৃষ্ণ ।

কি দুর্বল মাটির মানুষ ।

রাণী ! কেন কর শোক ?

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং,

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

[নেপথ্যে কোলাহল—“প্লাবন—প্লাবন ।”]

ওই দেখ, প্লাবনে ছুটিয়া আসে

প্রভাসের জল ; আমি যাবো,

দ্বারাবতী যাবে মোর সাথে ।

শান্তি ! শান্তি !

[নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল—“প্লাবন—প্লাবন !”]

লীলাবসান

[পঞ্চম অঙ্ক ।]

রে উদ্ধব ! শত বর্ষ পরিপূর্ণ আজ,
আমি যাই বৃন্দাবনে শ্রীরাধার পাশে ।
রাধা ! রাধা ! রাধা !

[দেহত্যাগ ।]

সকলে ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ ।

[প্রণাম ।]

অবসান



